এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ স্কুলে পড়ুয়া নেই, শিক্ষক ১৯ হাজার!
বেলেঘাটার ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের 'কালোবাজারি'! ৩

কলকাতা ২৭ অগস্ট ২০২৬ ৯ ভাদ্র ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার বিংশ বর্ষ ৭৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.08.2026, Vol. 20 Issue No. 77, 8 Pages, Price 3.00

নেপালে প্রলয়

হিমালয়ের কোলে হড়পা বানে হাহাকার

২৬ অগস্ট: হড়পা বানে বিধ্বস্ত উত্তর নেপালের রাসুয়া জেলা। বুধবার সকালে চিন সীমান্তবর্তী ওই জেলায় আচমকা ওই হড়পা বান নামে। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। বানের তোড়ে ভেসে গিয়েছে ঘরবাড়ি, বাজার, একের পর এক গাড়ি। রাসুয়া জেলার একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। তবে ব্যাপক হতাহতের আশঙ্কা করছে রাসুয়া জেলা প্রশাসন। প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত কমপক্ষে ২২ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে।

কাঠমান্ডু থেকে প্রায় ১২৫ কিমি দূরে অবস্থিত রাসুয়ায় আনুমানিক ৫০ হাজার মানুষের বাস। তিব্বত থেকে নেপালে প্রবেশ করে এই জেলা দিয়েই বয়ে গিয়েছে ভোটে কোশী নদী। বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ আচমকা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমান, তিব্বতের দিক থেকে প্রবেশ করেছে বন্যার জল। রাসুয়ার জেলাশাসক নগেন্দ্র পারিয়ার রয়টার্সকে জানান, বেশ কিছু গ্রামীণ এলাকা ভেসে যাওয়ার খবর মিলেছে। তিনি বলেন, 'প্রচুর সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি এবং ব্যাপক হতাহতের আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু আমি এখনই নিশ্চিত ভাবে কিছু বলতে পারছি না।' গুরুতর এই পরিস্থিতিতে দ্রুত উদ্ধারকাজে নেমেছে প্রশাসন। নদী তীরবর্তী বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুগলিন এলাকা-সহ ত্রিশূলী নদীর তীরবর্তী বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ রসুয়ার বন্যা কবলিত এলাকায় উদ্ধারকাজ শুরু করতে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও উদ্ধারকারী দলকে নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যান্য জেলা থেকেও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা কর্মী পাঠানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, চিকিৎসক দল, স্কাউট, রেড ক্রস এই বিপর্যয় মোকাবিলায় নেমে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত অ্যাম্বুল্যান্স ও চিকিৎসাকর্মীদের পাঠানো হচ্ছে।

প্রাথমিক ভাবে খবর, চিন সীমান্তবর্তী তিমুরে এবং স্যাব্রুবেসী এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হড়পা বানে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তিব্বতেও। চিনা কর্তৃপক্ষের দাবি, নেপালের দিকে হওয়া হড়পা বানের জেরে তিব্বতের গাইরং প্রদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চিনা সংবাদসংস্থা শিংহুয়া জানাচ্ছে, বিপর্যয়ের জেরে সেখানেও অনেকের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

রাসুয়ার জেলা প্রশাসন জানাচ্ছে, মঙ্গলবার রাতে বা বুধবার সকালে সেখানে কোনও বৃষ্টি হয়নি। বুধবার সকালে রোদও উঠেছে এলাকায়। তবে নদীর উচ্চ অববাহিকায় কোথাও হিমবাহ-হ্রদ ফেটেছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় প্রশাসনের কাছে।

প্রকাশ্যে আসা বিভিন্ন ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, প্রবল তোড়ে কাদামাটি মেশা জল ঢুকছে নদীতে। সেই জলের তোড়ে ভেঙে পড়ছে বাড়ি। বেশ কিছু ভিডিয়োয় গাড়ি ভেসে যেতেও দেখা যাচ্ছে। নেপাল সেনা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বন্যায় তিমুরে এবং সিয়াব্রুবেসি এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চলেছে। রাসুয়ার শুল্ক বিভাগের আধিকারিক রাজেন্দ্র ধুঙ্গানা জানান, অফিস চত্বরের ভিতরে রাখা বেশ কিছু গাড়ি ভেসে গিয়েছে জলের তোড়ে।

নিখোঁজ শতাধিক ভারতীয় পর্যটক

কাঠমান্ডু, ২৬ অগস্ট: নেপালে হড়পা বানের পর থেকে খোঁজ মিলছে না শতাধিক ভারতীয় পর্যটকের। বুধবার সকালে নেপালের রাসুয়া জেলায় ভোটে কোশী নদীতে হড়পা বান নামে। নেপাল পর্যটন পর্ষদ জানাচ্ছে, তার পর থেকে অন্তত ২৯১ বিদেশি-সহ অন্তত ৩৮৪ জন পর্যটকের কোনও খোঁজ মিলছে না। তাঁদের মধ্যে ১৪২ জন ভারতীয় (৩৭ অনাবাসী-সহ)। তাঁদের খোঁজে উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে। 'দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট' জানাচ্ছে, তাঁরা সকলেই কৈলাস-মানস সরোবর দর্শনের জন্য যাচ্ছিলেন।

বুধবার নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে তিব্বতের কৈলাস মানস সরোবরের উদ্দেশে যাওয়ার কথা ছিল পর্যটকদের। কাঠমান্ডুর এক পর্যটন সংস্থার আধিকারিক বাসুকুমার অধিকারী জানান, এ দিন ৯৩ জন নেপালি-সহ প্রায় ৪০০ জনকে নিয়ে সীমান্ত পার করার কথা ছিল। কিন্তু ধস নামার পর থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত দুই-এক জন ছাড়া কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি তাঁরা।

তিব্বত সীমান্ত লাগোয়া রাসুয়ায় হড়পা বানের জেরে এ দিন ওই জেলায় বিভিন্ন রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বানের জলের তোড়ে ভেসে যায় বহু ঘরবাড়ি, গাড়ি। ভেঙে যায় সেতু। এরই মধ্যে প্রায় ৪০০ পর্যটক রাসুয়াগড়ির কাছে নিখোঁজ হয়ে যান। নেপাল পর্যটন পর্ষদ জানাচ্ছে, নিখোঁজদের মধ্যে অন্তত ১৪২ জন ভারতীয়। তাঁরা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ট্যুর অপারেটরের সঙ্গে ঘুরতে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে দু'টি দলে ৫৯ জন এবং ৪৬ জন ভারতীয় রয়েছেন। তৃতীয় দলটিতে রয়েছেন ৩৭ জন অনাবাসী ভারতীয়। বিপর্যয়ের পর নেপালে ভারতীয় দূতাবাস থেকে দু'টি ফোন নম্বরও চালু করা হয়েছে। নিখোঁজ বা হড়পা বানে প্রভাবিত ভারতীয়দের বিষয়ে কোনও তথ্যের জন্য ওই নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে। নম্বরগুলি হল -৯৭৭ ৯৮৫ ১৩১ ৬৮০৭ এবং ৯৭৭ ৯৭০ ৯১০ ৭৫০০।

নিখোঁজ বিদেশিদের মধ্যে রয়েছেন মালয়েশিয়ার ১৭ জন, ব্রিটেনের ১২ জন, সাউথ আফ্রিকার চার জন, আমেরিকার তিন জন, অস্ট্রেলিয়ার এক জন এবং নেদারল্যান্ডসের এক জন পর্যটক। বাকি ১১১ জন বিদেশি কোন দেশের নাগরিক, তা এখনও স্পষ্ট নয় বলে জানাচ্ছেন কর্তৃপক্ষ।

এদিকে, নেপালে বিপর্যয়ের পর সতর্কতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে। প্রস্তুত থাকছে ভারত-নেপাল সীমান্তে মোতায়েন সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)। বিহারে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলে তা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দলকে। কিছু এলাকায় প্রস্তুত থাকছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও (এনডিআরএফ)।

বলেন্দ্রর সঙ্গে কথা মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৬ অগস্ট: নেপালে হড়পা বান বিপর্যয়ের খবর পেয়ে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কঠিন সময়ে নেপালের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, যত দ্রুত সম্ভব নেপালে ত্রাণসামগ্রী পাঠানো হচ্ছে। উদ্ধারকাজেও ভারতীয় দল হাত লাগিয়েছে।

বলেনের সঙ্গে ফোনালাপের কথা সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন মোদী। তাঁর কথায়, 'নেপালের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমি কথা বলেছি। সেখানকার হড়পা বান এবং বন্যায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের জন্য সমবেদনা জানিয়েছি। এই কঠিন সময়ে নেপালের ভাইবোনেদের পাশে রয়েছে ভারত। নেপালে সম্ভাব্য সমস্ত রকম মানবিক সাহায্য প্রদানে প্রস্তুত আমরা। উদ্ধারকাজে আমাদের দল সহায়তা করছে।'

উল্লেখ্য, বুধবার সকালের এই হড়পা বানের পরে জরুরি বৈঠকে বসেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে উদ্ধারকাজের জন্য সেনা এবং পুলিশ মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। দুর্যোগ মোকাবিলায় চিকিৎসকদের একটি দল এবং অ্যাম্বুল্যান্সও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পাঠানোর নির্দেশ দেন তিনি। উদ্ধারকাজে সাহায্যের জন্য হেলিকপ্টার প্রস্তুত রাখারও নির্দেশ দেন তিনি।

নিউটাউনে ৭ লক্ষ বর্গফুটের তথ্যপ্রযুক্তি ক্যাম্পাস

আজ 'আনন্দ নিকেতনে'র উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউটাউনে সাত লক্ষ বর্গফুটেরও বেশি জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছে এলঅ্যান্ডটি মাইন্ডট্রির নতুন তথ্যপ্রযুক্তি ক্যাম্পাস 'আনন্দ নিকেতন'। আজ সেই ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দীর্ঘ কয়েক দশকের ক্ষরা কাটিয়ে নিউটাউনের তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামোয় নতুন এই কর্মক্ষেত্র ঘিরে রাজ্যে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কাজ ও বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনাকে সামনে নিয়ে আসছে। এতদিন ধরে রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি পড়ুয়াদের একটা বড় অংশ চাকরির জন্য বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ-সহ দেশের বিভিন্ন প্রযুক্তি শহরে পাড়ি দিতেন। নিউটাউনে এমন বড় মাপের কর্মক্ষেত্র তৈরি হওয়ায় সেই চেনা ছবিতে বদলের সম্ভাবনা দেখছে শিল্পমহলের একাংশ। রাজ্যের মাটিতেই দক্ষ প্রযুক্তিকর্মীদের জন্য কাজের পরিসর বাড়লে বাইরে যাওয়ার প্রবণতাও কিছুটা কমতে পারে বলেই মনে করছেন এই ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত

কর্মীরা। নতুন ক্যাম্পাসটির নাম 'আনন্দ নিকেতন'। তবে নতুন ক্যাম্পাসের উদ্বোধনের পর ঠিক কত কর্মসংস্থান তৈরি হবে, তার হিসাব এখনই স্পষ্ট নয়। সেখানে কতটা কাজ আসবে এবং বাংলার দক্ষ কর্মীদের কত জন সুযোগ পাবেন, তার উপরই নির্ভর করবে স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ। আজকের এই উদ্বোধন তাই শুধু একটি নতুন কার্যালয় খোলার অনুষ্ঠান নয়। নিউটাউনে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের আরও বড় পরিসর তৈরির ক্ষেত্রে এটি নতুন একটি পদক্ষেপ বলেই দেখছে রাজ্য সরকার ও শিল্পমহলের একাংশ।

দেশটা ধর্মশালা না, ফের অনুপ্রবেশে বার্তা শাহের

নয়াদিল্লি, ২৬ অগস্ট: দেশের আভ্যন্তরীন নিরাপত্তার ব্লু প্রিন্ট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ভারত ধর্মশালা নয়। এখানে থাকার অধিকার শুধু এ দেশের নাগরিকের। অনুপ্রবেশমুক্ত না হলে দেশ উন্নত দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না। দিল্লিতে গোয়েন্দা ব্যুরোর জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে এমনটাই জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, 'এই দেশটা কোনও ধর্মশালা নয়। এই দেশে বসবাস করার এবং সুবিধা পাওয়ার অধিকার কেবল ভারতের নাগরিকদেরই রয়েছে।' শাহর সাফ কথা, অনুপ্রবেশ জাতীয় নিরাপত্তা, দেশের অর্থনীতি এবং জনবিন্যাসের জন্য মারাত্মক হুমকি। শুধু অনুপ্রবেশ নয়, দেশের অন্দরের চ্যালেঞ্জগুলিতেও সমানভাবে নজর দিতে হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ হটস্পট থেকে মুক্তি পেয়েছে দেশ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যদি আগের সরকারগুলি যদি মাদক পাচার, নকশালবাদ এবং উত্তর-পূর্বের অশান্তি নিয়ে সময় থাকতে কার্যকরী

পদক্ষেপ করত, তাহলে হয়তো দেশকে এত কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হত না। দূরদর্শিতার অভাবেই দেশের সামনে এত কঠিন চ্যালেঞ্জ। অমিত শাহ বলছেন, উন্নত ভারতের জন্য চায় দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষার পরিকল্পনা করা দরকার। অন্তত ১৫-২০ বছরের জন্য নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার।

অনুপ্রবেশ নিয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। বাংলা, অসমের নির্বাচনের প্রচারে সেটার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। তবে সেটা শুধু যে নির্বাচনী গিমিক বা প্রচারের কৌশল ছিল না, তা আরও একবার স্পষ্ট করে দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, গত আট মাসে ভারতের সমস্ত স্থলসীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করেছে কেন্দ্র।

একই দিনে মৃত্যু ১০ নবজাতকের, রিপোর্ট তলব স্বাস্থ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি মাসে একই দিনে মালদা মেডিক্যাল কলেজে দশটি নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিষয়টি জানতে পেরে মালদা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য ভবন। মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, অগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একই দিনে প্রথমে আটটি নবজাতক এবং পরে দু'টি নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। যদিও এই শিশুদের ওজনে কম ও শ্বাসকষ্ট জনিত কারণেই ভুগছিল বলে দাবি করেছে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ।

মালদা মেডিক্যাল

সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের আরও দাবি, বাইরে থেকে জন্ম হওয়া ৮টি নবজাতককে মেডিক্যাল কলেজে অগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভর্তি করানো হয়। অর্থাৎ ওই ৮ জন শিশুর মধ্যে কারও জন্ম হয়েছিল অন্য কোনও সরকারি হাসপাতালে কিংবা নার্সিংহোমে। শ্বাসকষ্ট, জন্ডিস কিংবা হার্টের সমস্যার কারণে বাচ্চাগুলোর মৃত্যু হয়েছে। বাকি দুই নবজাতকের মৃত্যু হয় মেডিক্যাল কলেজে জন্মের পর। এই ঘটনা প্রসঙ্গে মালদা মেডিক্যাল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল প্রসেনজিৎ বর জানিয়েছেন, সম্প্রতি মালদা মেডিক্যালে একদিনে ১০টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে ওই ১০জন শিশুর মধ্যে মাত্র দুজন শিশুর জন্ম হয়েছিল মালদা মেডিক্যালে। বাকিদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাইরে থেকে মালদা মেডিক্যালে রেফার করা হয়েছিল।

কাকলিদের জবাব চাইল লোকসভার সচিবালয়ও

নয়াদিল্লি, ২৬ অগস্ট: নির্বাচনের পর তৃণমূল ছেড়ে অন্য দলে যোগ দেওয়া ২০ সাংসদের সদস্যপদ খারিজের দাবি ঘিরে এবার নড়েচড়ে বসল লোকসভার সচিবালয়। সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদন এবং এই বিষয়ে শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপের পর ওই ২০ সাংসদকে নোটিস পাঠিয়ে সাত দিনের মধ্যে তাঁদের বক্তব্য জানাতে বলা হয়েছে বলেই লোকসভা সূত্রের খবর।

গত ১৪ জুন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে আলাদা তৃণমূল ব্লক গঠন করার দাবি জানান ওই সাংসদরা। পরে সেদিনই তাঁরা ত্রিপুরার 'ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন পার্টি অফ ইন্ডিয়া' (এনসিপিআই)-তে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। আর এই দলবদলের পরই তাঁদের সাংসদ পদ খারিজের দাবি তোলে তৃণমূল। এর মধ্যে ১৮ জুন অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করে ২০ জনের বিরুদ্ধে পৃথক ভাবে সদস্যপদ খারিজের আবেদন জমা দেন অভিষেক। তাঁর যুক্তি ছিল, ওই সাংসদরা তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে জিতে পরে নিজেরাই দল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন।

১৯৮৫ সালের দলত্যাগ বিরোধী আইনের ৬ নম্বর ধারার আওতায় আবেদন করা হয়। যদিও বেশ কিছু দিন পার হয়ে গেলেও অধ্যক্ষের তরফে কোনও সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। ফের এই বিষয়টি নিয়ে ২৭ জুলাই অধ্যক্ষকে চিঠি দেন অভিষেক। ১২ অগস্ট অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করেও দ্রুত সিদ্ধান্তের দাবিও জানান তিনি। তাতেও পরিস্থিতি না বদলানোয় সোমবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এর পরেই বিষয়টি নতুন দিকে মোড় নেয়। সুপ্রিম কোর্টের নোটিসের পর লোকসভার সচিবালয়ও ২০ সাংসদকে তাঁদের বক্তব্য জানাতে চিঠি দিয়েছে। পাশাপাশি অধ্যক্ষ ও লোকসভার সচিবালয়কেও শীর্ষ আদালত নোটিস পাঠিয়েছে বলে সূত্রের খবর।

ট্রাম্পের বিরতি ঘোষণার 'রহস্য' ফাঁস

নয়াদিল্লি, ২৬ অগস্ট: অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি তখনও নয়াদিল্লি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেনি। অথচ সেই খবর প্রথম প্রকাশ্যে এনেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যা নিয়ে জোর চর্চা হয়েছিল। অবশেষে এক বছর পর সেই 'রহস্য' ফাঁস করলেন প্রাক্তন সেনা সর্বাধিনায়ক জেনারেল অনিল চৌহান। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'দু'দেশের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস (ডিজিএমও)-দের আলোচনার পরই সংঘর্ষবিরতি চূড়ান্ত হয়েছিল। এখানে কোনও তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা ছিল না।' অনিল চৌহান আরও বলেন, 'যুদ্ধবিরতির সময় নির্ধারণের আগে দু'দেশের

অপারেশন সিঁদুর

ডিজিএমও ফোনে কথা বলেছিলেন। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ওদের (পাকিস্তান) সঙ্গে ফোনে কথা হয়। সময়টা আমরাই ঠিক করেছিলাম। পাক ডিজিএমও জানিয়েছিলেন, তিনি ৩টে পর্যন্ত ব্যস্ত থাকবেন। এরপর ৩টের দিকে কথা হওয়ার পর আমরা বিকেল ৫টা নাগাদ সংঘর্ষবিরতির সময় চূড়ান্ত করি। ব্যস, এটুকুই। এর বাইরে অন্য কারও কোনও ভূমিকা নেই।'

প্রাক্তন সেনা সর্বাধিনায়ক বলেন, 'বিষয়টি সম্পর্কে আমিও নিশ্চিত নই। আমাদের তরফ থেকে এই তথ্য ফাঁস হয়নি।' তিনি এ-ও জানান, ডিজিএমও পর্যায়ে একটি সমঝোতা হয়েছিল। উভয়পক্ষই সেই আলোচনার বিষয়টি গোপন রেখেছিল।

ত্রিদিব-সুধাংশু অতীত, কলকাতা বইমেলায় নতুন ২৪ সদস্যের কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা বইমেলার পরিচালন কমিটিতে এবার বদল আনল নতুন রাজ্য সরকার। এবারে কোনও একক ব্যক্তির উপর নয়, সামগ্রিকতার উপর ভিত্তি করে গঠিত হল নতুন কমিটি। ২০২৭ সালের আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার জন্য ২৪ সদস্যের একটি নতুন উপদেষ্টা কমিটি তৈরি করা হয়েছে। যদিও সেই কমিটিতে রাখা হয়নি পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সভাপতি সুধাংশুশেখর দে এবং সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। একই সঙ্গে ২০২৭ বইমেলার আয়োজনে গিল্ডের সঙ্গে যুক্ত হল পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র (ইজেডসিসি) এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট (এনবিটি)।

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে গিল্ডের নেতৃত্বে পরিচালনা করা হলেও অভিযোগ গিল্ড-এর সর্বময় কর্তা বকলমে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করতেন। মেলার স্টল বণ্টন থেকে শুরু করে মেলার বিভিন্ন পরিকল্পনা, বৈঠক এবং সাংবাদিক বৈঠক; বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গিল্ডের শীর্ষ কর্তাদের ইচ্ছাই ছিল সর্বাত্মক। যদিও এবার নতুন ব্যবস্থায় সেই কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন করা হল। রাজ্য সরকারের তৈরি কমিটিতে প্রকাশনা জগতের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের রাখা হয়েছে। এই নতুন কমিটিতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধি হিসেবে থাকবেন স্বামী আর্যেশানন্দ এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিনিধি স্বামী সারস্বতানন্দ। এছাড়াও দেবজ্যোতি দত্ত, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, তনুজা চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ বক্সি, সুকেশ মণ্ডল, মোহিত রায়, সপ্তর্ষি চৌধুরী, ওসমান গণি এবং আশিস গিরিকে এই কমিটিতে রাখা হয়েছে। এই নতুন কমিটিতে আছেন বিশিষ্ট আইনজীবী দেবজিৎ সরকারও। তাঁকে আইনজীবী এবং 'দেশের ডাক' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কমিটিতে রাখা হয়েছে রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর। কমিটির পাশাপাশি বইমেলা সংক্রান্ত বৈঠকের জায়গাতেও বদল করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আইনজীবী দেবজিৎ সরকার জানান, 'বইমেলা সংক্রান্ত বৈঠকও আর গিল্ডের অফিসে হবে না। বইমেলার পরবর্তী বৈঠক হবে ইজেডসিসি-র দপ্তরে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **Sri Pradip Kumar Chakraborty,** state that my name is wrongly recorded as **"Prodip Chakraborty"** and **"Pradip Chakraborty"** in my son **Sri Biswajit Chakraborty's** Madhyamik and HS records. **"Prodip Chakraborty", "Pradip Chakraborty" and "Pradip Kumar Chakraborty"** are one and the same person, as declared by Affidavit No.18AC 319836 dated 18/07/2026. The Learned1st Class Judicial Magistrate at Serampore, Hooghly Court.

CHANGE OF NAME

I, **GYANTI DEBI,** W/o. LALAN PRASAD BHAGAT, residing at H/No-2, B.L. No-14, Bhagat Katra, P.O. & P.S. Jagaddal, Dist. North 24 Parganas, Pin-743125, West Bengal have changed my name and shall henceforth be known as GYANTI DEBI as declared before the Notary Public at Barrackpore, Dist. North 24 Parganas, West Bengal vide affidavit no. 44 dated 25/08/2026. GYANTI DEVI and GYANTI DEBI both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, **K Srinivas Rao** S/O K Govinda Rao r/o 4E/06, Unit 4, Old settlement, P.O.-Kharagpur, P.S.- Kharagpur Town, Dist.- Paschim Medinipur, W.B. PIN-721301 shall henceforth be known as K Srinivasa Rao as declared before the court of Ld JM 1st class kharagpur Dist Paschim Medinipur vide affidavit no 8695 dated 17.07.2025. K Srinivas Rao and K srinivasa Rao both are same and identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 21/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 17970 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sanjit Kumar Paul, S/o. Late Subodh Kumar Paul, R/o. 182/D/A Radhagobinda Colony, Sheoraphuli, Serampore, Hooghly-712223, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Shriya Paul) জন্ম সার্টিফিকেটে আমার কন্যার, আমার/কন্যার পিতার, ও কন্যার মাতার সঠিক নাম Shriya Paul, D/o. Sanjit Kumar Paul & Rupa Paul-এর পরিবর্তে Shriya Pal, D/o. Sanjit Kumar Pal & Rupa Pal লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিতে চাই। আমার কন্যা, আমার/কন্যার পিতা ও কন্যার মাতা Shriya Paul, D/o. Sanjit Kumar Paul & Rupa Paul and Shriya Pal, D/o. Sanjit Kumar Pal & Rupa Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

আমি, Sanchita Das D/o. Rancajit Das গত ইংরাজীর 11/03/2025 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম পরিবর্তন করিয়া Sanchita Begum নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 12/03/2025 তারিখে S.D.E.M., সদর হুগলী কোর্টে 60 নং এফিডেভিট বলে Sanchita Begum ও Sanchita Das D/o. Rancajit Das সাং জগদীশপুর, চামরিল, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১১১৪, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি, Monoj Sing S/o. Lalji Singh গত ইংরাজীর 10/01/2026 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম পরিবর্তন করিয়া Arian Hossain নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 19/08/2026 তারিখে S.D.E.M., সদর হুগলী কোর্টে 46 নং এফিডেভিট বলে Arian Hossain ও Monoj Sing S/o. Lalji Singh সাং নারায়নপুর, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 21/08/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 987 নং এফিডেভিট বলে আমি Syed Manir (old name) S/o. Syed Manowar Ali, R/o. Gazipur, Malia, Haripal, Hooghly-712405, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Syed Manir নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Syed Manir Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Syed Manir Ali & Syed Manir S/o. Syed Manowar Ali, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Syed Said.

বিজ্ঞপ্তি

আমি বিশ্বজিৎ পাল, পিতা-পান্নালাল পাল, গ্রাম-বৈদ্যপুর, পোষ্ট ও থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৪১০ গত ২১.০৮.২০২৬ তারিখে বালিগোড়ী থেকে তারকেশ্বর যাওয়ার পথে পিড়ব্রুডি রাস্তায় আমার ব্যাগ হারিয়ে যায়। ওই ব্যাগের মধ্যে আমার একটি পারিবারিক দলিল ছিল। দলিলের নং. ২১৮২/২০১৯। উপরোক্ত বিষয়ে তারকেশ্বর থানায় একটি সাধারন ডায়েরি করা হয়েছে, যাহার জি.ডি.ই. নং. ২০০২, তারিখ ২৬.০৮.২০২৬। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পেয়ে থাকেন তা ফেরত দিলে বাধিত থাকিব। বিশ্বজিৎ পাল
মোঃ-৯১২৬৯৯৮৪৫৯

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)সেখ আজিজুল হক, ২)ইজাজুল হক ও ৩)সেখ ইব্রাহিম,** সকলের পিতা মরহুম সেখ ইসমাইল, সকলের সাকিম নামাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়গ বিগত ইং ২৯/০৩/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01899/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**কামিরুন বিবি,** স্বামী সেখ সামসুদ্দিন, সাকিম নমাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৪/০৩/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01472/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **আফসানা বিবি,** স্বামী সেখ নাসির, সাকিম পান্ডুয়া কাজিমহল্লা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা নমাজগ্রাম, ১০৪ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৮, ৮৪, ১২০ ও ১৩১ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১১৪৮ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ০৫ শতকের মধ্যে ৪.৮৮ শতক তন্মধ্যে কমবেশী ১.৫ কাঠা বা ২.৪৮ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **আফসানা বিবি,** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **কামিরুন বিবি, আমমোক্তার**

সংশোধনী

গত ইং 09/07/2026 তারিখে এই সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তি কলমে প্রকাশিত বিক্রেতা **শ্রী ভুবনচন্দ্র দুলাল চাঁদ মন্ডল** পিতা ৺দুলাল চাঁদ মন্ডল, মহাশয়ের আমমোক্তারনামা শীর্ষক নোটিস বিজ্ঞপ্তিটিতে ভ্রমবশতঃ 'ডি.এস.আর.-১, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-১১৪৪৫/২০২৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে' লেখা হইয়াছে, ইহার পরিবর্তে **'ডি.এস.আর.-১, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-১১৮৪৫/ ২০২৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে'** পড়িতে হইবে। বাকী অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। ছাপাগত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।
ইতি- ক্রেতা – **শ্রী অমিত আদক**

সংশোধনী

গত ইং 27/07/2025 তারিখে এই সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তি কলমে প্রকাশিত বিক্রেতা **মহাঃ আকবর** পিতা মহাঃ জোয়াদার রহমান, মহাশয়ের আমমোক্তারনামা শীর্ষক নোটিস বিজ্ঞপ্তিটিতে ভ্রমবশতঃ 'বিগত ইং ১৬/০৯/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV-203/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে' লেখা হইয়াছে, ইহার পরিবর্তে **'বিগত ইং ১৬/০৯/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV-203/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে'** পড়িতে হইবে। বাকী অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। ছাপাগত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।
ইতি- **মহম্মদ মফিজুল রহমান (আমমোক্তার)**

NOTICE

That my client Lipika Halder lost/ misplaced the Original Deeds vide Being No. 5055/2006 of ADSR Palashipara & 4834/1993 of SR Palashipara which were in his custody. GDE Lodged at Kotwali PS Vide GDE No.1172, Dated 19/08/2026 If anyone has any objection contact me with relevant documents within 7 days. Thereafter no claim will be accepted.
Insta Legal Services.
Adv. Pranayan Chandra,
8777407081.

বিজ্ঞপ্তি

কল্পনা সাহা, স্বামী সন্তোষ কুমার সাহা, সাং-সেক্টর-সি, বন্ডামুন্ডা, পোঃ-সুন্দরগর, থানা-বন্ডামুন্ডা, জেলা-সুন্দরগর এবং আল্পনা সাহা, স্বামী হারাধন সাহা, সাং-পদ্মমালা পূর্বপাড়া, পোঃ ও থানা-চাপড়া, জেলা-নদীয়া উভয়েই গত ইংরাজী ০৯/১১/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. হাঁসখালী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3768/2023 নং আমমোক্তার বলে সন্ধ্যা জোয়ার্দার, স্বামী কাজল জোয়ার্দার, সাং-পাতুয়া, পোঃ-খামারশিমুলিয়া, থানা-তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে উক্ত সন্ধ্যা জোয়ার্দার কতেক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে B.L & L.R.O. HANSKHALI অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন। **তপশীল** জেলা-নদীয়া, থানা-তাহেরপুর, মৌজা-পূর্ব খামার শিমুলিয়া, জে.এল.-৪০, এল.আর. খতিয়ান-১১০৫, এল.আর. ৩২২ নং দাগে আউশ জমি, মোট ০২ শতক ও অন্যান্য দাগে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। **শম্ভু অধিকারী, উকিলবাবু, রানাঘাট কোর্ট।**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **উত্তম দেবনাথ,** পিতা মহেন্দ্র দেবনাথ, সাকিম সরাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয় বিগত ইং ১৬/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-03360/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**মহঃ জামসেদ আলি,** পিতা মহঃ আকরাম আলি, সাকিম দেপাড়া, ইলছোবা মন্ডলাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা দেপাড়া, ১৪১ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪১৮ নং কৃঃ খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৭৩২/১৯৭১ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ০৭ শতক সম্পত্তি তন্মধ্যে বিগত ইং ২৪/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03651/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে **সেখ ইয়ার আলি,** পিতা পিয়ার আলি সেখ, সাকিম ডুমুরদহ, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৫, মহাশয়কে ০৩ শতক সম্পত্তি এবং বিগত ইং ০২/০৯/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-05077/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে **সেখ রাকীব আলি,** পিতা সেখ আনসার আলি, সাকিম গজিনাদাসপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬, মহাশয়কে ০২ শতক সম্পত্তি, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)সেখ ইয়ার আলি ও ২)সেখ রাকীব আলি,** তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **মহঃ জামসেদ আলি, আমমোক্তার**

IN THE LEARNED 2ND COURT OF CIVIL JUDGE (SENIOR DIVISION), HOOGHLY SADAR AT CHINSURAH.
REF: TITLE SUIT NO. 298/ 2022.
SMT. PARBATI SEN @ PARBATI DUTTA AND ANOTHER ....Plaintiffs
-vs-
SMT NANDA RANI SEN AND OTHERS ....Defendants
NOTICE

The pro-forma defendant no. **12) Sri Patit Paban Singha, 13) Sri Ramkrishna Singha 14) Sri Benimadhab Singha,** the pro-forma defendant nos. 13 and 14 are Sons of Sri Patit Paban Singha, **15) Jogmaya Singha 16) Mahamaya Singha 17) Jiniya Singha,** the pro-forma defendant nos. 13,14 are sons and pro-forma defendant nos. 15 to 17 are daughters of Sri Patit Paban Singha and all are residing at Satyabrata Stores, Subhash Avenue, Chot Bazar, P.O. & P.S.- Ranaghat, Dist.- Nadia, PIN- 741201 and the pro-forma defendant no. **18) Smt. Saraswati Dutta,** Wife of Late Raghunath Dutta, Daughter of Late Nandadulal Sen, of Vill. & P.O.- Hedua, P.S.- Bhatar, Dist.- East Burdwan, PIN- 713121, are hereby informed that a suit for declaration, partition and permanent injunction have been filled by the plaintiff no. **1) Smt. Parbarti Sen @ Parbati Dutta,** Wife of Sachin Dutta, Daughter of Late Nandadulal Sen, of Vill & P.O.- Mato, P.S.- Penro, Dist.- Howrah, PIN- 711408, **2) Sri Jaynta Data,** Son of Late Kashinath Data, of 23/1, Mahajan patty lane, P.O. & P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly, PIN- 712124, against you along with principle defendant no. 1 to 11. All of you are hereby requested to appear in the instant suit within 30 days from the date of publication failing which the instant suit shall proceed exparte against you.
Ranjan Pal
Advocate of the Plaintiffs.
Jyotirmoy Sarkar (Sheristadar)
1st / 2nd / Addl. C. J. (Sr. Div.) & Dist. Delegate, Hooghly

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **ওবায়েদ উল হক,** পিতা মরহুম মহঃ সইদুল হক, সাকিম মহাদেবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয় বিগত ইং ২১/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-00329/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**মহম্মদ ইসলাম** পিতা মরহুম মহম্মদ আলম, সাকিম ইলামপুর (দেশবন্ধু), তিন্না, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মহাদেবপুর, ৪২ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৯২৩ নং খতিয়ান হইতে, বিগত ইং ১৬/০৪/২০২৫ তারিখে **সামসুন নাহার বিবি,** স্বামী সেখ জালাল হালদার, সাকিম পান্ডুয়া বোসপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়াকে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১)I-01796/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সাবেক তথা হাল এল.আর. ৪৮৪ নং দাগে শুনা বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ১৯ শতকের মধ্যে ১.২০ কাঠা বা ০২ শতক এবং সাবেক তথা হাল এল.আর. ৪৮৫ নং দাগে শুনা বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ৩২ শতকের মধ্যে ১.৮১ কাঠা বা ০৩ শতক সম্পত্তি একুনে দুইটি দাগে মোট ০৫ শতক সম্পত্তি এবং ২) 01801/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সাবেক তথা হাল এল.আর. ৪৯৮ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ১৮ শতকের মধ্যে ১.৫৬ কাঠা বা ২.৫৯ শতক সম্পত্তি, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে তিনটি দাগ হইতে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সামসুন নাহার বিবি,** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **মহম্মদ ইসলাম, আমমোক্তার**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **সেখ আব্দুল আলী,** পিতা মরহুম সেখ নুর হক, সাকিম কুতুবমহল, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয় বিগত ইং ০২/১১/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00060/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **আব্দুল হানিফ,** পিতা আব্দুল রহিম, সাকিম ভদ্রেশ্বর খুড়িগাছি (কাজীবায়েন সাঁতরাপাড়া), ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২৪, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিগত ইং ১৩/০৩/২০২০ তারিখে A.D.S.R. পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00938/2020 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)মনজুর আলি,** পিতা আব্দুল সাত্তার ও **২)রাজিয়া খাতুন বিবি,** স্বামী মনজুর আলি, উভয়ের সাকিম ৭, এস.এম. রোড, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়/মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই **১)মনজুর আলি ও ২)রাজিয়া খাতুন বিবি,** বিগত ইং ১৬/০৯/২০২৫ তারিখে A.D.S.R. পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-05299/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে (**সেখ সাহিল** পিতা সেখ সওকত আলি, সাকিম ভায়রা কুতুবমহল, বেলুন, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) বিক্রয় করেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা ভায়রা, ১০২ নং জে.এল. ভুক্ত, সাবেক ১৩৪ তথা হাল এল.আর. ৭০ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৮১৫ নং দাগে ষোল আনায় ০৮ শতক শুনা জমি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি বর্তমান ক্রেতা **সেখ সাহিল,** আমার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **সেখ সাহিল, ক্রেতা**

বিজ্ঞপ্তি

BLRO সিউড়ি-২, -এর মৌখিক নির্দেশ মতে জানানো যাচ্ছে যে, বীরভূমের হাটজনবাজার নিবাসী উমারানী দাসীর নামে রেকর্ডভুক্ত —জে.এল. ১০০, খতিয়ান ১১২, দাগ ২৯২০ 'ঠাকরুনপুকুর'-এর ৯.৫ শতক অংশ আমি চৈতালী মুখার্জী ঘোষ, (স্বামী- দেবাশিস মুখার্জী), আমমোক্তার- শ্রীমৃণালকান্তি অধিকারী, সিউড়ি প্রদত্ত দলিল নম্বর I-0302-02365/16-3-2026 মূলে কিনেছি। ওই সম্পত্তির মিউটেশন বিষয়ে কোনো ব্যক্তির আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে ক্রেতার ফোন [৯২৩৩১২৪৭১৮] নম্বরে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানাই।

এতদ্বারা জানানো যায় যে, ১। কাজী আবু তাহের আলী, ২। কাজী তৈয়ব আলী, ৩। কাজী মইজউদ্দিন-সকলের পিতা-মৃত মহম্মদ আলী, ৪। আনোয়ারা বেগম, স্বামী-মৃত কাজী মোবারক আলী, ৫। কুয়েজী মুজাক্কর রহমান, ৬। কাজী মোজিবুর রহমান, ৭। কাজী আনিসুর রহমান, ৮। কাজী মুজাফ্ফর রহমান, সকলের পিতা- মৃত কাজী মোবারক আলী, সকলের ঠিকানা-খুড়িগাছি, কাজীপাড়া, পোঃ-সারদাপল্লী, থানা-ভদ্রেশ্বর, পিন-৭১২১২৪, জেলা-হুগলী এর পক্ষ হইতে জানাইতেছি যে মহঃ আজাদ, পিতা- মহম্মদ সাকুব, ঠিকানা-১৪/১, এস.এম. বাই লেন, চাঁপদানী, পোঃ বৈদ্যবাটী, পিন-৭১২২২২, জেলা-হুগলী ইং. ২৮.০১.২০১৯ তারিখে চন্দননগর সাব রেজিষ্ট্রীকৃত IV-54/19 নং আমমোক্তার দলিল মূলে মহম্মদ কালিমুদ্দিন আনসারী, পিতা- মহম্মদ কামরুদ্দিন, ঠিকানা- ৩৩, এ.জি. রোড, চাঁপদানী, পোঃ বৈদ্যবাটী, হুগলী, পিন-৭১২২২২, জেলা-হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা-খুড়িগাছি, জে.এল. নং. ২০, আর.এস. দাগ নং-৯০৫, এল.আর. দাগ নং-৯২৭, এল.আর. খতিয়ান নং-৬৬৬, ০৫ কাঠা ০৭ ছটাক ০৫ ব.ফু. শালি জমি পরিপ্রেক্ষিতে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত জমি সম্পত্তি বিক্রয় সহ অন্যান্য বিষয়ে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তার সংক্রান্ত কাহারও কোনও আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তির দিন হইতে ১ মাস সময়ের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

এবার গঙ্গার ধার জুড়ে 'সাইক্লিং ও ওয়াকিং' জোন, নতুন উদ্যোগ রাজ্য সরকারের

বিপ্লব চক্রবর্তী

গঙ্গার পাড়কে আরও আকর্ষণীয়, পরিবেশবান্ধব এবং সাধারণ মানুষের জন্য ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে নতুন উদ্যোগ রাজ্য সরকারের। গঙ্গার ধার বরাবর নির্দিষ্ট অংশকে 'সাইক্লিং ও ওয়াকিং' জোন হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন শহরবাসীর শরীরচর্চা ও অবসর কাটানোর নতুন পরিসর তৈরি হবে, অন্যদিকে নদীর পাড়ের সৌন্দর্যায়ন ও পরিবেশ রক্ষার উপরও জোর দেওয়া হবে।

গঙ্গার দুই তীরের ৪৪টি শহর ও পুরসভা এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। নদী দূষণ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ঘাট উন্নয়ন এবং নদী-তীরবর্তী এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নও এই কর্মকাণ্ডের অংশ। এই পরিকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে এবার সাধারণ মানুষের জন্য আরও বেশি 'ওপেন স্পেস' তৈরির ভাবনা যুক্ত হচ্ছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটা এবং

সাইকেল চালানোর জন্য পৃথক বা নির্দিষ্ট পথ তৈরি করা হতে পারে। পাশাপাশি বসার জায়গা, সবুজায়ন, আলো এবং অন্যান্য নাগরিক সুবিধা যুক্ত করার সম্ভাবনাও রয়েছে।

ইতিমধ্যেই গঙ্গার তীরকে ঘিরে সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পে বড় অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করছে নবান্ন। 'গঙ্গা রিভারফ্রন্ট বিউটিফিকেশন প্রজেক্ট'-এর জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে বলে সূত্রে খবর। রাজ্যের গঙ্গা-তীরবর্তী এলাকাগুলির উন্নয়নকে বৃহত্তর নদী সংরক্ষণ কর্মসূচির সঙ্গেও যুক্ত করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। জাতীয় স্তরে গঙ্গার তীরবর্তী শহরগুলির জন্য 'আরবান ম্যানেজমেন্ট রিভার প্ল্যান' তৈরির কাজ চলছে। পশ্চিমবঙ্গের একাধিক শহরকে এই উদ্যোগের আওতায় আনা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নদীর পাড়কে শুধুমাত্র সৌন্দর্যায়নের জায়গা হিসেবে না দেখে জনসাধারণের স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং নগরজীবনের সঙ্গে যুক্ত করা গেলে তার দীর্ঘমেয়াদি সুফল মিলতে পারে। সম্প্রতি গঙ্গা ও তার উপনদীগুলির ক্ষেত্রে ফ্লাডপ্লেন জোনিং নিয়ে কেন্দ্রীয় স্তরেও নির্দেশিকা জারি হয়েছে। গঙ্গার ধারকে 'সাইক্লিং ও ওয়াকিং' জোনে রূপান্তরের উদ্যোগ শুধু সৌন্দর্যায়ন নয়, পরিবেশবান্ধব নগর পরিকাঠামো তৈরির দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এই প্রকল্প কবে বাস্তবায়ন হবে এখন সেটাই দেখার।

ভুয়ো সিএ ফার্মের আড়ালে কোটি কোটি টাকা পাচার করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অস্তিত্বহীন 'শেল' কোম্পানি আর জাল নথির মারপ্যাঁচে রাতারাতি বিদেশে পাচার হয়ে গেছে ৫৫৫ কোটি ৪৪ লাখ টাকার বিপুল অঙ্ক! আয়কর দপ্তরের চোখকে ফাঁকি দিয়ে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে চলেছিল এই অন্তর্ঘাত। অবশেষে কাঁকুড়গাছির এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্মে আয়কর হানায় পর্দাফাঁস হল শহর কলকাতার অন্যতম বৃহৎ এই আর্থিক প্রতারণা চক্রের। জালিয়াতির অভিযোগে ইতিমধ্যে ভাই ও বোন, দুই সিএ-র বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। আয়কর কর্তার অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পূর্ব কলকাতার ফুলবাগান থানার পুলিশ।

পুলিশ ও আয়কর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঁকুড়গাছির কাদাপাড়া অঞ্চলের একটি বহুতলে বহাল তবিয়তে চলছিল ওই সিএ ফার্মটি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গত সপ্তাহেই সেখানে আচমকা অভিযান চালান আয়কর আধিকারিকরা। পুরো অফিস জুড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয় শত শত শংসাপত্র ও আর্থিক লেনদেনের নথি। তবে তদন্তে নেমে আয়কর কর্তাদের নজরে আসে যে সব কাগজ এই সিএ ফার্মের রয়েছে তা সবই ভুয়ো। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ম মেনে বিদেশে টাকা পাঠানোর জন্য চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের দেওয়া শংসাপত্র বাধ্যতামূলক। নিয়ম অনুসারে, অ্যাকাউন্টের হিসেব, বুক অফ অ্যাকাউন্টস, প্রেরক ও প্রাপকের চুক্তিপত্র যাচাই করার পর করের পরিমাণ নির্ধারণ করে তবেই শংসাপত্র মেলে। মূলত কাগজ-কলমে অস্তিত্ব থাকা বেশ কিছু 'শেল' বা ভুয়ো কোম্পানির নামে ভুয়া বুক অফ অ্যাকাউন্ট বানিয়ে জাল শংসাপত্র তৈরি করা হচ্ছিল। গোয়েন্দাদের সাঁড়াশি জেরার মুখে ভেঙে পড়েন অভিযুক্ত ভাই ও বোন। আয়কর দপ্তরের কাছে তাঁরা স্বীকার করেন, কোনো প্রকার খাতাপত্র বা নথিপত্র পরীক্ষা না করেই স্রেফ মোটা টাকার বিনিময়ে জাল শংসাপত্র বিলি করা হত। আর সেই ফাঁক গলেই ২০২১ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে মোট ৫৫৫ কোটি ৪৪ লাখ ৫২ হাজার ৯৫১ টাকা হংকং, দুবাই সহ বিভিন্ন দেশে পাচার হয়ে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে আয়কর দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, 'এটি কেবল কর ফাঁকি নয়, দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করার মারাত্মক চক্রান্ত।' তদন্তকারীদের দাবি, এই দুই সিএ স্রেফ গুটি মাত্র। এর নেপথ্যে কাজ করছে এক বিশাল আন্তর্জাতিক হাওলা ও পাচার চক্র। অভিযুক্তদের সঙ্গে সেই চক্রের সরাসরি যোগ রয়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার কড়েয়া এলাকাতেও এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের মাধ্যমে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা পাচারের চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছিল। একের পর এক এমন ঘটনায় তিলোত্তমার আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। লালবাজার সূত্রে জানানো হয়েছে, ফুলবাগান থানায় দায়ের হওয়া এফআইআরের ভিত্তিতে অভিযুক্ত সিএ ভাই-বোনকে নোটিস পাঠিয়ে তলব করা হচ্ছে। প্রয়োজনে তাঁদের হেপাজতে নিয়ে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করবেন তদন্তকারীরা।

'টেককন ২০২৬'-এর আয়োজন করল ক্রেডাই

কলকাতা: ক্রেডাই কলকাতা রিয়েল এস্টেট খাতের জন্য প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-কেন্দ্রিক বিশেষ প্ল্যাটফর্ম 'টেককন ২০২৬'-এর আয়োজিত হল বুধবার। রিয়েল এস্টেট প্রকল্পের পরিকল্পনা, উন্নয়ন, বিপণন ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিতে প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ভূমিকা নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে এই আয়োজনে রিয়েল এস্টেট খাতের নেতৃবৃন্দ, প্রযুক্তি উদ্ভাবক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা একত্রিত হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগরোন্নয়ন ও পুরবিষয়ক বিভাগের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটির শোভাবর্ধন করেন।

প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত এবং ভবিষ্যতের উপযোগী একটি রিয়েল এস্টেট ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার লক্ষ্যে আয়োজিত 'টেককন ২০২৬' এমন সব উদীয়মান সমাধানের ওপর আলোকপাত করা হয়, যা এই খাতে দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা, টেকসই ব্যবস্থা এবং গ্রাহকসেবার মান উন্নত করতে সক্ষম।

গড়ফায় সাড়ে চার বছরের শিশুকন্যাকে নিগ্রহের অভিযোগ, পলাতক প্রৌঢ়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহর কলকাতার বুকে ফের এক নাবালিকা নিগ্রহের ঘটনা ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো। এবার ঘটনাস্থল দক্ষিণ কলকাতার গড়ফা থানা এলাকা। একটি আবাসনের ভেতরেই চার বছরের এক শিশুকন্যাকে নিগ্রহের অভিযোগ উঠল তার পরিচিত প্রতিবেশী এক প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর থেকেই এলাকা ছেড়ে চম্পট দিয়েছে অভিযুক্ত। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গড়ফা থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, গড়ফার ওই আবাসনেই পরিবারের সঙ্গে থাকে চার বছরের শিশুটি। বুধবার সকালে সে আবাসনেরই পাশের একটি ফ্ল্যাটে থাকা তার কাকার বাড়িতে যাওয়ার জন্য বের হয়। কিন্তু সেই সময় কাকা ফ্ল্যাটে ছিলেন না। অভিযোগ, শিশুটিকে একা পেয়ে নজর পড়ে প্রতিবেশী বছর পঞ্চান্নর এক প্রৌঢ়ের। জল খাওয়ানোর অজুহাত দেখিয়ে ওই প্রৌঢ় শিশুটিকে ফুঁসলিয়ে আবাসনের ছাদে নিয়ে যায়।

অভিযোগ, ছাদে নিয়ে গিয়ে প্রৌঢ়টি শিশুটির ওপর শারীরিক নিগ্রহ চালায়। কিছু সময় পরেই ছাদ থেকে শিশুটির কান্নার শব্দ ভেসে আসে। কান্নার আওয়াজ পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ও প্রতিবেশীরা তড়িঘড়ি ছাদে ছুটে যান। কিন্তু ততক্ষণে বিষয়টি টের পেয়ে চম্পট দেয় অভিযুক্ত ব্যক্তি। ছাদ থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি নিচে নামিয়ে আনেন পরিবারের লোকজন। ঘটনার পরই সোজা গড়ফা থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন শিশুটির মা-বাবা। অভিযোগপত্রে নাম উল্লেখ করা হয়েছে ওই প্রতিবেশীর। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকেই আত্মগোপন করে সে। অভিযুক্তের সন্ধানে সমস্ত সম্ভাব্য ডেরায় তল্লাশি চালাচ্ছেন গড়ফা থানার আধিকারিকরা।

পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার প্রস্তাব রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে পাঠাল রাজ্য। পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ার মতো পশ্চিমাঞ্চলের খরাপ্রবণ জেলাগুলির কৃষি উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিতে এই অঞ্চলে নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হতে পারে বলে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমানে রাজ্যে দুটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। নদিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়টি দক্ষিণবঙ্গের কৃষি গবেষণা ও শিক্ষার প্রয়োজন মেটায়, আর কোচবিহারের বিশ্ববিদ্যালয়টি উত্তরবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও সেখানে কোনও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নেই। সেই প্রয়োজন থেকেই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য।

গত সপ্তাহে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল। শিবরাজ সিং চৌহানের সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে রাজ্যের পক্ষ থেকে একগুচ্ছ প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। তার মধ্যে অন্যতম ছিল তৃতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি।

বৈঠকে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী প্রস্তাবগুলি ইতিবাচকভাবে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন বলে সরকারি সূত্রের খবর। কেন্দ্রের অনুমোদন মিললে রাজ্য সরকারের দেওয়া জমিতে কেন্দ্রীয় অর্থায়নে বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে তোলা হবে। একইসঙ্গে মেদিনীপুরের বাদাম গবেষণা কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গে কৃষি গবেষণার সুযোগ সম্প্রসারণের দাবিও কেন্দ্রের কাছে জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

পিআরএসআই-এর ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা

নতুন লোগোয় পর্যটনের নতুন বার্তা, ৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশ

কলকাতা: রাজ্যের পর্যটনে আসছে নতুন পরিচয়। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে এক মেগা অনুষ্ঠানে প্রকাশ করা হবে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের নতুন লোগো। কলকাতায় পিআরএসআই-এর ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় এই ঘোষণা করেন পর্যটনমন্ত্রী ড. শঙ্কর ঘোষ। দ্য স্যাটারডে ক্লাবে আয়োজিত সভায় মন্ত্রী ড. শঙ্কর ঘোষ বলেন, সরকারি নীতি ও অগ্রাধিকার মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে স্পষ্ট ও সময়োপযোগী যোগাযোগ জরুরি। পরিবেশবান্ধব পর্যটন, কর্মসংস্থান, রাজস্ব বৃদ্ধি এবং পর্যটকদের উন্নত অভিজ্ঞতার উপরও জোর দেওয়ার কথা জানান তিনি। অনুষ্ঠানে ইনফিনিটি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর রবীন্দ্র চামারিয়াকে 'ভিশনারি লিডারশিপ অ্যান্ড ফিলানথ্রপি অ্যাওয়ার্ড' দেওয়া হয়। বিশেষ অতিথি পণ্ডিত তন্ময় বসু তাঁর হাতে সম্মান তুলে দেন। অনুষ্ঠানে কলকাতা কলিং-এর পরিবেশনায় 'বন্দে মাতরম্' পরিবেশিত হয়।

বঙ্গোপসাগরে নতুন নিম্নচাপ, সপ্তাহান্তেই ঝেঁপে বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভ্যাপসা গরমের অস্বস্তির মাঝেই আশার আলো দেখাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নতুন নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলায় চলতি সপ্তাহেই রাজ্যজুড়ে নামতে চলেছে ভারী বৃষ্টি। আগামী শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। জারি করা হয়েছে হলুদ ও কমলা সতর্কতা। বর্ষা সক্রিয় হলেও বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য বেশি থাকায় আপাতত ভ্যাপসা গরম থেকে পুরোপুরি রেহাই মিলবে না বলেই জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ওপর একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়েছে, যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭.৬ কিলোমিটার উঁচুতে অবস্থান করা ঘূর্ণাবর্তের সঙ্গে যুক্ত। এর পাশাপাশি পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একটি বিস্তীর্ণ নিম্নচাপ অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে। ফলে সমুদ্র থেকে বিপুল পরিমাণ জলীয় বাষ্প হু-হু করে ঢুকে পড়ছে রাজ্যে। পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, বর্ধমান ও দুই ২৪ পরগনায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। পূর্ব মেদিনীপুরে ঝড়বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে।

এরপর শুক্রবার মূলত পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় ভারী বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। একইসঙ্গে আশঙ্কা করা হচ্ছে, বৃষ্টি দুর্যোগের রূপ নিতে পারে শনিবার। হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দক্ষিণের এই চার জেলায় ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিয়েছে দপ্তর। এমনকী রবিবারেও দুর্যোগ কমার লক্ষণ নেই। উপকূল ও পশ্চিমাঞ্চলের পাঁচ জেলা; দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা বলবৎ থাকবে।

মহানগরে বড় কোনো বিপর্যয়ের সম্ভাবনা না থাকলেও দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে বজায় থাকবে অস্বস্তিকর ভ্যাপসা গরম। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও আগামী কয়েকদিন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বজায় থাকবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার; উত্তরের এই পাঁচ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবারের পর থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমলেও, বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি আরও বাড়বে বলে সতর্ক করেছে আলিপুর।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৭ অগস্ট ২০২৬, ৯ ভাদ্র ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার

স্কুলে পড়ুয়া নেই, শিক্ষক ১৯ হাজার!

ইউডিআইএসই-তে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একটি স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা শূন্য। অথচ শিক্ষক রয়েছেন একাধিক। পশ্চিমবঙ্গের ৪১৩৩টি স্কুলকে ঘিরে কেন্দ্রের ইউডিআইএসই প্লাস রিপোর্টে উঠে এসেছে এমনই এক অস্বাভাবিক ছবি। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ওই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে পড়ুয়াহীন স্কুলের সংখ্যা ৫৬৬৩। তার মধ্যে প্রায় তিন-চতুর্থাংশই পশ্চিমবঙ্গে। এক বছরে রাজ্যে এমন স্কুলের সংখ্যা ৩৮১২ থেকে বেড়ে ৪১৩৩ হয়েছে।

শুধু পড়ুয়া-শূন্য স্কুলই নয়, শিক্ষক বণ্টনের ছবিতেও বড় অসামঞ্জস্য ধরা পড়েছে। ৬৭৬৯টি স্কুলে রয়েছেন মাত্র একজন শিক্ষক। ওই প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ে ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৫৬৯ জন। শিক্ষক-পড়ুয়ার অনুপাতে দেশের নিচের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলা। প্রতি শিক্ষককে সামলাতে হয় গড়ে ৩০ জন পড়ুয়া। এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে শিক্ষক নিয়োগ এবং বণ্টনের পুরনো সমস্যাও সামনে এসেছে। স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনের বক্তব্য, গত ১৫ বছরে নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে শিক্ষক নিয়োগ কার্যত ব্যাহত হয়েছে। নতুন সরকার সেই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করছে। অতিরিক্ত শিক্ষক থাকা স্কুল থেকে শিক্ষকহীন বা এক শিক্ষক-নির্ভর প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

তবে পড়ুয়া-শূন্য স্কুলের সংখ্যার পিছনে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, কিছু বেসরকারি স্কুল কেন্দ্রীয় পোর্টালে শিক্ষকদের তথ্য জমা দিলেও পড়ুয়াদের তথ্য দেয়নি। ফলে তথ্যভাণ্ডারে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলির পড়ুয়া সংখ্যা শূন্য হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও ছবিটা খুব একটা উজ্জ্বল নয়। রাজ্যের ৯৩, ১৪৭টি স্কুলের মধ্যে কম্পিউটার রয়েছে ২৩,৮৯৪টিতে। ইন্টারনেট সংযোগ আছে মাত্র ১৮,৩৭৪টি প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে দীর্ঘ টানাপড়েনের প্রভাবও এই পরিসংখ্যানের বাইরে নয়। এর আগে ক্যাগের রিপোর্টে ৫২০টি স্কুলে কোনও শিক্ষক না থাকার কথা বলা হয়েছিল, যদিও সেখানে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ৮৫৯৬। উচ্চ প্রাথমিকের পর ২৮ থেকে ৪২ শতাংশ পড়ুয়ার স্কুল ছেড়ে দেওয়ার তথ্যও সামনে এসেছিল।

আদালতের নির্দেশে শিক্ষক নিয়োগে একাধিক পর্যায়ে চাকরি বাতিলের পর যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে পুরনো নিয়োগ-ব্যবস্থার অভিযোগও মিশেছে। নতুন ইউডিআইএসই পরিসংখ্যান সেই সমস্যার মাত্রা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলল; স্কুল রয়েছে, শিক্ষক রয়েছেন, কোথাও আবার পড়ুয়াই নেই; আর অন্য প্রান্তে এক জন শিক্ষককে সামলাতে হচ্ছে শত শত শিশুর ভবিষ্যৎ।

বেলেঘাটার ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের ‘কালোবাজারি’! নাম জড়াল ৩ ডাক্তারি পড়ুয়ার, তদন্তে স্বাস্থ্য ভবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যজুড়ে অবৈধ রক্ত বিক্রির চক্র নিয়ে তীব্র শোরগোল। সরকারি হাসপাতালের তিন ল্যাব টেকনিশিয়ান গ্রেপ্তার হওয়ার পর এবার সামনে এল আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। কাঠগড়ায় কলকাতার বেলেঘাটার একটি নামী বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক। উপযুক্ত পরিকাঠামো তো দূর অস্ত, ন্যূনতম কর্মী ছাড়াই একদিনে আয়োজিত হয়েছিল ৩৫টি রক্তদান শিবির! সেখান থেকে সংগৃহীত ১৬০০ ইউনিট রক্ত নিমেষে গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়েছে স্বাস্থ্য মহলে। সঙ্গে প্রশ্ন উঠছে, এই বিপুল পরিমাণ রক্ত গেল কোথায় তা নিয়ে। একইসঙ্গে এ প্রশ্নও উঠেছে, সরকারি নজরদারি এড়িয়ে তবে কি রমরমিয়ে চলছে রক্তের কালোবাজারি?

ঘটনার সূত্রপাত কয়েকদিন আগে। বেলেঘাটার ওই বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে একের পর এক নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠতেই নড়েচড়ে বসে স্বাস্থ্য ভবন। তদন্তে নেমে আধিকারিকদের নজরে আসে, ব্লাড ব্যাঙ্কের দৈনিক মাত্র কয়েক ডজন ইউনিট রক্ত পরীক্ষার ক্ষমতা রয়েছে, সেখানে একদিনে সংগৃহীত ১৬০০ ইউনিট রক্তের উপাদান (প্লেটলেট, প্লাজমা ইত্যাদি) আলাদা করার মতো যন্ত্র বা স্ক্রিনিংয়ের বিন্দুমাত্র পরিকাঠামো নেই। বিশাল পরিমাণ রক্ত জমা রাখা, রোগীদের কাছে তা পাঠানো কিংবা পুরো প্রক্রিয়াটির দেখভাল করার মতো দক্ষ টেকনিশিয়ান বা কর্মীও নেই ব্লাড ব্যাঙ্কটিতে। তবুও কোন অদৃশ্য সুতোর টানে একদিনে ৩৫টি রক্তদান শিবিরের অনুমতি দেওয়া হল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে তীব্র ধোঁয়াশা।

তদন্তের জালে উঠে এসেছে আরও এক বিস্ফোরক অভিযোগ। রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের শারীরিক পরীক্ষার জন্য নাকি বেআইনিভাবে ডেকে আনা হয়েছিল ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের একাধিক ডাক্তারি পড়ুয়াকে। নিয়ম না মেনে কীভাবে জুনিয়র ডাক্তারদের এই কাজে ব্যবহার করা হল, তা খতিয়ে দেখতে গত মঙ্গলবার তিন ডাক্তারি পড়ুয়াকে স্বাস্থ্য ভবনে তলব করে দিনভর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁদের বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি মেলার পর তদন্তের পরিধি আরও বাড়ানো হচ্ছে বলে খবর।

অবৈধ রক্তের এই নেটওয়ার্ক এবং বিপুল পরিমাণ রক্তের উধাও হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে সুর চড়িয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তিনি কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, ‘তদন্ত খুব দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। রক্ত কোথায় পাঠানো হয়েছিল এবং এর পেছনে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রতিটি পদে পদে ব্যাপক অসঙ্গতি ধরা পড়ছে। যা যা তথ্য-প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে, তা আইনজীবী মারফত সরাসরি হাইকোর্টে পেশ করা হবে।’ একইসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও মনে করিয়ে দেন, ‘প্রতিটি ব্লাড ব্যাঙ্কেরই রক্ত সংরক্ষণের নির্দিষ্ট সীমা থাকে। নিজের ধারণক্ষমতা ও পরিকাঠামো অতিক্রম করে রক্ত সংগ্রহ করলে সেই রক্ত পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। ফলে সংগৃহীত রক্ত পুরোপুরি নষ্ট হয় বা অন্য কোনো বেআইনি পথে পাচার হয়ে যায়।’ বেলেঘাটার এই চক্রের শিকড় কতদূর বিস্তৃত এবং শহরের অন্য কোনো বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক এতে যুক্ত কি না, তা জানতে তদন্ত জোরকদমে চালাচ্ছে স্বাস্থ্য কমিশন।

পাতলা ডাল থেকে নষ্ট লিফট, হাসপাতালের বেহাল দশায় ক্ষুব্ধ স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার পরপর তিনটি সরকারি হাসপাতালে আচমকা পরিদর্শনে যান রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। বুধবার পরিদর্শনে গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা, পরিকাঠামো, পরিচ্ছন্নতা এবং রোগীদের খাবারের মান নিয়ে একাধিক অসঙ্গতি দেখে ক্ষুব্ধ হন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। বুধবার ইন্দিরা মাতৃ ও শিশু কল্যাণ হাসপাতাল, নর্থ সাবারবান হাসপাতাল এবং অবিনাশ দত্ত ম্যাটারনিটি হাসপাতাল ঘুরে দেখেন তিনি। কোথাও আট বছর ধরে ল্যাব নেই, কোথাও নষ্ট লিফট, আবার কোথাও রোগীদের খাবারের মান নিয়ে রোগীদের তীব্র অসন্তোষ, এই পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে বুধবার সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সময়সীমাও বেঁধে দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

বুধবার প্রথমে ইন্দিরা মাতৃ ও শিশু কল্যাণ হাসপাতালে গিয়ে বিভিন্ন বিভাগের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন মন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, ২০০৯ সালের পর থেকে সুপারিনটেনডেন্টদের নামের তালিকাও ঠিকমতো দেওয়া হয়নি। রোগীর ওষুধ সংক্রান্ত কাজ করতে নিরাপত্তাকর্মীকে দেখা গিয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। এছাড়াও সেখানে মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় সপ্তাহে মাত্র একদিন চিকিৎসক আসেন বলে অভিযোগ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। হাসপাতালে মেডিক্যাল ল্যাবের জন্য টেকনিশিয়ান থাকলেও বাস্তবে ল্যাব নেই। প্রায় আট বছর ধরে এই পরিস্থিতি চলছে বলে জানান তিনি। হাড়োয়া, ভাঙড়-সহ দূরের এলাকা থেকে রোগীরা এলেও চিকিৎসকদের নিয়মিত উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী।

পাশাপাশি হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনা জমে থাকা নিয়েও এদিন সরব হন মন্ত্রী। তাঁর কথায়, হাসপাতালের মধ্যেই ডেঙ্গির আঁতুরঘর তৈরি হয়েছে। হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শেষ করার জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গে কথা বলে ডিসপেন্সারি, স্ত্রীরোগের বহির্বিভাগ এবং শিশু বিভাগ দ্রুত চালুর পরিকল্পনাও জানান তিনি। এর পর কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারিকে সঙ্গে নিয়ে নর্থ সাবারবান হাসপাতালে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সেখানে রোগীদের খাবারের মান দেখে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। বিশেষ করে ডাল নিয়ে তিনি তাঁর আপত্তি জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, পাতলা ডাল, ডাল খেয়ে বুঝতেই পারলাম না এটা কী ডাল। শুধু তাই নয় হাসপাতালের রান্নাঘর ও নিকাশি ব্যবস্থার অবস্থাও খতিয়ে দেখেন মন্ত্রী। রান্নাঘরের ভিতরের অপরিচ্ছন্নতা এবং হাসপাতাল চত্বরের নর্দমা ও জঙ্গল দ্রুত পরিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বহির্বিভাগ এবং অন্তর্বিভাগের পরিষেবা পরিচালনার নিয়মেও বদল আনার কথা বলেছেন তিনি। সেই কাজের জন্য কর্তৃপক্ষকে সাত দিনের সময় দেওয়া হয়েছে। যদিও নর্থ সাবারবান হাসপাতালকে ভবিষ্যতে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে উন্নীত করার প্রস্তাব দিয়েছেন বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি। তাঁর বক্তব্য, হাসপাতালের জমি ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো আছে। এই হাসপাতালকে সুপার স্পেশালিটি করা গেলে আরজি কর হাসপাতালের উপর চাপ কমবে। এরপর একইদিনে শ্যামপুকুর বিধানসভা এলাকার অবিনাশ দত্ত ম্যাটারনিটি হাসপাতালে যান মন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তার সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। সেখানে হাসপাতালের লিফট পরিষেবা ব্যাহত, হাসপাতালের দু'টি লিফটের মধ্যে একটি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে না। পাঁচতলা হাসপাতালের উপরের তলার ঘরগুলিও কার্যত ব্যবহার করা হচ্ছে না বলে পরিদর্শনে উঠে আসে। অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে ওই জায়গাগুলি কাজে লাগানোর নির্দেশ দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এছাড়াও হাসপাতালের শিশু রোগ বিভাগের চিকিৎসকের সংখ্যাও কম বলে হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নজরে আসে। বর্তমানে সেখানে মাত্র দু'জন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। অবিলম্বে সেখানে চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন আছে বলে জানান মন্ত্রী। বুধবার তিনটি হাসপাতাল ঘুরে পরিস্থিতি দেখে হাসপাতালগুলির সমস্যা সমাধানের জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, শুধু কাগজে-কলমে পরিষেবা চালু থাকলেই হবে না, হাসপাতালে এসে রোগী যাতে বাস্তবে সেই পরিষেবা পান, তা নিশ্চিত করতে হবে।

পোস্তায় সোয়া কোটি টাকা ডাকাতির নেপথ্যে রাজস্থানের গ্যাং, ধৃত ‘টিপার’ হাওলা ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মধ্য কলকাতার ব্যস্ততম বাণিজ্যকেন্দ্র পোস্তায় ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা ডাকাতির ঘটনায় আন্তর্জাতিক হাওলা চক্রের যোগ স্পষ্ট হল। জানা গিয়েছে, এই মেগা ডাকাতির নেপথ্যে রয়েছে রাজস্থানের বিকানেরের একটি কুখ্যাত ডাকাত দল। আর তাদের বাংলায় এনে নিখুঁত ছক সাজিয়ে দিয়েছিল খোদ এক হাওলা ব্যবসায়ী! সিসিটিভি ফুটেজ দেখে হাওড়ার সালকিয়া থেকে ললিত মুন্দ্রা নামের ওই ‘টিপার’ ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, গত বুধবার পোস্তার কটন স্ট্রিটের একটি হাওলা গদিতে অতর্কিতে হানা দেয় তিন সশস্ত্র দুষ্কৃতী। কারো মুখে গামছা, তো কারো মাথায় টুপি। কর্মচারীদের আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা লুঠ করে তারা চম্পট দেয়। ঘটনার তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে গিয়েই গোয়েন্দাদের নজরে আসে ললিত মুন্দ্রার গতিবিধি। ফুটেজে দেখা যায়, ঘটনার দিন ললিত নিজে তিন ডাকাতকে পথ দেখিয়ে গদির দিকে নিয়ে আসছে। ডাকাতি চলাকালীন সে পাশের একটি দোকানে বসে চা খাচ্ছিল এবং ফোনে প্রতি মুহূর্তের আপডেট নিচ্ছিল। অপারেশনের কাজ শেষ হতেই এক ফোনে সিগন্যাল পেয়ে ডাকাতরা বাইরে বেরিয়ে আসে এবং ললিতও তাদের পেছন পেছন সরে পড়ে।

হোটেল বুক করতে গিয়ে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা, পর্যটকদের সতর্ক করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর ছুটিতে পরিবার নিয়ে পাহাড়ের কোলে ক'টা দিন কাটিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন বেহালার এক প্রৌঢ়। গন্তব্য ছিল উত্তরাখণ্ডের কুমায়ুন হিমালয়ের নৈনিতাল। অনলাইনের ভুয়ো ওয়েবসাইটে বিশ্বাস করে নৈনিতালের হোটেল বুক করতে গিয়ে সাইবার জালিয়াতদের পাতা ফ্রেমে পা দেন তিনি। আর তারই জেরে খোয়া গেল প্রায় পৌনে দু'লাখ টাকা। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বেহালা এলাকায়। ইতিমধ্যেই বেহালা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রতারিত ওই ব্যক্তি। ঘটনার তদন্তে নেমে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে লালবাজারের সাইবার সেল।

পুলিশ সূত্রের খবর, কিছুদিন আগে বেহালার ওই বাসিন্দা নৈনিতালের লেকের ধারের একটি নামী হোটেলের ছবি ও বিবরণ দেখে পছন্দ করেন। গুগলে সার্চ করে মেলা একটি ওয়েবসাইটে দেওয়া মোবাইল নম্বরে তিনি যোগাযোগও করেন। ফোন করা মাত্রই অপর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি নিজেকে ওই নামী হোটেলের কর্মী হিসেবে পরিচয় দেয়। হোটেলটির স্তুতি গেয়ে ওই ব্যক্তি জানায়, পুজোর মরসুমে নৈনিতালে প্রচণ্ড ভিড়। এখনই ঘর বুক না করলে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। মাত্র কয়েকটি ঘর ফাঁকা রয়েছে দাবি করে অগ্রিম ২৪ হাজার টাকা জমা দিতে বলা হয়। ওই প্রৌঢ় ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ওই ভুয়ো হোটেল কর্মীর দেওয়া অ্যাকাউন্টে ২৪ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন। এর পরই আসল খেলা শুরু করে জালিয়াতরা। তথাকথিত ‘হোটেলের নথিপত্র’ তৈরির দোহাই দিয়ে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রেডিট কার্ডের যাবতীয় তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়। প্রথমে দ্বিধাবোধ করলেও পরিস্থিতি বিবেচনা করে তথ্যগুলি দিতে বাধ্য হন তিনি। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রৌঢ়ের মোবাইলে একটি বিশেষ ওটিপি আসে। জালিয়াত ফোন করে সেই ওটিপি দাবি করতেই বেঁকে বসেন অভিযোগকারী।

মমতা ব্যানার্জি বাংলাকে ভারসাম্যহীন বানিয়ে রেখেছিলেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশায় পড়ে থাকা বিড়ি শ্রমিকদের জন্য নির্মিত মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ানের তারাপুর সেন্ট্রাল হাসপাতাল মঙ্গলবার পরিদর্শন করেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। ঔরঙ্গাবাদের নিমতিতায় বিড়ি শ্রমিকদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে তিনি সরাসরি কথা বলেন। সরকারি সুযোগ সুবিধা ঠিকমতো মিলছে কিনা, তার খোঁজ নেন মন্ত্রী। ঔরঙ্গাবাদ থেকে জঙ্গিপুর যাওয়ার পথে শ্রমমন্ত্রী একটি বিড়ি কারখানা এবং একটি জুটমিল পরিদর্শন করেন। বিড়ি শ্রমিকদের পিএফ নিয়ে বুধবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, ওখানে ২৮ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক আছেন। কিন্তু পিএফ আছে মাত্র পাঁচ লক্ষ শ্রমিকের। তিনি জানান, বিড়ি শ্রমিকরা রোগে জর্জরিত। অথচ মালিকরা ওদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে না। তাছাড়া শ্রমজীবী হাসপাতাল বেহাল দশায় পরিণত। মন্ত্রীর আক্ষেপ, ন্যূনতম পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও, ওখানকার মানুষ সিপিএম ও তৃণমূলকে ভোট দিতেন। যদিও অনেক পরে ওখানকার মানুষের হুঁশ ফিরেছে। তিনি জানান, সবচেয়ে বেশি বিড়ি শ্রমিক আছেন জঙ্গিপুরে। অথচ পিএফ অফিস বহরমপুরে। মন্ত্রীর দাবি, মমতা ব্যানার্জি বাংলাকে পুরো ‘ভারসাম্যহীন’ বানিয়ে রেখেছিলেন। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ১৬ বছর পর বরানগর থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত মেট্রো প্রকল্পের জট কাটল। বিটি রোড বরাবর এই মেট্রো প্রকল্পে কাজের জন্য কলকাতা পুরনিগম এনওসি অর্থাৎ অনাপত্তি শংসাপত্র দিয়েছে। মেট্রো সম্প্রসারণ নিয়ে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং এদিন জানান, বিটি রোডের নিচের পুরাতন পানীয় জলের পাইপ লাইনের জটিলতা কাটাতে নতুন বিকল্প জল সরবরাহের পাইপ লাইন বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, খুব শীঘ্রই বরানগর-ব্যারাকপুর রুটে মেট্রো সম্প্রসারণের কাজ শুরু হবে। আগাম পরিকল্পনা অনুযায়ী মন্ত্রী জানান, ব্যারাকপুর থেকে কল্যাণী এইমস পর্যন্ত মেট্রো সম্প্রসারণের চিন্তাভাবনা চলছে। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের পাশে হবে এই মেট্রো রুট।

বই ফেরত না দিলে মমতার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি গ্রন্থাগারমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভার গ্রন্থাগার থেকে নেওয়া বই এখনও ফেরত আসেনি, এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আইন মেনে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী গৌরিশঙ্কর ঘোষ। বুধবার এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, বই ফেরত না দিলে অন্য কারও ক্ষেত্রে যে নিয়ম প্রযোজ্য, মমতার ক্ষেত্রেও সেটিই কার্যকর হবে। বুধবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আইন সবার জন্য সমান। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিশিষ্টজন বলে আইন আলাদা হবে তা নয়। তাঁর বিরুদ্ধে অবশ্যই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাদের সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই সবার ক্ষেত্রেই আইন সমান। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বই নিয়ে গিয়ে ফেরত যদি না-দেন, একটা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যা ব্যবস্থা নেওয়া হয়, এই ক্ষেত্রেও তাই হবে। যদিও বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে গ্রন্থাগার থেকে মোট ১৯টি বই ইস্যু করা হয়েছিল। তার মধ্যে ১৮টি রবীন্দ্র রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ড। অন্যটি ‘সঞ্চয়িতা’। বিধানসভার নথি অনুযায়ী, রাজ্যে সরকার বদলের পরও বইগুলি গ্রন্থাগারে ফেরত জমা পড়েনি বলে অভিযোগ। এই বিষয়টি নিয়ে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে বলেও সূত্রের খবর। তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্য, বইগুলি তিনি নিজের বাড়িতে নিয়ে যাননি। সেগুলি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরেই রয়েছে। তবে প্রশাসনিক স্তরে বইগুলির বর্তমান অবস্থান নিয়ে স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না বলে গ্রন্থাগার সূত্রের খবর।

এদিন মন্ত্রী রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিতে কোন ধরনের বই রাখা হবে, তা নিয়েও নিজের অবস্থান জানান। তাঁর অভিযোগ, আগের সরকারের সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর পক্ষে তৃণমূল দলের স্বার্থে কিছু বই গ্রন্থাগারগুলিতে নেওয়ার জন্য চাপ তৈরি করেছিল। ভবিষ্যতে এই ধরনের বই সরকারি গ্রন্থাগারে আর রাখা হবে না বলে জানান তিনি।

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী গৌরিশঙ্কর ঘোষ বলেন, গ্রন্থাগারগুলিতে রাষ্ট্রবাদী বই, জাতীয়তাবাদী বই, যুবদের মেধার বিকাশ ঘটবে, সেই বই থাকবে । শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা বই বা তাঁকে নিয়ে লেখা বই সব লাইব্রেরিতে থাকবে। তিনি না-থাকলে আজ বাংলা থাকত না। এর আগে রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের লেখা বই রাখা নিয়ে যথেষ্টই রাজনৈতিক বিতর্ক হয়েছে। এবার বিধানসভার গ্রন্থাগার থেকে বই ফেরত না আসার অভিযোগ সামনে আসায় সেই বিতর্ক নতুন করে রাজনৈতিক মাত্রা পেল।

তোলাবাজির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা, হাতেনাতে ধৃত কনস্টেবল ও তিন দালাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্নীতি ও তোলাবাজির বিরুদ্ধে রাজ্য প্রশাসনের কড়া অবস্থানের বাস্তব প্রতিফলন ঘটল ঝাড়গ্রামে। বালি পরিবহণকারী লরি ও ট্রাক্টর থেকে প্রতিনিয়ত লাখ লাখ টাকা তোলার অভিযোগে ঝাড়গ্রাম থানার এক পুলিশ কনস্টেবল এবং তাঁর তিন দালালকে গ্রেপ্তার করল রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখা অর্থাৎ অ্যান্টি করাপশন ব্যুরো। এসিবি সূত্রে খবর, ধৃত কনস্টেবলের নাম রতন প্রামাণিক। এই অভিযানে দালালদের থেকে উদ্ধার হয়েছে ঘুষের নগদ ৫ লক্ষ টাকা। প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে, ঘুষ ও তোলাবাজি বরদাস্ত না করার যে বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দিয়েছিলেন, সেই নীতি মেনেই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে এই কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে। স্থানীয় ও এসিবি সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ঝাড়গ্রাম এলাকায় বালি পরিবহণকারী গাড়ি থেকে বেআইনিভাবে বিপুল পরিমাণ টাকা তোলা হচ্ছিল। অভিযোগ, ঝাড়গ্রাম থানার ওই কনস্টেবল সরাসরি নিজে ময়দানে না নেমে কয়েকজন মধ্যস্থতাকারী বা দালালকে এই কাজে নামিয়েছিলেন। বালির লরি ও ট্রাক্টর চালকদের কাছ থেকে জোরপূর্বক তোলা আদায় করত ওই দালাল চক্র।

সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখা। অভিযুক্তদের ফাঁদে ফেলতে নিখুঁত পরিকল্পনা ছকেন তদন্তকারীরা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসিবি-র আধিকারিকরা অভিযান চালিয়ে প্রথমে এক ট্রাক মালিকের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার সময় তিন দালালকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। ধৃত দালালদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে আসে আসল তথ্য। তাঁরা স্বীকার করেন, সংগৃহীত তোলার টাকা নিয়মিত পৌঁছনো হত ঝাড়গ্রাম থানার কনস্টেবল রতন প্রামাণিকের কাছে। তদন্তকারীরা দালালদের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন, কনস্টেবল রতনের নম্বরটি সেভ করা রয়েছে ‘ঝাড়গ্রাম ম্যানেজার’ নামে।

এরপরই দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা বালি ব্যবসায়ী ছদ্মবেশ ধারণ করেন। এক দালালকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা পৌঁছন ঝাড়গ্রাম থানায়। সঙ্গে ছিল ৫ লক্ষ টাকা ভর্তি একটি ব্যাগ। থানার ভেতরেই রতন প্রামাণিকের হাতে সেই নগদ টাকার ব্যাগ তুলে দেওয়া মাত্রই তৈরি থাকা এসিবি আধিকারিকরা তাঁকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন। বাজেয়াপ্ত করা হয় ঘুষের পুরো টাকা।

সম্পাদকীয়

উদ্বেগজনকভাবে সিঙ্গাপুরে কমছে জন্মহার, ভারতেও কি হতে পারে এই অবস্থা?

অর্থনৈতিক ভাবে এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী দেশ সিঙ্গাপুরে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। হু হু কমছে জন্মহার। এভাবে চলতে থাকলে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে পড়বে গোটা দেশ। এর জেরে দেশকে বাঁচাতে অভিনব সিদ্ধান্ত নিল সিঙ্গাপুর সরকার।দম্পতিদের একাধিক সন্তানে উৎসাহ দিতে সিঙ্গাপুর সরকার একগুচ্ছ নতুন পদক্ষেপ ঘোষণা করল। জন্মহার বাড়াতে সরকার ঘোষণা করেছে, প্রত্যেক শিশু জন্মালে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা বা ৫৫ হাজার ডলার করে দেওয়া হবে। জন্মহার কমার জেরে সিঙ্গাপুর এখন বিশ্বের অন্যতম 'বয়স্ক' দেশ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওং সন্তানের জন্ম এবং পেরেন্টাল লিভ বা পিতামাতার ছুটি সংক্রান্ত নতুন নিয়ম ঘোষণা করেছেন। সরকার চায় সিঙ্গাপুরের যে সব নাগরিক পরিবার শুরু করতে বা বাড়াতে চান, তাঁদের জন্য পথটা আরও সহজ করে দিতে। সরকার ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য একাধিক নিখরচায় সুবিধার কথাও ঘোষণা করেছে। এই সময় পর্যন্ত শিশুদের সরকারের সন্তান হিসেবে গণ্য করা হবে। প্রায় ৬০ লক্ষের কিছু বেশি জনসংখ্যার দেশ সিঙ্গাপুরে গত বছর প্রতি মহিলার সন্তান জন্ম দেওয়ার হার ছিল ০.৮৭, যা ২০২৪ সালের ০.৯৭ থেকে কমে গিয়েছে। এই হার বিশ্বের সর্বনিম্ন জন্মহারের দেশ দক্ষিণ কোরিয়ার (০.৮) খুব কাছাকাছি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখতে জন্মহার ২.১ হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী, যে দেশের ২১ শতাংশের বেশি মানুষের বয়স ৬৫ বা তার বেশি, সেই দেশকে বয়স্কদের দেশ বলা হয়। ২০৩০ সালের মধ্যে সিঙ্গাপুরের প্রতি চারজনের মধ্যে একজন এই বয়সের সীমায় পৌঁছে যাবেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অবস্থা এতটা খারাপ না হলেও ভারতও অদূর ভবিষ্যতে এই অবস্থার মুখোমুখি হতে পারে। কারণ এ দেশেও অর্থনৈতিক কারণে একাংশের মধ্যে সন্তান কম নেওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কেউ কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত, কেউ বা ভাবছেন সন্তানের দেখাশোনা কে করবে। এর ফলে অনেক দম্পতি সন্তানে অনীহা দেখাচ্ছেন। এই 'রোগ' যদি ছড়াতে তাহলে 'সিঙ্গাপুর' হতে কিন্তু দেরি নেই।

শব্দছক ২৫৩

রবি দাস

১	■	২		৩		■	৪
৫	৬		■		■	৭	
৮		■	৯		১০		
	■	১১		■	১২		■
■	১৩		■	১৪		■	১৫
১৬			১৭		■	১৮	
১৯		■		■	২০		
	■	২১				■	

পাশাপাশি: ২. সময়ের হিসাব-বহির্ভূত ৫. গরম মশলার একটি পদ ৭. ঝঞ্ঝা ৮. ঢোল-গোত্রীয় বাদ্য ৯. মানুষের অস্থি-পঞ্জর ১১. কর ১২. দাম ১৩. চনমনে ১৪. কাজ ১৬. বিষ্ণুপুরে দ্রষ্টব্য কামান ১৮. সন ১৯. লতিয়ে চলা গাছ ২০. মৌমাছি ২১. যে পতঙ্গের পূর্বাবস্থা শুঁয়াপোকা

ওপর-নিচ: ১. উত্তরবঙ্গের এক নদী ২. শরীর ৩. কলাপী ৪. গাঁয়ের প্রধান ব্যক্তি ৬. সাদা রঙের পাখি ৭. ঝনৎকার ৯. হেঁট ১০. কদম্ব ১১. গোলোযোগ ১৩. আচার বা চাটনীতে যে সব্জির খোসা ব্যবহার হয় ১৪. ফাঁদ ১৫. জল-মাধ্যমে পথ ১৬. হাতি অধ্যুষিত ঝাড়খন্ডের বনাঞ্চল ১৭. ফটক ১৮. সজ্জন ২০. বুদ্ধি বা জ্ঞান

সমাধান ২৫২ — পাশাপাশি: ১. চপল ৩. অসম্ভব ৪. বনজ ৫. গরমিল ৭. রমা ১০. টব ১১. বলরাম ১৪. ঝঞ্ঝাট ১৫. সীতারাম ১৬. কামান

ওপর-নিচ: ১. চরাচর ২. লবণ ৩. অজগর ৬. মিরাট ৮. মাদল ৯. ঝমঝম ১১. বলবান ১৩. খটকা

আজকের দিন

■ **১৮৮৩** — আগ্নেয়গিরি ক্রাকাতোয়ায় ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত ঘটে, যার ফলে সৃষ্ট বিশাল জলোচ্ছ্বাসে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি হয়।

■ **১৮৯৬** — ইঙ্গ -জাঞ্জিবার যুদ্ধ শুরু ও শেষ হয়, যা মাত্র ৩৮ থেকে ৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়ে ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম যুদ্ধ হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে।

জন্মদিন

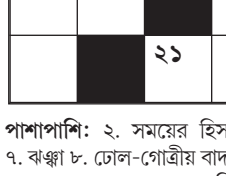

১৮৫৯ *বিশিষ্ট শিল্পপতি দোরাবজি টাটার জন্মদিন।*
১৯২৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অজয় মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৭২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নেহা ধুপিয়ার জন্মদিন।*

অজয় মুখোপাধ্যায়

রাখির সুতোয় সম্পর্কের অঙ্গীকার

উজ্জ্বল কুমার দত্ত

'উৎসব' আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষের অনুভূতি, স্মৃতি ও সম্পর্কের গভীরতাকে প্রকাশ করে। রাখিও তেমনই এক আবেগঘন উৎসব। ভাইয়ের কবজিতে বোন যখন রাখি বেঁধে দেয়, তখন সেই রঙিন সুতোয় জড়িয়ে থাকে শৈশবের অসংখ্য স্মৃতি, পারস্পরিক স্নেহ, অভিমান, নির্ভরতা এবং জীবনের কঠিন সময়ে একে অপরের পাশে থাকার অলিখিত অঙ্গীকার। সময়ের সঙ্গে মানুষ দূরে সরে যায়, জীবনেরও প্রভূত পরিবর্তন আসে, সম্পর্কগুলির প্রকাশের ধরন ও চরিত্র কালের প্রবাহে আধুনিকতার জোয়ারে ক্ষণে-ক্ষণে পালটে যায়। তবু রাখি র দিনটি যেন সেই পুরনো সম্পর্কের দরজায় বারবার কড়া নাড়ে। আমাদের মনে করিয়ে দেয়;জীবনের শত ব্যস্ততার আড়ালে কিছু সম্পর্ক এমনও থাকে, যাদের কাছে ফিরে যেতে কোনও বিশেষ কারণের প্রয়োজন হয় না। রাখি সেই সম্পর্কের কাছে ফিরে আসারই এক সুন্দর ও পবিত্র উপলক্ষ। দিবসটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়;সম্পর্কের প্রকৃত মূল্য নিহিত থাকে ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক বিশ্বাসের সেই গভীর বন্ধনে, যা সময়ের প্রবাহ, দূরত্ব ও জীবনের পরিবর্তনের মধ্যেও অটুট থাকে।

এ বছর ২৮ অগস্ট, শুক্রবার পালিত হবে ক্ষুরাখি বন্ধনক্ষ্ম। পূর্ণিমা তিথির সময় নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি থাকলেও প্রচলিত পঞ্জিকা অনুসারে ২৮ অগস্টই রাখি বাঁধার দিন হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। ভোরের পর থেকে সকাল ৯-টা ৪৮ মিনিট পর্যন্ত রাখি বাঁধার বিশেষ সময়ের কথাও বলা হয়েছে। তবে উৎসবের মাহাত্ম্য কোনও নির্দিষ্ট সময়ের সীমায় আবদ্ধ থাকে না। শুভক্ষণ আচারকে পরিপূর্ণতা দেয় ঠিকই, কিন্তু তার গভীর তাৎপর্য নিহিত থাকে মানুষের আন্তরিক অনুভূতির মধ্যে। বহু দূরে থাকা ভাই-বোনের কাছে ফিরে আসা, পুরনো স্মৃতিকে নতুন করে ছুঁয়ে দেখা এবং পারস্পরিক স্নেহ ও দায়িত্বের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তোলাই রাখিবন্ধনের আসল সৌন্দর্য।

রাখির প্রকৃত অর্থ কোথায়?

রাখির প্রকৃত অর্থ খুঁজতে গেলে প্রথমেই ফিরে আসতে হয় 'রক্ষা' ও 'বন্ধন'-এর ধারণায়। সময়ের সঙ্গে এই ধারণার পরিধি বদলেছে। একসময় রাখির সঙ্গে ভাইয়ের দায়িত্ব এবং বোনের নিরাপত্তার ভাবনাটি বিশেষভাবে জড়িয়ে ছিল। সেই ঐতিহ্যের মধ্যে ছিল স্নেহ, দায়িত্ব, সম্পর্কের প্রতি অঙ্গীকার ইত্যাদি। কিন্তু আজকের সমাজে সেই ভাবনাকে আরও বিস্তৃত অর্থে দেখার প্রয়োজন আছে। ক্ষুরক্ষাক্ষ্ম- কোন একতরফা দায়িত্বের নাম হতে পারে না। সম্পর্কের গভীরতা তৈরি হয় তখনই, যখন দুজন মানুষ পরস্পরের সুখ-দুঃখে পাশে থাকার অঙ্গীকার করে।

ভাই বোনের নিরাপত্তা ও সম্মানের পাশে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। অপরপক্ষে বোনও ভাইয়ের জীবনের আনন্দ-বেদনা, সাফল্য-ব্যর্থতার সঙ্গী হবে। প্রয়োজনে সে ভাইয়ের শক্তি হয়ে দাঁড়াবে। এই পারস্পরিক নির্ভরতা ও দায়িত্ববোধের মধ্যেই নিহিত রয়েছে রাখির আসল সৌন্দর্যবোধ। সময়ের সাথে সাথে সমাজের ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। নারী-পুরুষের সম্পর্কের সামাজিক ধারণাও প্রায়- প্রায় বদলে গেছে। ফলে রাখিবন্ধনের অর্থ আজ আরও বিস্তৃত ও মানবিক হয়ে উঠেছে। বোন এখানে কেবল সুরক্ষার প্রত্যাশী একজন মানুষ নয়। পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার সমান অধিকার আছে। জীবনের চলার পথে তার সবরকম স্বাধীনতা আছে। প্রিয়জনের পাশে দাঁড়ানোর সমান ক্ষমতা তার রয়েছে।

তাই রাখির সুতোকে একমাত্র পুরুষের রক্ষার প্রতিশ্রুতির প্রতীক হিসেবে দেখলে তার গভীর তাৎপর্য সীমিত হয়ে যায়। কবজিতে বাঁধা সেই সরু সুতো আসলে এক নীরব অঙ্গীকারের কথা বলে;জীবনের পথ যত কঠিন হোক, তুমি একা নও। বিপদের দিনে পাশে থাকার মানুষ আছে। তোমার সম্মান আমার কাছে মূল্যবান। তোমার আনন্দে আমার আনন্দ, তোমার দুঃখে আমারও ব্যথা। এই পারস্পরিক মমতা, দায়িত্ব ও বিশ্বাসের মধ্যেই রাখির প্রকৃত অর্থ নিহিত।

পৌরাণিক কাহিনিতে রাখির ছায়া

রাখিবন্ধনের সঙ্গে বহু পৌরাণিক কাহিনি জড়িয়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদীর কাহিনি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী; কৃষ্ণের আঙুলে আঘাত লেগে রক্ত বের হলে দ্রৌপদী নিজের পোশাকের অংশবিশেষ ছিঁড়ে তাঁর আঙুলে বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই সামান্য কাপড়ের টুকরোর মধ্যে কৃষ্ণ দেখেছিলেন স্নেহের ঋণ। পরবর্তীকালে দ্রৌপদীর বিপদের দিনে কৃষ্ণ তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন;এই কাহিনি ভারতীয় সংস্কৃতিতে রাখির সঙ্গে পারস্পরিক বিশ্বাসের একটি গভীর প্রতীকী সম্পর্ক তৈরি করেছে।

আরও একটি কাহিনি রয়েছে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীকে ঘিরে। পৌরাণিক বিবরণে ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের হাতে রক্ষাসূত্র বেঁধেছিলেন তাঁর বিজয় ও নিরাপত্তার কামনায়। অর্থাৎ রাখির ধারণা প্রাচীনকাল থেকেই কেবল ভাই-বোনের সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। রক্ষাসূত্র ছিল মঙ্গল, নিরাপত্তা ও শুভকামনার প্রতীক।

এই কাহিনিগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু লোকজ সংস্কৃতির শক্তি কেবল ইতিহাসের প্রমাণে নির্ভর করে না। বহু প্রজন্ম ধরে মানুষের বিশ্বাস, কল্পনা ও আবেগের ভিতর দিয়ে যে গল্প বেঁচে থাকে, তা একসময় সমাজের সাংস্কৃতিক স্মৃতির অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

ইতিহাস যখন রাখির সুতোয় বাঁধা পড়েছিল

রাখিবন্ধনের ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়গুলির একটি অবশ্যই ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন। ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছিল ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ সালে। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখির প্রচলিত ভাবনাকে এক বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতীকে রূপ দিয়েছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করতে রাখি বাঁধার আহ্বান জানান।

সেদিন রাখি আর কেবল ভাইয়ের কবজিতে বোনের বাঁধা সুতো ছিল না। সেটি হয়ে উঠেছিল এক বাংলার মানুষ আর এক বাংলার মানুষের হাতে হাত রাখার প্রতীক। ধর্মের পরিচয়কে অতিক্রম করে মানুষকে মানুষ হিসেবে গ্রহণ করার এক অসাধারণ সাংস্কৃতিক ভাষা তৈরি করেছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ।

তিনি বুঝেছিলেন, রাজনৈতিক প্রতিবাদেরও একটি মানবিক মুখ থাকা দরকার। শুধু সভা, মিছিল, স্লোগান দিয়ে মানুষের হৃদয়ে ঐক্যের বোধ তৈরি করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন এমন একটি প্রতীক, যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন আবেগ জড়িয়ে আছে। রাখি সেই প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ১৬ অক্টোবরের কর্মসূচিতে গঙ্গাস্নান এবং পরস্পরের হাতে রাখি বাঁধার মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ঐক্যের বার্তা দেওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই কর্মসূচির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

এই ঘটনাটিই রাখির প্রকৃত শক্তিকে নতুন করে চিনিয়ে দেয়। একটি ছোট সুতো কখনও-কখনও রাজনৈতিক সীমানার চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। কারণ রাষ্ট্র মানুষকে প্রশাসনিক পরিচয়ে ভাগ করতে পারে, কিন্তু মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ককে ভাগ করা সহজ নয়।

উৎসবের ভিতর যে সমাজ লুকিয়ে থাকে

উৎসব আসলে সমাজের আয়না। আমরা কীভাবে উৎসব পালন করি, তার মধ্যেই আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের অনেকটা প্রকাশ পায়। ক্ষুরাখিক্ষ্ম-ও তার ব্যতিক্রম নয়।

আজকের দ্রুত বদলে যাওয়া জীবনে ভাই-বোনের সম্পর্ক অনেক সময় দূরত্বের মধ্যে আটকে থাকে। কেউ অন্য শহরে কাজ করেন, কেউ বিদেশে থাকেন, কেউ নিজের সংসার ও পেশাগত ব্যস্ততায় ডুবে থাকেন। ফলে বছরে অন্তত একটি দিন সেই সম্পর্ককে স্পর্শ করার সুযোগ তৈরি করে রাখি। ডাকঘরের খামে আসে রাখি। অনলাইন বাজারে পৌঁছে যায় উপহার। মোবাইলের পর্দায় ভেসে ওঠে শৈশবের ছবি। প্রযুক্তি দূরত্ব কমিয়েছে, কিন্তু উৎসবটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়;যোগাযোগ ও সম্পর্ক এক জিনিস নয়। স্বাভাবিকভাবেই একটি ফোন করা যায় কর্তব্যবোধ থেকে। কিন্তু একটি মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে তার দীর্ঘশ্বাস বুঝতে হলে প্রয়োজন সম্পর্কের গভীরতা। রাখি সেই গভীরতার কথাই বলে।

উপহারের আড়ালে যেন সম্পর্কটি হারিয়ে না যায়

রাখির বাজার আজ অনেক বড়। দামি ঘড়ি, মোবাইল, পোশাক, গয়না, চকোলেট;উপহারের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। ব্যবসার দিক থেকে এটি স্বাভাবিক। উৎসব অর্থনীতিকেও সচল রাখে। কিন্তু কখনও কখনও উপহারের চাকচিক্যে উৎসবের আসল উদ্দেশ্যটি আড়াল হয়ে যায়। রাখির দাম কত; সেটি বড় কথা নয়। বড় কথা হলো কে কাকে মনে রেখেছে। একটি হাতের লেখা চিঠি অনেক সময় দামি উপহারের চেয়েও মূল্যবান হতে পারে। শৈশবের একটি ছবি, পুরনো কোনও স্মৃতি, কিংবা বহুদিনের অভিমান ভেঙে একটি আন্তরিক আলিঙ্গন;এসবের কোন বাজারদর নেই। অথচ সম্পর্কের কাছে এগুলিই সবচেয়ে মূল্যবান।

আমাদের উৎসবগুলি আসলে কী শেখায়?

ভারতীয় উৎসবগুলির একটি বড় শক্তি হল এই যে, এগুলি (উৎসব) ব্যক্তিগত জীবনকে সামাজিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে। দুর্গাপুজো আমাদের মিলনের কথা বলে। দীপাবলি অন্ধকারের মধ্যে আলোর সন্ধান শেখায়। ঈদ ভাগ করে নেওয়ার আনন্দকে সামনে আনে। বড়দিন ভালোবাসা ও মানবতার কথা মনে করিয়ে দেয় এবং রাখি আমাদের সম্পর্কের দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে একটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ;উৎসবের শিক্ষা যদি উৎসবের দিনটিতেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে তার সামাজিক অর্থ ক্ষীণ হয়ে যায়।

রাখির দিন বোনকে সম্মান করে পরদিন যদি সেই সম্মান ভুলে যাই, তবে রাখি কেবল একটি আচার হয়ে থাকে। রাখির দিন ভাইয়ের হাতে সুতো বেঁধে যদি নারীর প্রতি সহিংসতা, অবমাননা কিংবা বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারি, তবে সেই রক্ষার অঙ্গীকার অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একইভাবে নিজের ভাইয়ের জন্য ভালোবাসা রেখে অন্য মানুষের ভাই বা বোনের প্রতি ঘৃণা পোষণ করলেও উৎসবের মানবিকতা পূর্ণতা পায় না।

রবীন্দ্রনাথের ১৯০৫ সালের রাখিবন্ধন আমাদের এই জায়গাতেই সবচেয়ে বড় শিক্ষা দেয়। তিনি একটি পারিবারিক প্রতীককে সামাজিক সম্প্রীতির প্রতীকে পরিণত করেছিলেন। ধর্মের সীমা পেরিয়ে মানুষের হাতে মানুষের হাত মিলিয়েছিলেন। আজও সেই শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

একটি সুতো, অনেকখানি সমাজ

২৮ অগস্টের রাখিতে চাঁদের ছায়াও থাকবে। এদিন আংশিক চন্দ্রগ্রহণ ঘটবে, তবে গ্রহণটি ভারত থেকে দৃশ্যমান হবে না। তাই এ নিয়ে আতঙ্কের কোন কারণ নেই। গ্রহণের বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস; দুটিকে পৃথক করে দেখাই যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু আকাশের সেই ছায়ার চেয়েও বড় প্রশ্ন আমাদের মাটির নিচে। আমাদের সম্পর্কগুলিতে কি কোনও ছায়া জমছে? ভাই-বোনের মধ্যে দূরত্ব কি বাড়ছে? পরিবার কি ক্রমশ ছোট হতে হতে আবেগের জায়গাটুকুও সংকুচিত করে ফেলছে? সামাজিক জীবনে কি বিশ্বাসের জায়গায় সন্দেহ বাড়ছে? রাখি সেই প্রশ্নগুলির সামনে আমাদের দাঁড় করায়।

একখন্ড সুতো হাতে বাঁধা হয় প্রতীকি হিসেবে। কিন্তু তার আসল বন্ধন তৈরি হয় মনের গভীরে। সেই বন্ধনে আছে অধিকার, দায়িত্ব, মায়া, প্রতিবাদ। আরোও আছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস। মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখার শিক্ষা।

তাই রাখির প্রকৃত অর্থ কোনও মন্ত্রবলে শেষ হয় না। উপহারের বাক্সেও তার মূল্য মাপা যায় না। রাখি আসলে একটি সহজ অঙ্গীকার;তুমি বিপদে পড়লে আমি পাশে থাকব। তোমার মর্যাদা রক্ষা করব। তোমার আনন্দে আনন্দিত হব এবং আমাদের সম্পর্ককে কোনও সংকীর্ণতার দেয়াল দিয়ে ছোট হতে দেব না।

হয়তো সেই কারণেই এত শতাব্দী পেরিয়েও একটি সরু সুতো মানুষের হৃদয়ে এত গভীরভাবে জায়গা করে আছে। সুতোটি ক্ষীণ। কিন্তু তার ভিতরে যে বিশ্বাস বাঁধা থাকে, সেটিই তাকে শক্তিমান করে তোলে।

রাখির দিনে তাই কবজিতে বাঁধা সুতোটি যেন আচারেই থেমে না থাকে। তার সঙ্গে বাঁধা থাকুক সম্পর্কের প্রতি দায়বদ্ধতা, পরিবারের প্রতি মমতা, বিপদের দিনে পাশে থাকার সাহস ও মানুষের প্রতি মানুষের গভীর আস্থা।

একটি ছোট্ট সুতো আমাদের মনে করিয়ে দিক; দূরত্ব যতই বাড়ুক, সময় যতই বদলাক, সত্যিকারের সম্পর্কের বন্ধন হৃদয় থেকে ছিন্ন হয় না। রাখির সুতো কবজিতে বাঁধা থাক একদিন, কিন্তু অঙ্গীকার বেঁচে থাক চিরদিন।

(মতামত: ব্যক্তিগত)

বিরহ দংশন

সুবল সরদার

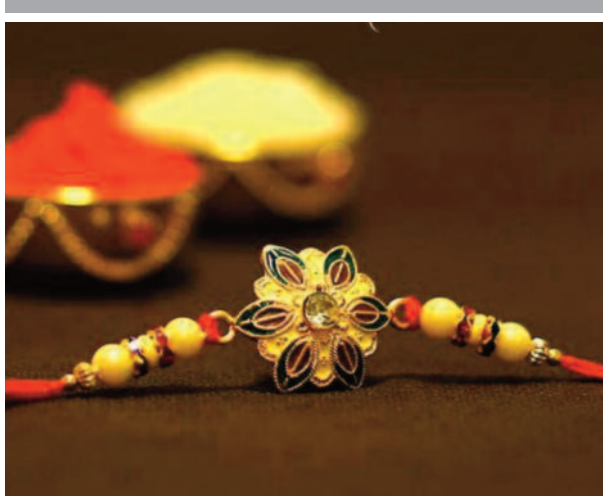

রঙ উৎসবের মতো রাখী উৎসবেরও ইতিহাস আছে। রঙিন ইতিহাস। অতীতের থেকে বর্তমান আরও রঙিন, আরও সুন্দর, আরও মনোরম। রাখী উৎসব পালিত হয় দুই হৃদয়ের মিলনের মধ্যে দিয়ে। একটা সুতো, অথচ তার মধ্যে জড়িয়ে থাকে ভরসা, মায়া আর অঙ্গীকার। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,

'তোমার হাতের রাখীখানি বাঁধো আমার দক্ষিণ-হাতে
সূর্য যেমন পূর্বগগনে দেয় অরুণ আলোক পাতে।
তোমার আশিস আমার কাজে
সফল হোক বিশ্বমাঝে
জ্বলুক তোমার দীপ্তশিখা
আমার সকল বেদনাতে।'

এই দিনটিতে তাঁর কথাই বারবার মনে পড়ে। রাখী শুধু উৎসব নয়, এ এক প্রার্থনা।

যাকে আমি ভালোবাসি সে কোনোদিন আমাকে ভালোবাসেনি। তবু ভালোবাসি। ভালোবাসাই আমার বেঁচে থাকার প্রেরণা। আমি তাকে একদিন বলেছিলাম, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' উত্তরে সে হেসে বলেছিল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসতে পারি, কিন্তু কেন ভালোবাসব?'

বুঝেছি, সে আমাকে ভালোবাসতে পারে না।

তারপর থেকে মনে হয়েছে, ভালোবাসা দিয়ে পশুকে বশ মানানো যায়, মানুষকে বশ মানানো যায় না। মানুষকে বশ মানানো যায় কেবল টাকা দিয়ে। তাই টাকা নেই, ভালোবাসা নেই। যার টাকা আছে সে-ই এ পৃথিবীতে প্রেমিক হতে পারে। টাকা ছাড়া প্রেম, সে আবার কিসের প্রেম?

তবুও তোমার বিরহে হব বিরহী কবির মতো।

'তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ-মাস।'

ঝুলন, বসন্ত উৎসব, রাখী উৎসব; কত উৎসব! ভালোবাসার কত রূপ! সোহাগে, পুলকে, হর্ষে হৃদয়ে দোলা দেয়। পাড়ার মাঠে ঝুলন সাজে, আবিরে রাঙে বসন্ত, আর শ্রাবণের পূর্ণিমায় হাতে বাঁধা পড়ে রাখী। প্রতিটা উৎসব যেন মনে করিয়ে দেয়, কেউ কারও জন্য অপেক্ষা করে আছে।

আমি ৩৬৪ দিন অপেক্ষা করি এই একটি দিনের জন্য। খুব স্পেশাল দিন আমার কাছে। ক্যালেন্ডারের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এই দিনটার দিকেই তাকিয়ে থাকি। মনে হয়, সে এসে আমাকে রাখী পরাবে, হাতে তুলে দেবে একটা টাটকা গোলাপ। বনময়ূরের মতো হৃদয় আমার নেচে ওঠে। নদী যেমন পাগলের মতো সাগরের দিকে ছুটে যায়, তেমনি তার পদধ্বনি শোনার জন্য অধীর অপেক্ষায় খোলা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে থাকি। বাইরে মেঘ করে, রোদ ওঠে, আবার বৃষ্টি নামে। আমি শুধু দরজার দিকে চেয়ে থাকি।

প্রথম দিন যখন সানন্দাকে দেখেছিলাম, মনে হয় স্বর্গ আর মর্ত্য একই সঙ্গে দেখছি! প্রভাত আর প্রভাতে প্রস্ফুটিত গোলাপ একই সঙ্গে দেখছি ; আমার শতরূপাকে! তার হাঁটা, তার কথা, চোখের কোণে জমে থাকা আলো, তার চোখের পাতার কাজল, তার লাল মিষ্টি ঠোঁট ; সব কিছুতে একটা সুরের ছন্দ, ঠিক যেন চন্দনের গন্ধ। 'তোমাকে ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার, যুগে যুগে অনিবার।'

মুগ্ধ নয়নে দেখছি তোমার রূপ ! আমি তোমার রূপ সাগরে ডুবে মরেছি।

সেদিনের পর থেকে আমি কেমন এলোমেলো হয়ে গেলাম। পথ কেমন আঁকাবাঁকা হয়ে গেল। নদী কেমন পাগলের মতো বইতে লাগল। খাতার পাতা কবিতায় ভরে গেল, রাতগুলো জেগে কেটে গেল। এত রূপ, এত সুখ! তুমি ছিলে বলে!

একদিন উৎসব আসবে। নির্মল সকালে সোনার থালার মতো সোনালি রোদ্দুর আমাদের উঠানে ছড়িয়ে পড়বে। উঠানের তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলবে। পাড়ার কাকেরা ডাকবে, মন্দিরের ঘণ্টা বাজবে। সবাই রাখী বাঁধবে, মিষ্টি খাবে। জানি, সেদিন তুমি আসবে না। আমার রাখী পরা হবে না। হাতের গোলাপটা শুকিয়ে যাবে। কখন অলির গুঞ্জন থেমে যাবে। ফুল কখন ঝরে যাবে। জানালার পাশে রাখা তোমার চিঠিটা আর খোলা হবে না।

তবু এই অপেক্ষার মধ্যেই আমার উৎসব। না পাওয়ার মধ্যেই আমার পাওয়া। কারণ ভালোবাসা মানেই তো শুধু পাওয়া নয়, ভালোবাসা মানে কারও জন্য ৩৬৪ দিন অপেক্ষা করা। না পাওয়ার মধ্যে পাওয়ার এতো আকুতি, ! না দেখার মধ্যে এতো দেখা ! মনে হয় আকাশ জুড়ে তুমি আছো আমার ভাবনায়, চেতনার রঙে রঙে। বিরহ ? তুমি আছো, কোথাও নয় কোথাও। তোমার প্রেম ভিক্ষা করে আমি প্রেমের ভিক্ষারী হতে চাইনা। তোমাকে ভালোবেসে আমি মহান প্রেমিক হতে চাই। তোমার বিরহ দংশনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে দুঃখের অনুভূতি খুঁজতে চাই। প্রেম ঈশ্বরের অমূল্য দান।

পরম প্রেমাময়ী, পরম প্রেমাভিমানীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

এত রূপ, এত সুখ!
এত প্রেম, এত বিরহ; তুমি ছিলে বলে!

কোট-জানকোট

এই দেশটা কোনও ধর্মশালা নয়। এই দেশে বসবাস করার এবং সুবিধা পাওয়ার অধিকার কেবল ভারতের নাগরিকদেরই রয়েছে।

অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

টিএমসিপি ও এবিভিপির সংঘর্ষ, বারাসাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: রাখি বন্ধন অনুষ্ঠান কে করবে এই নিয়ে টিএমসিপি ও এবিভিপি মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বারাসাত স্টেট ইউনিভার্সিটি। মঙ্গলবার সন্ধ্যেয় ঘটনার সূত্রপাত হলেও রাত যত গড়িয়েছে ততই বেড়েছে উত্তাপ। ঘটনায় দুই পক্ষের মোট ৩ জন আহত হয়। তাদের বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটালের চিকিৎসা করানো হয়। বারাসাত ইউনিভার্সিটিতে রাখিবন্ধন উৎসব কে করবে তাই নিয়ে শুরু হয় বচসা। তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন টিএমসিপির দাবি, তারা দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে রাখিবন্ধন করে আসছে। এবারেও তারা তাদের মতো করে সেই উৎসব পালন করবে। আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন এবিভিপির দাবি, এত বছর তাদের কোনও অনুষ্ঠান করতে দেয়নি টিএমসিপি। তারা এবার রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে, তাই রাখি বন্ধন অনুষ্ঠান তারাই করবে। এই বিষয় নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে প্রথমে কথা-কাটাকাটি, পরে হাতাহাতি শুরু হয়। এবিভিপির আরও অভিযোগ, তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের নেতা আলতাফের নেতৃত্বে তাঁদের সংগঠনের সদস্যদের উপর হামলা চালানো হয়। ঘটনায় তাদের দু'জন সদস্য গুরুতর জখম হয়েছেন বলে দাবি। তাঁদের চিকিৎসার জন্য বারাসাত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাখিবন্ধন উৎসব উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একটি অনুষ্ঠান করা হবে তা নিয়ে দিন প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলতে যান এবিভিপি ছাত্র সংগঠন। অভিযোগ, ওই অনুষ্ঠানে এবিভিপির ছাত্র সংগঠনকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন সহযোগিতা করছে, তা নিয়েই দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয়। পরবর্তীতে সেই বচসা হাতাহাতি ও মারামারিতে গড়ায় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এবিভিপির পক্ষ থেকে তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের নেতা আলতাফ-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তোলা হয়েছে। যদিও এবিভিপির এই অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এখনও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ও পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পুরো ঘটনায় কারা জড়িত, কীভাবে সংঘর্ষের সূত্রপাত এবং অভিযোগের সত্যতা কতটা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ ৪ টিএমসিপির সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছিল। বিচারক তাদের শর্তসাপেক্ষ জামিন দিয়েছে।

ভারত-নেপাল ও ভুটান সীমান্ত পর্যটন শিল্প উন্নয়নে মউ-স্বাক্ষর

বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছবে বাংলা: মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: এবার দেশের বিভিন্ন রাজ্যগুলির সঙ্গে বিদেশের পর্যটন মেলাগুলিতেও পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনকে তুলে ধরা হবে বিশ্ববাসীর কাছে। বুধবার এ কথা জানালেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। 'পাহাড় থেকে সমুদ্র পশ্চিমবঙ্গের সকল পর্যটন জায়গাগুলোকে সঠিকভাবে স্বচ্ছ নীতি মেনে পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।' বুধবার বেঙ্গল ট্র্যাভেল মার্ট (বিটিএম) এর আয়োজিত ইস্টার্ন হিমালয় ট্রাভেল এন্ড ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী ঘোষ। এদিন নেপাল, ভুটান সীমান্ত পর্যটন শিল্পকে ভারত তথা রাজ্যের পর্যটন বিভাগ থেকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে একটি মৌ-স্বাক্ষরিত হয়। যেখানে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তম ভ্রমণ ও পর্যটন বাণিজ্য মেলা, যা পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগ এবং ইস্টার্ন হিমালয় ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন (ইএইচটিটিওএ) যৌথভাবে আয়োজন করবে। ট্রাভেল

এজেন্ট, হোটেল মালিক, আন্তর্জাতিক গন্তব্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা (ডিএমসি) এবং পর্যটন বোর্ডগুলোকে এই শিল্পের ক্রেতা ও সাধারণ ভ্রমণকারীদের সংযুক্ত করা হবে এই যৌথ উদ্যোগে। ভ্রমণ সংক্রান্ত অফার ও ছুটির পরিকল্পনা খুঁজছেন এমন সাধারণ গ্রাহকদের জন্য খুব সহজ হবে নেপাল ও ভুটানে ঘুরতে যাওয়া। এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য হলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের দর্শকদের এবং বিশেষ করে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের সামনে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন পরিকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধাগুলি তুলে ধরা, যাতে রাজ্যজুড়ে পর্যটন কেন্দ্র ও পরিষেবার বিপণন আরও উন্নত করা যায়।

বেহাল রাস্তা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা উচালন, একলক্ষী রাস্তার দুরবস্থায় চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। শুধু কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দাই নন, এই গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ব্যবহার করে বিভিন্ন রাইস মিল, কলকারখানার ভারী যানবাহনও নিয়মিত চলাচল করে। পাশাপাশি আরামবাগের কালিপুর সেতু খারাপ থাকায় অতিরিক্ত যানবাহনের চাপও পড়েছে এই রাস্তার উপর।

রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে একাধিকবার পথ অবরোধ ও আন্দোলনের ঘটনা ঘটেছে। জনসাধারণের দীর্ঘদিনের দাবির পর উচালন থেকে একলক্ষী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হলেও এখনও সেই কাজ চলমান। এরই মধ্যে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে রাস্তা মেরামতের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র। বর্তমানে ওই রাস্তায় ভারী যানবাহনের চলাচল অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বুধবার পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের দপ্তরে সেহারা এলাকার উদ্যোগপতি, রাইস মিল মালিক এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত

ছিলেন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র, এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল, সিআই তাপস কুমার পাল, পি ডব্লিউ ডি ইঞ্জিনিয়ার, বিধায়ক প্রতিনিধি সজল দাঁ, আদিত্য মালিক, বিভিন্ন রাইস মিলের মালিক এবং একলক্ষী এলাকার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিনিধিরা। বৈঠক শেষে বিধায়ক সুভাষ পাত্র জানান, বর্তমানে রাস্তার সাময়িক মেরামতির কাজ চলছে। আগামী দুর্গাপুজোর পর পূর্ণাঙ্গভাবে নতুন করে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হবে। সেই প্রকল্পে ড্রেন নির্মাণ-সহ আরও শক্তপোক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী রাস্তা তৈরি করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশা, প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের এই উদ্যোগের ফলে দীর্ঘদিনের ভোগান্তির অবসান ঘটবে এবং এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে।

হিঙ্গলগঞ্জে আর্থিক প্রতারণা, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: হিঙ্গলগঞ্জে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক। অভিযোগের তির উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের কেওড়াখালি এলাকার বাসিন্দা শিবনাথ সরকারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ তিনি বসিরহাট, বামনগাছি, বারাসাত সহ একাধিক জায়গায় ভুয়ো অফিস খুলে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে আর্থিক প্রতারণার করছিল। 'ড্রিম ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস মানি ইজ ফিউচার' নামে একটি সংস্থার কর্ণধার পরিচয় দিয়ে তিনি একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন। অভিযোগকারীদের দাবি, হিঙ্গলগঞ্জের সেরেরাটি এলাকার বাসিন্দা সংগীতা মণ্ডল শিবনাথের সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন ব্যাংক থেকে লোন দেওয়ার কথা বলে আধার কার্ড-সহ বেশ কিছু কাগজপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। বসিরহাট এলাকার বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পর তিনি দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। মঙ্গলবার তাঁর বাড়িতে কয়েকজন প্রতারিত ব্যক্তি টাকা ফেরতের দাবি নিয়ে উপস্থিত হলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিঙ্গলগঞ্জ প্রশাসন শিবনাথ সরকারকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তাঁর বিরুদ্ধে আরও একাধিক অভিযোগ সামনে আসছে। এর মধ্যে কয়েকজন মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করে তাঁদের কাছ থেকেও টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার পূর্ণ তদন্ত শুরু করেছে হিঙ্গলগঞ্জ থানা। ঘটনার পূর্ণ তদন্ত এবং প্রতারিতদের টাকা ফেরতের দাবিতে সরব অভিযোগকারীরা।

দুর্নীতির অভিযোগ মেমারি পুরসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: মূলত অভিযোগ গত বছর বইমেলায় বিপুল আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে। গত বছরের বই মেলা দুর্নীতি হিসাব করতে খতিয়ে দেখতেই পুরসভায় এগজিকিউটিভ অফিসারকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভকারীরা। ইতিমধ্যেই পুরসভার পৌরপতি স্বপন বিষয়ী পদত্যাগ করেছেন। বিক্ষোভের মুখে পড়ে পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার কোনরকম সদোত্তর দিতে পারেনি বলে বিক্ষোভকারীরা জানান। বইমেলার আর্থিক দুর্নীতির পাশাপাশি বেশ কিছু অন্যান্য দুর্নীতির অভিযোগ উঠে এসেছে। বর্তমানে পৌরসভার এই অচল অবস্থায় ব্যহত হচ্ছে নাগরিক পরিষেবা বলে দাবি করছেন সাধারণ মানুষ। নাগরিক পরিষেবা সচল রাখতে ইতিমধ্যেই পৌরসভায় চালু করা হয়েছে বিধায়ক কার্যালয়। স্থানীয় বিক্ষোভকারীদের দাবি, যে কাজ স্থানীয় প্রশাসনের করার কথা তা করতে হচ্ছে বিধায়ককে। বিক্ষোভকারীরা হুঁশিয়ারী দিয়েছেন অবিলম্বে পৌরসভাকে দুর্নীতির অডিট করতে হবে এবং নাগরিক পরিষেবা সচল রাখতে হবে।

সীমান্তবর্তী হবিবপুরে গ্রেপ্তার ৫ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুটি পৃথক অভিযানে মালদার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হবিবপুর থানা এলাকা থেকে ৫ জন বাংলাদেশীকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। দুটি ঘটনায় ঘটেছে মঙ্গলবার গভীর রাতে হবিবপুর থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বৈদ্যপুর এবং জাজইল এলাকায়। ধৃতদের ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে হোল্ডিং সেন্টারে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হবিবপুরের বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবানীপুরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে পুলি এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে। এপার বাংলা ও ওপার বাংলায় পারাপারের সহযোগিতার অভিযোগে একজন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম মহম্মদ মানিক ওরফে রয়্যাল (৩০)। তার বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি থানার চর ভুবনপাড়া এলাকায়।

পুলিশের দাবি, প্রায় এক বছর আগে ধৃত ওই ব্যক্তি অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়েছিল। বাড়ি ফেরার পথে তিনি ভবানীপুর এলাকায় আসেন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। টাকার বিনিময়ে এক দালালের মাধ্যমে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল ধৃত ওই ব্যক্তি কিন্তু তার আগেই সে ধরা পড়ে যায়। অন্যদিকে, পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ উদ্যোগে হবিবপুর ব্লকের জাজইল অঞ্চলের ভবানীপুর সীমান্ত এলাকা থেকে চার বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম মহম্মদ মোহরাম আলী (২১), মহম্মদ ইয়ামিন হোসেন (২০), মহম্মদ জাগদল হোসেন (২০),

মহম্মদ সাজিব হোসেন (১৯)। তাদের প্রত্যেকের বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার চরকেট পাড়া এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতেরা স্বীকার করেছে চোরাই পথে বাংলাদেশে নিজেদের বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যেই তাঁরা সীমান্ত এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। তারাও কয়েক মাস আগে মালদার চোরা সীমান্ত দিয়েই এপারে দিনমজুরের কাজের সন্ধানে এসেছিল। দালালের মাধ্যমেই তারা এদিন সংশ্লিষ্ট এলাকার সীমান্ত দিয়ে ওপারে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল। সেই সময় সীমান্ত এলাকায় পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ অভিযানে ধৃতরা ধরা পড়ে যায়।

এবার জৈব রাখি ব্যবহারে রক্ষা-বন্ধন উৎসব বর্ধমানে

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান সদর প্যায়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বিগত পাঁচ বছর ধরে জৈব পদ্ধতিতে পুননবীকরণ যোগ্য রাখি বানিয়ে চলেছে। রাখি বানাতে মূলত ব্যবহার করা হয়েছে ঝড়ে পরা অশ্বত্থ পাতা ও বিভিন্ন শাকসবজির বীজ। এই রাখি মাটিতে মিশলে বীজ থেকে নতুন শাকসবজির চারা বের হয়, অশ্বত্থ পাতাটি সারের কাজ করে এবং বীজগুলিকে পুষ্টি দেয় আর তার থেকে আমরা ভেজালহীন শাকসবজি পাই যা খেয়ে সুপুষ্ট হই। এই রাখি ব্যবহার করে রন্ধন শালা সংলগ্ন বাগান তৈরি করা সম্ভব যা থেকে ভেজালহীন টাটকা শাকসবজি পাওয়া যাবে।

সংস্থার সম্পাদক প্রলয় মজুমদার সকলকে রাখি বন্ধনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, 'রাখি বন্ধন অর্থাৎ রক্ষা বন্ধন। তাই আমরা এই পুননবীকরণযোগ্য রাখি বন্ধনের মাধ্যমে ভেজালহীন শাকসবজির বীজ বপন করছি, যা আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করবে তথা পুরো পৃথিবীকে সুরক্ষিত রাখবে।' জৈব রাখি বানাতে অনেক সময় চাল, ধান, মুগ ডাল, মুসুর ডাল ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যাচ্ছে কিন্তু মনে রাখতে হবে এইগুলি পুর্নব্যবহার যোগ্য নয় উপরন্তু খাদ্যশস্যের অপচয় তাই এগুলোর ব্যবহার এড়িয়ে চলার জন্য সকলকে আবেদন করা হয়।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস ২০১৪-এর বিধি ৩০ এবং ধারা ১৩(৪) অনুসারে]
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের বিজ্ঞাপন।
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
কোম্পানি আইন ২০১৩, ধারা ১৩(৪)-এর বিষয়ে
এবং
এডিএস ইনফ্রা ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে
(CIN : U70102WB2014PTC201164)
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর অধীনে নিবন্ধিত এবং ৩৬এ, বেন্টিক স্ট্রিট, ২য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৬৯-এ নিবন্ধিত কার্যালয় থাকা একটি কোম্পানি।
..... আবেদনকারী কোম্পানি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি গত বুধবার, ১৯ আগস্ট ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ রেজোলিউশনের শর্তাবলী অনুসারে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণ চেয়ে কোম্পানি আইন ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত কার্যালয় ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''পাঞ্জাব রাজ্য''-তে স্থানান্তর করতে পারে।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত স্থানান্তরের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে তাঁর আপত্তি হলফনামা সহ যাতে তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ থাকে, তা রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন ডিরেক্টরেট-এর ঠিকানায় নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ২৩৪/৪ এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০-এ নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠাতে পারেন বা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় অর্থাৎ ৩৬এ, বেন্টিক স্ট্রিট, ২য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৬৯-এ পাঠাতে হবে।

স্বা/-
আদর্শ কুমার আগরওয়াল,
ডিরেক্টর
ডিআইএন : ০৫১৮২৬৫৯
তারিখ : ১৯.০৮.২০২৬
স্থান : কলকাতা

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L27102WB1999PLC089755
নিবন্ধিত কার্যালয় : ৫, বেন্টিক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
কর্পোরেট কার্যালয় : ১৫সি, হেমন্ত বসু সরণি, এলএমজে কমপ্লেক্স, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন : +৯১-৩৩-২২৪৮৩৬০৪, ২২৪৮৯৮০৮
ওয়েবসাইট : www.jaibalajigroup.com, ইমেইল : jaibalaji@jaibalajigroup.com

কোম্পানির সদস্যদের ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (''এমসিএ'') দ্বারা জারি করা ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ এবং এই বিষয়ে এমসিএ দ্বারা জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলারগুলির (সম্মিলিতভাবে ''এমসিএ সার্কুলার'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''আইন'')-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ মেনে, এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য আগামী বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (''ওএভিএম'')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা যথাসময়ে প্রচার করা হবে।
এমসিএ সার্কুলারগুলি মেনে, কোম্পানির ২৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সেই সমস্ত সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানির কাছে/ কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) মহেশ্বরী ডাটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের (ডিপি) কাছে নিবন্ধিত আছে। আরও, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুসারে, যে সমস্ত সদস্যদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপি-র কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের একটি ওয়েবলিঙ্ক প্রদানকারী চিঠি পাঠানো হবে, যার মধ্যে সঠিক পাথ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যেখানে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সহ ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন উপলব্ধ রয়েছে। উপরোক্ত নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.jaibalajigroup.com, স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.nseindia.com এবং www.bseindia.com-এও উপলব্ধ থাকবে।
যে সমস্ত সদস্য কোম্পানির কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে তা নিবন্ধন করতে পারেন :
ক) ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা নিম্নলিখিত বিবরণ সহ contact@mdplcorporate.com / jaibalaji@jaibalajigroup.com-এ একটি ইমেইল অনুরোধ পাঠাতে পারেন- সদস্যের নাম, ফোলিও নং, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নং উল্লেখ করে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র, প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি, ফর্ম আইএসআর ১ (কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ) এবং সদস্যের ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে যেকোনো নথির স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি (যেমন আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদি)। খ) ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের (ডিপি) কাছে তাদের ইমেইল আইডি এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করতে পারেন।
সদস্যদের যথাযথভাবে পূরণ করা ইনভেস্টর সার্ভিস রিকোয়েস্ট ফর্ম (আইএসআর ফর্ম) এবং স্বাক্ষরিত সংযুক্তিগুলি পাঠিয়ে কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩ আর.এন. মুখার্জী রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১-এর কাছে তাদের কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করার জন্যও অনুরোধ করা হচ্ছে।
কোম্পানি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনের ওপর ভোট দেওয়ার জন্য তার সমস্ত সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা (''রিমোট ই-ভোটিং'') প্রদানের জন্য সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-কে নিযুক্ত করেছে। উপরন্তু, কোম্পানি এজিএম চলাকালীনও ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করবে। ভিসি-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী এবং রিমোট ই-ভোটিং সহ ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে প্রদান করা হবে।
উপরের বিষয়ে আরও তথ্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, সদস্যরা উপরোক্ত ঠিকানা/ই-মেইলে কোম্পানি/কোম্পানির আরটিএ-কে লিখতে পারেন।
সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং বিশেষ করে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী এবং রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ভোট দেওয়ার পদ্ধতিটি পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অজয় কুমার তাঁতিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৬ আগস্ট, ২০২৬

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড
CIN : L45209WB1924PLC004969
রেজি. অফিস : 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন ০৩৩ ২৩০১১৬০০ / ৭১০০২৬০০
ইমেল : secretarial.legal@simplexinfra.com • ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com

১০৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড (''কোম্পানি'')-এর ১০৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম সভা'') কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সাধারণ সার্কুলার এবং তৎপরবর্তী ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (''লিস্টিং রেগুলেশনস''), এর সাথে পঠিত সেবি কর্তৃক ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এবং ০৭ অক্টোবর, ২০২৩ এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে জারি করা সার্কুলার মেনে সদস্যদের একটি সাধারণ স্থানে সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম') সুবিধার মাধ্যমে আগামী **বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৩.০০ টায়** অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমেই এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন, যার বিশদ বিবরণ কোম্পানির দ্বারা সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩-এর অধীনে কোরাম নির্ধারণের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।
২. উপরোক্ত সার্কুলারগুলি মেনে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির বৈদ্যুতিন অনুলিপি এবং কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন, যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবৃতি এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ প্রতিবেদন রয়েছে, তা ২১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে যে সমস্ত সদস্যদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানির কাছে বা নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে, তাদের সবাইকে পাঠানো হবে। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.simplexinfra.com**-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com**-এ এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট **www.evotingnsdl.com**-এও উপলব্ধ থাকবে।
৩. যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়েবলিঙ্ক সম্বলিত একটি ভৌত যোগাযোগ পাঠানো হচ্ছে।
৪. ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী যে সদস্যরা এখনও তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করেননি, তাদের বৈদ্যুতিনভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে **secretarial.legal@simplexinfra.com**-এ নিচে উল্লেখিত নথিপত্রগুলির স্ক্যান করা কপি ইমেইল করে তা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে :
ক. সদস্যের নাম, ঠিকানা, ফোলিও নং, মোবাইল নং এবং ইমেইল-আইডি উল্লেখ করে স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র;
খ. শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে) এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি;
গ. কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে যেকোনো ঠিকানার প্রমাণের স্ব-প্রত্যয়িত কপি (যেমন আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট ইত্যাদি)।
৪. ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের সাথে তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাদের কাছে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেন।
৫. **ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি :**
কোম্পানি তার সমস্ত সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল')-এর রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। উপরন্তু, কোম্পানি সেই সমস্ত সদস্যদের জন্য সভার সময় ই-ভোটিংয়ের সুবিধাও প্রদান করবে যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনে তাদের ভোট দেননি। এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং / এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে। বিস্তারিত বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ থাকবে।
ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন শংসাপত্র সদস্যদের ইমেইলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে। যে সমস্ত সদস্যরা ইমেইল পান না বা যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে নিবন্ধিত নেই, তারা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির নোটে দেওয়া নির্দেশাবলী অনুসরণ করে লগইন শংসাপত্র তৈরি করতে পারেন। একই শংসাপত্রগুলি ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
উপরের তথ্য কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের তথ্য ও সুবিধার জন্য জারি করা হচ্ছে এবং এটি উপরোক্ত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বি. এল. বাজোরিয়া
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৬ আগস্ট, ২০২৬

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস ২০১৪-এর বিধি ৩০ এবং ধারা ১৩(৪) অনুসারে]
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের বিজ্ঞাপন।
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
কোম্পানি আইন ২০১৩, ধারা ১৩(৪)-এর বিষয়ে
এবং
ব্রহ্মানন্দ হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে
(CIN : U70102WB2012PTC186977)
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর অধীনে নিবন্ধিত এবং ৩৬এ, বেন্টিক স্ট্রিট, ২য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৬৯-এ নিবন্ধিত কার্যালয় থাকা একটি কোম্পানি।
..... আবেদনকারী কোম্পানি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি গত বুধবার, ১৯ আগস্ট ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ রেজোলিউশনের শর্তাবলী অনুসারে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণ চেয়ে কোম্পানি আইন ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত কার্যালয় ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''পাঞ্জাব রাজ্য''-তে স্থানান্তর করতে পারে।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত স্থানান্তরের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে তাঁর আপত্তি হলফনামা সহ যাতে তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ থাকে, তা রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন ডিরেক্টরেট-এর ঠিকানায় নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ২৩৪/৪ এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০-এ নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠাতে পারেন বা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় অর্থাৎ ৩৬এ, বেন্টিক স্ট্রিট, ২য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৬৯-এ পাঠাতে হবে।

স্বা/-
আদর্শ কুমার আগরওয়াল,
ডিরেক্টর
ডিআইএন : ০৫১৮২৬৫৯
তারিখ : ১৯.০৮.২০২৬
স্থান : কলকাতা

ফোরকাস স্টুডিও লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : তারা মা টাওয়ার, বি৩-৭১সি/১৬১ বি বি টি রোড, বিবেকানন্দপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ঠাকুরপুকুর মহেশতলা-৭০০১৪১
CIN : L14101WB2024PLC267500
ফোন : টেলিফোন : +৯১ ৩৩২ ৯৫০ ১০৫৬; ইমেল : info@forcasstudio.in ওয়েবসাইট www.forcasstudio.in

সদস্যদের প্রতি ৩য় বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর বিধানসমূহ এর সাথে পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (''এমসিএ সার্কুলারসমূহ'') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (''সেবি সার্কুলারসমূহ'') কর্তৃক জারি করা বিভিন্ন সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানির ৩য় এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য ফোরকাস স্টুডিও লিমিটেড (''কোম্পানি'')-এর ৩য় বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') আগামী বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স (''ভিসি'')/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (''ওএভিএম'')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।
উপরোক্ত সার্কুলারগুলি অনুসারে, বার্ষিক প্রতিবেদনের ভৌত অনুলিপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা মকুব করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের ভৌত অনুলিপিগুলি কেবলমাত্র সেই শেয়ারহোল্ডারদেরই পাঠানো হবে যারা বিশেষভাবে এর জন্য অনুরোধ করবেন, তবে, আমরা শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইলের মাধ্যমে কোম্পানির যোগাযোগ গ্রহণ করতে বেছে নেওয়ার মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করছি।
৩য় এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তির বৈদ্যুতিন অনুলিপি, যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন রয়েছে, তা যথাসময়ে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানি/কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (''আরটিএ'')/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে নিবন্ধিত আছে।
যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়েবলিঙ্ক সম্বলিত একটি চিঠি পাঠানো হবে।
৩য় এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.forcasstudio.com/, স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ এনএসই -এর www.nseindia.com এবং এনএসডিএল (রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের সংস্থা)-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com-এও যথাসময়ে উপলব্ধ হবে।
ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে কোম্পানির ৩য় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনের ওপর বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা সদস্যদের প্রদান করা হয়েছে। ই-ভোটিং রবিবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত চলবে। এই সময়কালে, কাট-অফ/এনটাইটেলমেন্ট তারিখ বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। যে সমস্ত সদস্য বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা পাননি, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
যে সদস্যরা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা নিবন্ধন করতে :
ক) ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণ করার ক্ষেত্রে তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের (ডিপি) কাছে;
খ) ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণ করার ক্ষেত্রে :
(১) কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ এমএএস সার্ভিসেস লিমিটেড-কে, টি-৩৪ ২য় ফ্লোর, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ফেজ II, নিউ দিল্লি-১১০০২০ ঠিকানায় ফোলিও নম্বরের বিবরণ এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি সহ লিখে পাঠাতে পারেন বা
(২) রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ এমএএস সার্ভিসেস লিমিটেড-কে info@masserv.com-এ ই-মেইল পাঠাতে পারেন।
ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরাও ৩য় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার সীমিত উদ্দেশ্যে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করতে উপরোক্ত ই-মেইল ঠিকানায় ই-মেইল পাঠাতে পারেন।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
ফোরকাস স্টুডিও লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
শৈলেশ আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
ডিআইএন : ০২৮৫৬৯৭৩
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৬-০৮-২০২৬

আসাম এন্ট্রেড লিমিটেড
রেজি. অফিস : ১৬ তারা চাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭৩
CIN : L20219WB1985PLC096557; ওয়েবসাইট : www.assamentrade.com
ইমেল : assamentrade1985@gmail.com

ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতে চলা আসাম এন্ট্রেড লিমিটেড-এর ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, **আসাম এন্ট্রেড লিমিটেড**-এর সদস্যদের **৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা** (''এজিএম'') কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''আইন'') এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (''এমসিএ'') কর্তৃক এই বিষয়ে জারি করা ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ এবং তৎপরবর্তী সার্কুলারগুলি, যার মধ্যে সর্বশেষটি হল ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ (সম্মিলিতভাবে ''এমসিএ সার্কুলার'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (''সেবি'') কর্তৃক জারি করা ০৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের সার্কুলার এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির (সম্মিলিতভাবে ''সেবি সার্কুলারসমূহ'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সাথে পঠিত সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (''লিস্টিং রেগুলেশনস'')-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ মেনে এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে (''বিজ্ঞপ্তি'') উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য আগামী **শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ২.৩০ টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩-এর অধীনে কোরাম নির্ধারণের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।
উপরোক্ত নথিপত্রগুলি কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট www.assamentrade.com-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড-এর www.bseindia.com-এও উপলব্ধ করা হবে।

বৈদ্যুতিন ভোটিং এবং এজিএম-এ অংশগ্রহণ
কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪-এর বিধানের সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধানসমূহ মেনে, সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলির উপর দূরবর্তীভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন।
ক) এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং, এজিএম-এর দিনে ই-ভোটিং এবং ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের বিস্তারিত নির্দেশাবলী ৪১তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে।

ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন / আপডেট করার পদ্ধতি
ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির যে সদস্যরা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করেননি তারাও এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা পদ্ধতি অনুসরণ করে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে এবং ভোট দিতে পারবেন।
কোম্পানির যে সদস্যরা তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করেননি তারা নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসারে তা নিবন্ধন করতে পারেন
১. ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের ইমেইল আইডি নিবন্ধন করার জন্য যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম-আইএসআর ১ (কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ) তাদের কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করার জন্য (যদি আগে জমা না দেওয়া হয়ে থাকে) ফর্মে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ আমাদের আরটিএ মেসার্স এবিএস কনসালট্যান্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৯ স্টিফেন হাউস, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, ৪, বি.বি.ডি. বাগ ইস্ট, কলকাতা-৭০০০০১-এর কাছে জমা দিতে পারেন। ইমেইল absconsultant99@ gmail.com।
২. ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরাও assamentrade1985@gmail.com-এ কোম্পানির কাছে / absconsultant99@gmail.com-এ আরটিএ ই-মেইল আইডিতে ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিবরণ (সিডিএসএল-১৬ ডিজিটের বেনিফিসিয়ারি আইডি বা এনএসডিএল-১৬ ডিজিটের ডিপিআইডি + সিএলআইডি), নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার বা কনসোলিডেটেড অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টের কপি, প্যান কার্ড (স্ব-প্রত্যয়িত কপি), আধার কার্ড (স্ব-প্রত্যয়িত কপি) প্রদান করে অস্থায়ীভাবে তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন করতে পারেন। এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে ই-মেইল ঠিকানা স্থায়ীভাবে নিবন্ধনের জন্য, সদস্যদের তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে তা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আসাম এন্ট্রেড লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
(দিব্যাংশ আগরওয়াল)
এম. নং. এ৭৯৩০৬
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
তারিখ : ২৬/০৮/২০২৬
স্থান : কানপুর

বিড়ি মহল্লায় প্রথম রাজ্যের মন্ত্রী

শ্রমিকদের মন জয় করে নিলেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, সামশেরগঞ্জ: এই প্রথম কোনও মন্ত্রী মুর্শিদাবাদের বিড়ি মহল্লায় এসে বিড়ি শ্রমিকদের চৌকাঠে পা রাখলেন। কথা বললেন বিড়ি শ্রমিকদের সঙ্গে। তাঁদের দৈনন্দিন অভাব অনটনের কথা শুনলেন। জেনে নিলেন, কেমন আছেন? ঠিকঠাক মজুরি পাচ্ছেন? কারখানায় বিড়ি নিয়ে গিয়ে প্রতারিত হচ্ছেন কিনা? প্রথম মুর্শিদাবাদে এসে সামশেরগঞ্জের বিড়ি শ্রমিকদের দুয়ারে এসে শ্রমিকদের মন জয় করে গেলেন শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। বাড়ির দরজায় কোনও মন্ত্রীকে পেয়ে আপ্লুত হলেন হাজার হাজার পুরুষ, মহিলা বিড়ি শ্রমিক। বিড়ি শ্রমিকদের দাবি, 'এর আগে কেউ আমাদের বাড়িতে এসে খোঁজ নেননি। এভাবে আমাদের সঙ্গে নিকট আত্মীয়ের মতো কথা বলেননি। মজুরি বৃদ্ধির জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছি। কিন্তু আমরা ন্যায্য মজুরি পাই না। অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত হয়েছেন বিড়ি মহল্লার বঞ্চিত শ্রমিকরা।'

মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় ১৬ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক রয়েছে। এরমধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ বিড়ি শ্রমিকের বাস জঙ্গিপুর মহকুমায়। জঙ্গিপুরের সামশেরগঞ্জ, সুতিকে সবাই এক ডাকে বিড়ি মহল্লা বলেই চেনে। এই এলাকার মেয়েরা দশ বছর বয়স থেকেই আড়াই পাকের কাজে হাত পাকাতে শুরু করে। মেয়েদের বিয়ে হয় তাঁরা বিড়ি বাঁধতে জানে কিনা তা দেখে। বিড়ি বেঁধেই চলে তাঁদের সংসার। কিন্তু মজুরি নিয়ে তাঁদের আক্ষেপ দীর্ঘদিনের। যে কজন বড় বিড়ি শিল্পপতি রয়েছেন তাদের সিংহভাগ প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। জঙ্গিপুরের তৃণমূল সাংসদ খলিলুর রহমান, সুতির তৃণমূল বিধায়ক ইমানি বিশ্বাস, জঙ্গিপুরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা মন্ত্রী জাকির হোসেন-সহ একাধিক তৃণমূল নেতা এলাকার প্রতিষ্ঠিত বিড়ি শিল্পপতি হিসাবে পরিচিত। কিন্তু দেড় দশকের তৃণমূল সরকারের আমলে কেউ বিড়ি শ্রমিকদের দুর্দশার কথা ভাবেননি বলেই এলাকাবাসীর অভিযোগ। জঙ্গিপুর জাকিরের হাতছাড়া হওয়ার পিছনে এটাকেও অন্যতম কারণ হিসাবে ধরা হয়। তৃণমূলের আমলে বিড়ি শ্রমিকরা হাজার প্রতি ২০২ টাকা মজুরি পেয়ে আসছেন। বিড়ি শ্রমিকদের দাবি, পরিশ্রমের তুলনায় এই মজুরি খুবই নূন্যতম। মঙ্গলবার সেই বিড়ি মহল্লায় পা রেখেই বিড়ি শ্রমিকদের কাছের মানুষ হয়ে উঠলেন শ্রম মন্ত্রী অর্জুন সিং। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাজের পাশাপাশি নিজের গরজে নিমতিতা এলাকার বেশ কয়েকটি বিড়ি শ্রমিকদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সুখ, দুঃখ ভাগ করে নেন। শেরপুর এলাকার ভিড়ি শ্রমিক মর্জিনা খাতুন বলেন, 'এর আগে কোনও মন্ত্রী কোনও দিন আমাদের বাড়িতে এসে খোঁজ নেননি। বিজেপি সরকারের মন্ত্রী প্রথম আমাদের বাড়িতে এসে খোঁজ নিয়েছেন। এটাই আমাদের কাছে অনেক বড়ো ব্যাপার।' ওই এলাকার খালিদা বানু বলেন, 'সেই ছোটো বেলা থেকে বিড়ি বাঁধছি। প্রতিবার ভোটের সময় ভোটবাবুরা এসে মজুরি বৃদ্ধির আশ্বাস দেয়। যারা ভোট নিতে আসে তারাই শিল্পপতি। ফলে শ্রমিক শোষণ সেই বাম আমল থেকে চলে আসছে। মঙ্গলবার সামশেরগঞ্জ এসে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য তৈরি কেন্দ্রের হাসপাতালেরও হালহকিকত নিজের চোখে দেখে যান অর্জুনবাবু। অবহেলায় ধুঁকছে এই হাসপাতাল। ডাবল ইঞ্জিনের সরকারে হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান তিনি।' তবে অর্জুন সিংয়ের বিড়ি মহল্লা পরিদর্শনে আবেগে ভাসছেন বিড়ি শ্রমিকরা। আশার আলো দেখছেন তাঁরা।

এঁচোড়ে লাভের নতুন পথ

নজির গোঘাটের কৃষকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ধান, আলু, পাট, বাংলার কৃষির চির পরিচিত ছবি। কিন্তু সেই ছবির আড়ালেই বাড়ছে কৃষকদের উদ্বেগ। উৎপাদন খরচ বাড়ছে, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের দাম চড়ছে, অথচ অনেক ক্ষেত্রেই ফসল বিক্রি করে প্রত্যাশিত লাভের মুখ দেখা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে প্রচলিত ফসলের বাইরে বেরিয়ে বিকল্প কৃষি ও বিকল্প অর্থনীতির পথ খুঁজছেন অনেক কৃষক। আর সেই পথেই সাফল্যের এক ব্যতিক্রমী নজির গড়েছেন হুগলির গোঘাট ১ নম্বর ব্লকের ভাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শাঁকাটি গ্রামের কৃষক গৌতম ঘোষ। দীর্ঘ কয়েক বছর ধান ও আলু চাষ করে লোকসানের মুখে পড়েছিলেন তিনি। একের পর এক মরশুমে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, বাজারদরের অনিশ্চয়তা এবং লাভের অভাব তাঁকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। আর সেই ভাবনা থেকেই প্রচলিত চাষের গণ্ডি ভেঙে শুরু হয় এঁচোড় চাষ। বর্তমানে প্রায় সাড়ে চার বিঘা জমিতে এঁচোড় চাষ করছেন গৌতম ঘোষ। তাঁর বাগানে ঢুকলেই চোখে পড়ে অন্যরকম দৃশ্য। গাছের গোড়া থেকে একেবারে ডগা পর্যন্ত ঝুলছে

অসংখ্য ছোট ছোট এঁচোড়। এক একটি গাছে একসঙ্গে এত ফলন স্থানীয়দেরও নজর কেড়েছে। গৌতম ঘোষের দাবি, একটি গাছ তৈরি করতে আনুমানিক এক হাজার টাকা খরচ হলেও একটি গাছ থেকে বছরে প্রায় এক ক্যুইন্টাল পর্যন্ত এঁচোড় উৎপাদন সম্ভব। ছোট আকারের এঁচোড়ের বাজারে চাহিদা থাকায় বিক্রি করতেও বিশেষ সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে না। ফলে ধান ও আলু চাষে যে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সেই পরিস্থিতি থেকে অনেকটাই বেরিয়ে এসে এখন লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছেন তিনি। স্থানীয় এক কৃষক রমাপদ ঘোষ বলেন, 'আমরা এতদিন ধান আর আলু চাষের উপরই বেশি নির্ভর করতাম। কিন্তু এখন চাষের খরচ যেভাবে বাড়ছে, তাতে লাভ করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। গৌতমবাবুর এঁচোড় চাষ দেখে আমাদেরও নতুন করে ভাবনা হচ্ছে। কম জল, কম ওষুধ এবং তুলনামূলক কম খরচে যদি ভালো আয় করা যায়, তাহলে অবশ্যই এই ধরনের বিকল্প চাষের দিকে কৃষকদের এগিয়ে আসা উচিত।' গৌতম ঘোষ বলেন, 'ধান ও আলু চাষ করে বারবার লোকসানের মুখে পড়তে হয়েছিল। তখন ভাবতে শুরু করি, একইভাবে চাষ করতে থাকলে হয়তো পরিস্থিতি বদলাবে না। সেই চিন্তা থেকেই এঁচোড় চাষ শুরু করি। শুরুতে অনেকেরই সন্দেহ ছিল, কিন্তু এখন ফলন ও বাজারদর দেখে ভালো লাগছে। ধীরে ধীরে লোকসানের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারছি। আমার বিশ্বাস, সঠিক পরিকল্পনা করে বিকল্প ফসলের দিকে এগোলে অনেক কৃষকই উপকৃত হতে পারেন।' সবমিলিয়ে প্রচলিত কৃষির গণ্ডি পেরিয়ে লাভজনক ও পরিবেশবান্ধব চাষের পথে, এটাই কি আগামী দিনের টেকসই কৃষির নতুন ঠিকানা?

১ সেপ্টেম্বর আদিবাসী সংগঠনের গণডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং আদিবাসীদের বন ও ভূমির অধিকার-সহ একাধিক দাবিতে আগামী ১ সেপ্টেম্বর পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসকের দপ্তরে গণডেপুটেশনের ডাক দিল আদিবাসী গাঁওতা, পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটি। সংগঠনের এই কর্মসূচিতে ইউনাইটেড ফোরাম-সহ বিভিন্ন গণসংগঠন সমর্থন জানিয়েছে। বুধবার বিকেলে দুর্গাপুর ভগত সিং স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় সাংবাদিক সম্মেলন করে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ১ সেপ্টেম্বর জামুড়িয়া এলাকার শালডাঙ্গা গ্রাম থেকে পদযাত্রা শুরু হবে। পদযাত্রা আসানসোল পর্যন্ত যাবে এবং সেখানে সমাপ্তির পর পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসকের দপ্তরে গণডেপুটেশন দেওয়া হবে। কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের আদিবাসী পরিবার, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-যুব এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিদের অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। সংগঠনের অভিযোগ, কয়লা খনি ও শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন প্রকল্পের কারণে বহু আদিবাসী পরিবার জমি ও বসতভিটা হারানোর আশঙ্কায় রয়েছে। শালডাঙ্গা-সহ বিভিন্ন আদিবাসী এলাকার উচ্ছেদ-সহ জমি সংক্রান্ত নোটিশ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, উন্নয়নের নামে উচ্ছেদ নয়, স্থানীয় বাসিন্দাদের জমি, জল, জঙ্গল ও জীবিকার অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে। গণডেপুটেশনের মূল দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির যথাযথ পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ, জমির বিনিময়ে উপযুক্ত জমি প্রদান, শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট-২০০৬ অনুযায়ী আদিবাসী জনগণের বন, ভূমি ও জীবিকার অধিকার নিশ্চিত করা। সংগঠনের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন জানানো হলেও সব ক্ষেত্রে এখনও কার্যকর প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এমনই মোট পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখেই ১ সেপ্টেম্বরের এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।

চিনির কালোবাজারি রুখতে অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: চিনির কালোবাজারি রুখতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন বাজারগুলিতে নজরদারি জোরদার করেছে। চলছে অভিযান। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন বাজারে হানা দিয়ে অসাধু মজুতদারদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সম্প্রতি চিনি-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের কার্যত নাভিঃশ্বাস উঠেছে। বাজারদরের এই ঊর্ধ্বগতির মধ্যেই চিনির কালোবাজারি ও বেআইনি মজুতদারি রুখতে সক্রিয় রাজ্য প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মঙ্গলবার থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন বাজারে অভিযানে নেমেছে প্রশাসনের বিশেষ দল। একাধিক বাজারে জিনিসপত্রের দাম খতিয়ে দেখছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মেদিনীপুরের মহকুমা শাসক মোহাম্মদ মারঘুব ইলমি। বাজার ঘুরে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চিনির বর্তমান ও আগের দাম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছেন। হঠাৎ করে চিনির দাম বেড়েছে কি না, কোথাও অতিরিক্ত দামে বিক্রি করা হচ্ছে কি না এবং বেআইনিভাবে চিনি মজুত করে রাখা হয়েছে কি না, সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মহকুমা শাসক জানান, শহরের বিভিন্ন বাজারে ঘুরে চিনির দাম আগে কত ছিল এবং বর্তমানে কত দামে বিক্রি হচ্ছে, সেই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে দেখা হচ্ছে। হঠাৎ করে দাম বৃদ্ধির পিছনে কোনও অসাধু চক্র বা মজুতদারের ভূমিকা রয়েছে কি না, তাও নজরে রাখা হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রাথমিকভাবে বাজারগুলিতে চিনির দামের ক্ষেত্রে খুব বেশি পার্থক্য নজরে আসেনি। তবে গোটা পরিস্থিতির উপর লাগাতার নজরদারি চালানো হবে। চিনির পাশাপাশি অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাজারদরের উপরও প্রশাসনের নজর রয়েছে বলে সূত্রের খবর।

রান্না নিয়ে অশান্তির জেরে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রান্না করা খাওয়ার নিয়ে সংসারে অশান্তির জেরেই আচমকা স্ত্রীকে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠলো স্বামীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত স্বামীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতেই তার স্ত্রীর দুই হাতের কব্জি কেটে যায় বলে অভিযোগ। বুধবার সকাল দশটা নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে। বৈষ্ণবনগর থানার কুম্ভীরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সুখপাড়া এলাকায়। এই হামলার ঘটনার পর অভিযুক্ত স্বামী সুনীল মণ্ডল এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। দুই হাতের কব্জি কাটা রক্তাক্ত অবস্থায় ওই মহিলাকে স্থানীয়রা মালদা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য মৃত্যুর কথা জানিয়ে দেন। পুরো বিষয়টি নিয়েই মৃত মহিলার দুই ছেলে তার বাবা সুনীল মণ্ডলের বিরুদ্ধে বৈষ্ণবনগর থানার অন্তর্গত কুম্ভিরা পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম বেহুলা মণ্ডল (৫২)। তিনি কুম্ভিরা অঞ্চলের আশাকর্মী হিসেবেই কর্মরত ছিলেন। অভিযুক্ত স্বামীর নাম সুনীল মণ্ডল, পেশায় কৃষক। ওই দম্পতির তিন মেয়ে ও দুই ছেলে রয়েছে। তিন মেয়ের বিয়ে অনেকদিন আগেই হয়ে গিয়েছে। বড় ছেলে চিরঞ্জিত অনলাইনে হোম ডেলিভারি কাজে যুক্ত। ছোট ছেলে রাজেশ ইংরেজবাজার শহরের একটি মেস ভাড়া করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিট পড়ছে। তাই ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ ছিল না। এদিন সকালে মাংস রান্না করাকে কেন্দ্র করেই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেই বিবাদ বাঁধে। তখনই বাড়িতে রাখা ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে ওই মহিলার দুই হাতের কব্জি কেটে নেয় অভিযুক্ত স্বামী বলে অভিযোগ।

মৃতের বড় ছেলে চিরঞ্জিত মন্ডল জানিয়েছেন, 'মাঝেমধ্যেই বাবার রাগ উঠলে এই ভাবেই আমাদের ওপর অত্যাচার চালাতো। অথচ উনি মানসিক দিক দিয়ে কোনরকম বিকারগ্রস্ত নন। গত পাঁচ মাস আগে আমাকে এবং আমার মাকে একই ইস্যুতেই ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা করেছিল। সেই সময় প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম।' অভিযুক্তের খোঁজ শুরু করেছে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
বি কে পাল অ্যাভিনিউ শাখা
৮৮, বি কে পাল অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৫

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি / সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, শ্রী জওহর সিং-এর অন্তর্গত কনভেয়েন্সের মূল স্বত্ব দলিল, যার দলিল নং ৪১০, তারিখ ৩১.০১.২০০৫, যা বুক নং - ১, ভলিউম নং - ৮, পৃষ্ঠা নং ১৫৫ থেকে ১৬৮-তে নিবন্ধিত, সেটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
উক্ত সম্পত্তিটি শ্রী জওহর সিং কর্তৃক গৃহীত লোন অ্যাকাউন্ট নং ৫০০০৬০০৯৮৪৫-এর বিপরীতে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বি কে পাল অ্যাভিনিউ শাখায় বন্ধক রাখা আছে।

সম্পত্তির বিবরণ

মৌজা - কেওটা, জে.এল. নং - ৭, খতিয়ান নং আর.এস. - ৮৮১, এল.আর. - ৪৯৯/৩, দাগ নং আর.এস. - ৫০১, এল.আর. - ১৫০১, পোঃ - চুঁচুড়া।
হারিয়ে যাওয়া দলিল সংক্রান্ত একটি আনুষ্ঠানিক পুলিশ অভিযোগ জোড়াবাগান থানায় জিডিই নং - ২৩০৭, তারিখ ২৪.০৮.২০২৬-এর অধীনে সফলভাবে দায়ের করা হয়েছে।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে তাঁরা যেন উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনোভাবেই কোনো প্রকার লেনদেন না করেন। কোনো ব্যক্তির দ্বারা এই সম্পত্তির কোনো বিক্রয়, বন্ধক, চার্জ, ইজারা, দান বা হস্তান্তর উক্ত সম্পত্তিতে কোনো টাইটেল, অধিকার বা স্বার্থ তৈরি করবে না এবং তা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের উপর বাধ্যতামূলক হবে না।

স্থান : কলকাতা, তারিখ : ২৪.০৮.২০২৬ স্বা/- শাখা ম্যানেজার বি কে পাল অ্যাভিনিউ, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

শাখা - স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা (০৫১৭১)
শাখার ঠিকানা : ১১তম ফ্লোর, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১। শাখার ই-মেইল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

সারফায়েশি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার আসল এবং সুদ পরিশোধে খেলাপ করেছেন এবং সেগুলিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে তাঁর সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় তাঁকে নোটিশ জারি করা হয়েছিল, কিন্তু তা হয়তো যথাযথভাবে বণ্টিত হয়নি এবং সেই কারণে এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাঁকে অবহিত করা হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঠিকানা সহ ঋণগ্রহীতা/ অংশীদার/জামিনদাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারীর নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১.	**মেসার্স ফর ইউ মার্কেটপ্লেস প্রাইভেট লিমিটেড (উই কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার অ্যান্ড পলিক্লিনিক)** **শ্রী সন্দীপ কর (ডিরেক্টর ও জামিনদাতা)** পিতা- উৎপল কর ঠিকানা দত্তপুকুর স্টেশন রোড (আমন্ত্রণ রোড) বন্ধন ব্যাঙ্ক গঙ্গাপুর শাখার বিপরীতে, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৪৮ **শ্রী সন্দীপ কর (ডিরেক্টর ও জামিনদাতা)** পিতা- উৎপল কর ঠিকানা- নেবধুল করুণাময়ী কমপ্লেক্স, দত্তপুকুর, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৪৮ **শ্রী রানাপ্রতাপ ওঝা (জামিনদাতা)** পিতা- সুরেন্দ্র নাথ ওঝা ঠিকানা ফ্ল্যাট এ, ৭ম ফ্লোর, ব্লক-১ ন্যাচারাল, ৪৩ শ্যামনগর রোড বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, যশোর রোড, কলকাতা-৭০০০৫৫ **শ্রীমতী তনুকা কর (জামিনদাতা)** পিতা- কৃষ্ণপদ দে ঠিকানা করুণাময়ী কমপ্লেক্স, দত্তপুকুর, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা। পিন-৭৪৩২৪৮ **অ্যাকাউন্ট নং ৪২৯২২৩৩৪৫০৩**	**তফসিল 'সি' অংশ ১** (নিচের তালিকা দেখুন) অন্যান্য যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে এয়ার কন্ডিশনার, জেনারেটর ইত্যাদি এবং ব্যাঙ্ক ফাইন্যান্সের মাধ্যমে স্থাপিত ইউনিটের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ডিজাইনের জন্য হওয়া খরচ। **অংশ - ২** (অনুগ্রহ করে বন্ধকী নথিপত্র/দলিলের উল্লেখ আছে এমন নথিতে বর্ণিত ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ উল্লেখ করুন)(তফসিল বি) নেই	০৬.০৮.২০২৬	১৮.০৮.২০২৫	২,৬০,৩৫,১৩৯.০০ টাকা (দুই কোটি ষাট লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার একশো উনচল্লিশ টাকা) যা ০৬.০৮.২০২৬ তারিখ **অনুযায়ী বকেয়া**। এছাড়াও আপনি উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যতের সুদ এবং তার সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি দিতে বাধ্য থাকবেন।

ক্র.নং	বিভাগ	আইটেম নং	মেক/মডেল	পরিমাণ
১	রেডিওলজি	স্যামসাং আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন	স্যামসাং এইচএস ৫০	১
		অ্যালেঙ্গার্স ফুল ডিআর এক্স-রে মেশিন	অ্যালেঞ্জার মার্স ১৫	১
২	কার্ডিওলজি	ইসিজি মেশিন	জিই ম্যাক ২০০০	১
		কার্ডিওসফট স্ট্রেস টেস্ট সিস্টেম	জিই	১
		কার্ডিওলজি হোল্টার অ্যানালাইজার	জিহ	১
		টোনোপোর্ট ভিআই অ্যাম্বুলেটরি ব্লাড প্রেসের মনিটরিং সিস্টেম	জিই	১
		মেডিয়ানা এ১৫ এইডি ডিফাইব্রিলেটর	জিই	১
		ইসিজি মেশিন	স্যামসাং	১
৩	গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি	সিভি-৬ অ্যাক্সিওন ভিডিও প্রসেসর	অলিম্পাস	১
৪	প্রিন্টার	১৬৫৭৫১০০ ড্রাইপিক্স এজ	ফুজি	১
৫	নিউরোলজি	আনুষাঙ্গিক যন্ত্রাংশ সহ ইইজি, ইএমজি, এনসিভি, নিউরো মেশিন	অ্যালেঞ্জার নিউরো	১
৬	ল্যাব ইকুইপমেন্টস	সিপিসি প্লেক্সম্যাট ৪ মাল্টিটাস্কিং প্রোফাইল অ্যানালাইজার	সিপিসি প্লেক্সম্যাট ৪	১
		সিসমেক্স কোঅ্যাগুলেশন অ্যানালাইজার	সিসমেক্স	২
৭	ইন্টেরিয়র এবং এক্সটেরিয়র কাজ	ডিজি সেট, এয়ার কন্ডিশনার এবং লিফট	সিপিসি প্লেক্সম্যাট ৪	

নোটিশের বিকল্প জারির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারীদের এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, ব্যর্থ হলে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পদের দায়মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারের প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কিত সারফায়েশি অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : সারফায়েশি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে আপনাকে জারি করা আমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত নোটিশ আমরা এতদ্বারা বাতিল এবং/অথবা প্রত্যাহার করছি, এটি উক্ত আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালার প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে উপলব্ধ আমাদের অধিকার এবং প্রতিকারের কোনো ক্ষতি না করেই করা হলো।

তারিখ : ২৬.০৮.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया BOI Bank of India Relationship beyond banking

দুর্গাপুর জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২, ফোন নং ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[রুল ৮ (৬) এবং রুল ৬(২)-এর অনুবিধি দেখুন]
অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অস্থাবর/স্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৮ (৬) এবং রুল ৬(২)-এর অনুবিধির** সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে অস্থাবর/স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার গঠনমূলক দখল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বকেয়া পাওনা নীচে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারদের কাছ থেকে আদায়ের জন্য **৩০.০৯.২০২৬** তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যাই থাক না কেন" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক্র. নং	শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারদের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	ক. সুরক্ষিত ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকায়) খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) ৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**ধাত্রীগ্রাম শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **শ্রী রূপক বসাক এবং সীমা বসাক** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:- শ্রী রূপক বসাক এবং সীমা বসাক** নসরাতপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান।	চার চাকার যান **(HECTOR PLUS)**, যার ইঞ্জিন নম্বর **18L10320228** এবং চেসিস নম্বর **MZ7BD1D3J3H032629**। (নিবন্ধিত মালিক **শ্রী রূপক বসাক**), রেজিস্ট্রেশন নম্বর- **WB 42AX 3666**। গাড়ির লোন অ্যাকাউন্টটি ধাত্রীগ্রাম শাখায় **অ্যাকাউন্ট নং- 420260510000092** অনুযায়ী রয়েছে।	ক. ৬.১৪ লক্ষ টাকা এবং ইউসিআই ও অন্যান্য চার্জ। খ. ০১.১২.২০২৫ গ. ১৩.০১.২০২৬	১) ৪,৯৪,০০০.০০ টাকা ২) ৪৯,৪০০.০০ টাকা ৩) ১০,০০০.০০ টাকা
২.	**রানিগঞ্জ শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **মোঃ আজাদ আলী খান এবং গুলাফশা পারভীন।** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:- মোঃ আজাদ আলী খান এবং গুলাফশা পারভীন।** মাখু মহল্লা, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান	সম্পত্তিটি শ্রী মোহাম্মদ আজাদ আলী খানের নামে রয়েছে। সম্পত্তিটি হলো একটি ফ্ল্যাট, অর্থাৎ নাবিল অ্যাপার্টমেন্টের প্রথম ফ্লোরে এ৩, মৌজা- ইসমাইল, আর.এস. প্লট নং- ৮০৫ এবং ৮০৭, প্লট নং- ৩৭৮০ এবং ৭০০১, এল.আর. খতিয়ান নং- ৬০৫৩, জে.এল নং- ২২, আসানসোল, আজাদ নগর, মল্লিক হার্ডওয়্যার এবং গ্র্যান্ড ব্যাঙ্কোয়েট ম্যারেজ হলের কাছে, পোঃ- বার্নপুর, থানা- হীরাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান। ফ্ল্যাটটির সুপার বিল্ট আপ এরিয়া হলো ১০৩৮ বর্গফুট। সীমানা (সম্পূর্ণ জমি): পূর্বে - অন্যদের জমি; পশ্চিমে- ২৪ ফুট চওড়া রাস্তা; উত্তরে- অন্যদের জমি; দক্ষিণে- ১১ ফুট চওড়া রাস্তা।	ক. ২৭.০১ লক্ষ টাকা এবং ইউসিআই ও অন্যান্য চার্জ। খ. ২৭.০৫.২০২৬ গ. ০৫.০৮.২০২৬	১. ২১,২০,০০০.০০ টাকা ২. ২,১২,০০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী:

i) নিলাম বিক্রয়/বিডিং শুধুমাত্র **https://BAANKNET.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হবে।
ii) সমস্ত সম্পত্তির জন্য নিলামের তারিখ ও সময় **৩০.০৯.২০২৬ সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা** পর্যন্ত, এরপরে প্রতিবার ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ, অর্থাৎ নিলাম প্রক্রিয়াটি প্রথমে ১৮০ মিনিটের জন্য চলবে এবং শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ বিড পাওয়া গেলে নিলামটি আরও ৫ মিনিটের জন্য বাড়ানো হবে। শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ বিড না পাওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকবে। উপরে উল্লিখিত হিসাবে সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পক্ষগুলি **২৯.০৯.২০২৬ তারিখ (বিকাল ০৪.০০ টা)** পর্যন্ত সাইটে গিয়ে সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করতে পারেন।
iii) ইচ্ছুক বিডারদের **https://BAANKNET.com** পোর্টালে তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে হবে। সম্ভাব্য বিডাররা উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে নিলামের জন্য কীভাবে নিবন্ধন করতে হবে, নিলামের ধরন এবং অনুসরণীয় অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি খুঁজে পেতে পারেন। ইচ্ছুক বিডাররা কোনো প্রশ্নের জন্য ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮, অমিত কুমার সিং (+919006082045) অথবা পঙ্কজ সিং (+91 80518 02777)-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
iv) উপরের সম্পত্তিগুলি/সম্পদগুলি "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "বিনা দায়ে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। বিডারদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে রাখা সম্পত্তির টাইটেল, দায়বদ্ধতা এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার সম্পর্কে নিজেদের খোঁজখবর নেওয়া উচিত। অনুমোদিত অফিসার/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
v) উপরের তফসিলে উল্লিখিত বিবরণ অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান অনুসারে বলা হয়েছে এবং এই প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তিতে কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
vi) উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে উক্ত সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হবে না। ইচ্ছুক বিডারদের উপরে উল্লেখিত বায়না অর্থ জমা **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড** দ্বারা প্রদান করা **BAANKNET** পোর্টালে উপলব্ধ ওয়ালেটে জমা করতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
vii) ইচ্ছুক বিডারদের নিলামের তারিখের আগেই উপরে উল্লিখিত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে এবং **৩০.০৯.২০২৬** তারিখে বা তার আগে বৈধ বিড জমা দিতে হবে।
viii) সর্বোচ্চ/সফল বিডারকে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসারের দ্বারা বিড মূল্য গ্রহণের পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সহ বিক্রয় মূল্যের ২৫% জমা দিতে হবে, ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ বিডারকে এখানে উল্লেখিত সম্পত্তির সফল বিডার/ক্রেতা বলে ঘোষণা করা হবে তবে তিনি বিড করার জন্য আইনত যোগ্য হতে হবে।
ix) বিড/ক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% অনুমোদিত অফিসার দ্বারা বিক্রয়ের নিশ্চিতকরণের **১৫ তম দিনের** (ব্যাঙ্কিং সময়কালে) মধ্যে বা অনুমোদিত অফিসারের নিজস্ব বিবেচনায় লিখিতভাবে সম্মত বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রদেয় হবে। সফল বিডার দ্বারা অর্থ প্রদানে খেলাপ হলে বিডারের দ্বারা ইতিমধ্যে জমা করা পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্কের কাছে নিলাম বাতিল করে নতুন নিলাম পরিচালনা করার স্বাধীনতা থাকবে।
x) সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার বিডার বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তির নামে বা বিডারের অনুরোধে অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনো দাবি গ্রহণ করবে না।
xi) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ বিড বা যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনায় বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন ও মকুব করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
xii) সফল বিডার/ক্রেতাকে কনভেয়ান্স ডিড -এর জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ/ফি, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ কর (সম্পত্তির মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা বা তার বেশি হলে সেকশন 194 IA অনুযায়ী) ইত্যাদি বহন করতে হবে।
xiii) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২)-এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের উদ্দেশ্যে ঋণ অগ্রিমের জন্য বিধিবদ্ধ ত্রিশ (৩০) দিনের নোটিশও বটে।

তারিখ: ২৭.০৮.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: দুর্গাপুর **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

IndusInd Bank

রিজিওনাল অফিস : সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট- ৪-এ
[রুল ৮ (৬)-এর অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬)-এর অনুবিধির সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার বাস্তবিক দখল ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর বকেয়া পাওনা **মেসার্স এইডলাইফ (ঋণগ্রহীতা), দেবশ্রী দাস (জামিনদাতা) এবং দিবারঞ্জন দাস (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)**-এর কাছ থেকে **৩১-০৭-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৯৭,২০,০৭৪.৩৯ টাকা (সাতানব্বই লক্ষ কুড়ি হাজার চুয়াত্তর টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা) এবং তার সাথে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে অতিরিক্ত সুদ** আদায়ের জন্য নীচে উল্লেখিত নির্দিষ্ট তারিখে ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেমন আছে যা আছে'' এবং ''যাই থাক না কেন'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য, বায়না অর্থ জমা এবং সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ নিচে উল্লেখ করা হলো।

সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি
২ কাঠা ৫ ছটাক পরিমাপের জমির (এর উপর অবস্থিত ভবন/কাঠামো সহ) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে মৌজা রাইপুর, জে.এল. নং ৩৩, সিএস প্লট নং ২৪৮(অংশ) এবং ২৪৯(অংশ), হোল্ডিং নং ৩৪৯/২৬৮, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, থানা - যাদবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এ অবস্থিত। সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ/বর্ণনা বিশেষভাবে দিবারঞ্জন দাসের নামে ২৩.১২.২০০২ তারিখের নিবন্ধিত দানপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যার বুক নং I, ২০০৩ সালের দলিল নং - ২২০২।	কলকাতা ডিআরটি-III -এর বিচারাধীন এসএ ৩১২ - ২০২৬	৯১,৫১,০০০ টাকা (একানব্বই লক্ষ একান্ন হাজার টাকা)	৯,১৫,১০০ টাকা (নয় লক্ষ পনেরো হাজার একশো টাকা)

ই-নিলামের তারিখ ও সময়	০৬-১০-২০২৬ (সকাল ১০টা থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত)
অনলাইন নিলাম ওয়েবসাইট	https://www.bankeauctions.com
অনলাইন বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৫-১০-২০২৬ (বিকাল ৫টা পর্যন্ত)
ন্যূনতম বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	৫০,০০০ টাকা মাত্র
ইচ্ছুক ক্রেতাদের জন্য সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	১৭-০৯-২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত)
অনুমোদিত অফিসারের যোগাযোগের বিবরণ	মোবাইল নং ৯৮৭৪৪৩৮৭৮৫, ই-মেইল rohit.swaroop@indusind.com

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.indusind.bank.in** অথবা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **https://www.bankeauctions.com** -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

সারফায়েশি অ্যাক্ট-এর বিধান/নিয়মাবলীর অধীনে বিক্রয়ের জন্য বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ) এটিকে ৩০ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য করতে পারেন। এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)-কে এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরে উল্লিখিত তাঁদের সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা মেটানোর এবং সুরক্ষিত সম্পদের ওপর বন্ধক দায়মুক্ত করার একটি শেষ এবং চূড়ান্ত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় সুরক্ষিত সম্পদগুলি উপরে উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তাবলী অনুযায়ী বিক্রি করা হবে।

তারিখ : ২৭.০৮.২০২৬ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ভারত বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি: নির্মলা সীতারমন

টরন্টো, ২৬ অগাস্ট: ভারত বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি বলেন, ভারতে বিশাল পরিসর, ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, তরুণ জনগোষ্ঠী ও দ্রুত সম্প্রসারিত পুঁজি বাজারের এক অনন্য সমন্বয় রয়েছে। টরন্টোতে প্রবাসী ভারতীয়দের বিশিষ্ট সদস্যদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় সীতারামন বলেন, ভারতের এই রূপান্তর মূলত কাঠামোগত, যা দ্রুত নগরায়ণ, ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং বিশ্বমানের ডিজিটাল পরিকাঠামোর ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে চলেছে। তিনি উল্লেখ করেন, এই পরিবর্তনগুলো অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে।

অর্থমন্ত্রী আর্থিক ও বাণিজ্যিক পরিষেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভারতের ডিজিটাল ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন। তিনি কানাডার ব্যাংক, ফিনটেক কোম্পানি এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার উল্লেখযোগ্য সুযোগের ওপর জোর দেন, যার মধ্যে কেবল পেমেন্ট বা লেনদেন ব্যবস্থাই নয়, বরং পরবর্তী প্রজন্মের ডিজিটাল আর্থিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। ভারত ও কানাডার ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করে সীতারামন বলেন, কানাডায় বসবাসরত ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী দুই দেশের মধ্যে একটি কৌশলগত সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক ও বহুত্ববাদী মূল্যবোধের অংশীদারিত্ব, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা, উচ্চ-পর্যায়ের যোগাযোগ এবং জনগণের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে সাম্প্রতিক সময়ে ভারত ও কানাডার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গভীর সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে আগামী ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কানাডা ও আমেরিকায় ৯ দিনের সফরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন টরন্টোয় পৌঁছেছেন। কানাডায় চার দিনের এই সফরে সীতারামন কানাডার অর্থমন্ত্রী ফ্রাঁসোয়া-ফিলিপ শ্যাম্পেইনের সঙ্গে আয়োজিত উদ্বোধনী 'অর্থনৈতিক ও আর্থিক সংলাপে' অংশ নেবেন।

এই সংলাপটি উভয় পক্ষের জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, আর্থিক খাতের সহযোগিতা, দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগের সুযোগ এবং অভিন্ন আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকারের বিষয়ে মতবিনিময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে। পাশাপাশি, এটি ভারত-কানাডার নবায়নকৃত অংশীদারিত্বের অর্থনৈতিক ও আর্থিক ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করতে সহায়তা করবে। এছাড়া সীতারামন জ্বালানি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের মতো খাতের শীর্ষস্থানীয় সিইও, প্রেসিডেন্ট এবং ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি বিনিয়োগ বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেবেন। সফরের আমেরিকা পর্বে, সীতারামন ২৮ অগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শিকাগো, অ্যাশভিল এবং নিউ ইয়র্ক সফর করবেন।

'এক দেশ, এক নির্বাচন' জাতীয় ও জনস্বার্থে অপরিহার্য: শিবরাজ চৌহান

নয়াদিল্লি, ২৬ অগস্ট: 'এক দেশ, এক নির্বাচন' জাতীয় ও জনস্বার্থে অপরিহার্য, জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ চৌহান। 'এক দেশ, এক নির্বাচন' বিষয়ে কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরমের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, 'আমি পি চিদম্বরমের বিবৃতিটি পড়েছি, যেখানে তিনি দাবি করেছেন 'এক দেশ, এক নির্বাচন' ব্যবস্থাটি অসাংবিধানিক এবং কংগ্রেস দলের বিবেক এর বাস্তবায়নের অনুমতি দেয় না। তিনি কোন বিবেকের কথা বলছেন? অতীতে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একই সময়ে অনুষ্ঠিত হত, ১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২ এবং ১৯৬৭ সালে এমনটাই ঘটেছিল। পরবর্তীকালে, কংগ্রেস দল অসাংবিধানিক উপায়ে বিরোধী দলের নির্বাচিত সরকারগুলিকে ফেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে এই ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে। ১৯৮৩ সালে আইন কমিশন জানিয়েছিল, লোকসভা ও বিধানসভাগুলির নির্বাচন একই সময়ে হওয়া প্রয়োজন।'

শিবরাজ আরও বলেন, 'নির্বাচন কমিশনও এই মত পোষণ করে। ২০১৮ সালে আইন কমিশনও বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেছিল। তাহলে এটি কীভাবে অসাংবিধানিক হয়ে উঠল? প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি সারা দেশের বুদ্ধিজীবী ও আইন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনার পর একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করে, যেখানে 'এক দেশ, এক নির্বাচনে'র প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। এই প্রস্তাবে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একই সময়ে আয়োজন করার এবং তার ১০০ দিনের মধ্যে অন্যান্য নির্বাচন সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঘন ঘন নির্বাচনের ফলে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলির ব্যয় যেমন বেড়েছে, তেমনই উন্নয়নও ব্যাহত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং দলীয় কর্মীরা নির্বাচনের কাজে প্রচুর সময় ব্যয় করেন। শিক্ষক, রাজস্ব বিভাগের কর্মী, পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা জনসেবা, জনকল্যাণ ও উন্নয়নের কাজে মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে কেবল নির্বাচনের প্রস্তুতিতেই ব্যস্ত থাকেন। বর্তমানে এটিই সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন। লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একই সময়ে হওয়া উচিত। কংগ্রেস দলের অবস্থান যাই হোক না কেন, জাতীয় স্বার্থই সর্বোপরি, জাতীয় ও জনস্বার্থের জন্য 'এক দেশ, এক নির্বাচন' ব্যবস্থা অপরিহার্য। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, নির্বাচনগুলি একই সময়ে হওয়া উচিত, এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে একটি ঐকমত্য রয়েছে।'

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম এখন ভারতের: পীযূষ

টোকিও, ২৬ অগস্ট: জাপানের রাজধানী টোকিওতে বুধবার স্টার্ট-আপগুলির সঙ্গে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী। এই গোলটেবিল বৈঠকে ভাষণ দেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, 'বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম বা পরিকাঠামো এখন ভারতের। 'স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া' কর্মসূচি শুরুর পর থেকে ১০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এর ফলে আমাদের স্টার্ট-আপের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, দশ বছর আগে যেখানে সংখ্যাটি ছিল মাত্র ৪০০-৫০০-এর মতো, এখন তা প্রায় ২,৫০,০০০-এ পৌঁছেছে, পাশাপাশি মানুষের মানসিকতাতেও এসেছে এক বিশাল পরিবর্তন।' পীযূষ জোর দিয়ে বলেন, 'আজকের ভারতের কোনও তরুণ বা তরুণী কেবল চাকরিপ্রার্থী নন, তাঁরা এখন কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী। তাঁরা উদ্ভাবক, তাঁরা চিন্তাশীল। তাঁরা নতুন নতুন ধারণা নিয়ে আসেন। তাঁরা ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত এবং ব্যর্থতাকে সাফল্যের সোপান হিসেবে গড়ে তুলতে ইচ্ছুক। তাঁরা ব্যর্থ হয়েও ভবিষ্যতের কোনও এক ভালো দিনের আশায় পুনরায় উঠে দাঁড়াতে প্রস্তুত। তাঁরা ঝুঁকি নিতেও পিছপা হন না। তাঁরা আকর্ষণীয় পেশা ও মোটা বেতনের চাকরি ছেড়ে ঝুঁকি নিতেও রাজি থাকেন এবং তাঁদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত সফল হন। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় ১৩০টিরও বেশি 'ইউনিকর্ন' এবং কয়েকশ 'সনিকর্ন' রয়েছে। এই তরুণ-তরুণীরা ভারতকে সত্যিই গর্বিত করে তোলে, শুধু তাঁদের অর্জনের জন্যই নয়, বরং ভিন্নভাবে চিন্তা করার ক্ষমতার জন্যও।'

সিমলায় ভূমিকম্প

সিমলা, ২৬ অগস্ট: হিমাচল প্রদেশে সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি চলছেই, এরই মধ্যে বুধবার সকালে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ভোর ৫টা ৪৬ মিনিট নাগাদ শিমলায় মৃদু কম্পন অনুভূত হয়, যা কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী ছিল। রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.০। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ৩১.৩৮৭ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৭.৭৮৭ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে; এর গভীরতা ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে।

এই কম্পনের ফলে কোনও প্রাণহানি বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। এর আগে, বুধবার ভোরের দিকে চাম্বাতেও রিখটার স্কেলে ২.৫ মাত্রার একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল। ভোর ৪টা ৩৮ মিনিটের দিকে এই কম্পন অনুভূত হলেও কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের তীব্রতা কম হওয়ায় শিমলা ও চাম্বা জেলা কিংবা সংলগ্ন এলাকায় কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

পাক হাসপাতালে আগুন, মৃত্যু ১৪ নবজাতকের

ইসলামাবাদ, ২৬ অগস্ট: পাকিস্তানের ইসলামাবাদে হাসপাতালে আগুনে মৃত্যু হয়েছে ১৪টি নবজাতক শিশুর। বুধবার ভোরে পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসের (পিআইএমএস) স্ত্রীরোগ বিভাগে আগুন লাগে, সেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ১৪টি নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালের এসিতে গোলযোগের জেরেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। হাসপাতালের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, ওয়ার্ডে রাখা একটি এসির কম্প্রেসারে বিস্ফোরণ হয়। সেই থেকেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতালে। বুধবার সকালে আচমকাই আগুন লেগে যায় ইসলামাবাদের 'পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসে'র স্ত্রীরোগ বিভাগে। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে লাগোয়া সদ্যোজাত ওয়ার্ডে। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, অগ্নিকাণ্ডের সময়ে ওয়ার্ডে ১৬ সদ্যোজাতকে রাখা ছিল। তাদের মধ্যে মাত্র একজনকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ১৪ জন শিশুর দেহ সম্পূর্ণ ভাবে পুড়ে গিয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই হাসপাতালে এসে পৌঁছয় দমকল। দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে আসে।

ময়দান

জয়ের দোরগোড়ায় ভারত, বাধা বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার চলতি টেস্ট ম্যাচে চতুর্থ দিনের খেলাতেও প্রকৃতি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল। ভারতীয় দল জয়ের একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে গেলেও বারবার বৃষ্টির কারণে ম্যাচের গতি ব্যাহত হয়েছে। বুধবারও বৃষ্টির জন্য নির্ধারিত সময়ের প্রায় দেড় ঘণ্টা আগেই দিনের খেলা বন্ধ ঘোষণা করতে হয়। ফলে শেষ দিনের আগে ভারতের জয় নিশ্চিত না হলেও তারা এখনও অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। চতুর্থ দিনের শুরুতে ভারতীয় স্পিনাররা দুর্দান্ত বোলিং করেন। বিশেষ করে অভিষেক টেস্ট খেলতে নামা সারাংশ জৈন নিজের দক্ষতার পরিচয় দিয়ে দ্রুত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন। তাঁর ঘূর্ণিতে দিশেহারা হয়ে পড়ে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং লাইনআপ। প্রথম ইনিংসে লঙ্কান দল ২৯০ রানে অলআউট হয় এবং ফলো-অন এড়াতে প্রয়োজনীয় রান তুলতে ব্যর্থ হয়ে মাত্র ১৩ রান দূরে থেমে যায়। ফলে তাদের আবার ব্যাট করতে নামতে হয়। দ্বিতীয় ইনিংসেও শুরুটা ভালো হয়নি শ্রীলঙ্কার। মাত্র চতুর্থ ওভারেই ওপেনার লাহিরু উদারা আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন। এরপর পাসিন্দু সুরিয়াবান্দারা ও কামিল মিশারা ধৈর্যের সঙ্গে ইনিংস গড়ার চেষ্টা করেন। দু'জনে মিলে অর্ধশতরানের জুটি গড়ে দলের ইনিংসকে কিছুটা স্থিতিশীল করেন। পরে কামিল আউট হলেও কামিন্দু মেন্ডিস এসে পাসিন্দুর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়েন। এই জুটি শতরানের বেশি যোগ করে শ্রীলঙ্কাকে লড়াইয়ে ফেরানোর চেষ্টা করে। ফপাসিন্দু সুরিয়াবান্দারা দুর্দান্ত ব্যাটিং করলেও ব্যক্তিগত শতরান থেকে মাত্র আট রান দূরে থেমে যান। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৯২ রানের মূল্যবান ইনিংস। অন্যদিকে কামিন্দু মেন্ডিস ৫৫ রান করে দলের লিড বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তবে এই তিন ব্যাটার ছাড়া শ্রীলঙ্কার অন্য কেউ উল্লেখযোগ্য রান করতে পারেননি। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকায় দলটি বড় সংগ্রহ গড়ার সুযোগ পায়নি। চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হওয়ার সময় শ্রীলঙ্কার সংগ্রহ ২২৯ রান। তাদের হাতে এখনও চারটি উইকেট রয়েছে এবং ভারতের বিরুদ্ধে ১৬ রানের সামান্য লিড পেয়েছে। যদিও এই লিড খুব বেশি নয়, তবুও শেষ দিনে ভারতকে দ্রুত বাকি চার উইকেট তুলে নিয়ে লক্ষ্য তাড়া করতে হবে।

৬৫৩৬ মিটার চ্যাং চেনমো কাংরি জয়ের লক্ষ্য

লাদাখে বাংলার ১৩ পর্বতারোহী

৬৫৩৬ মিটারের চ্যাং চেনমো কাংরি জয়ের লক্ষ্য, সঙ্গে নাম না জানা শৃঙ্গের খোঁজ। বাংলার ১৩ পর্বতারোহীর এই অভিযানের সূচনা হল।

নিজস্ব প্রতিবেদন: অজানাকে জানার টানে লাদাখের দুর্গম চ্যাং চেনমো উপত্যকার উদ্দেশে রওনা হল বাংলার ১৩ জন পর্বতারোহীর দল। ৬৫৩৬ মিটার উচ্চতার চ্যাং চেনমো কাংরি-সহ নাম না জানা শৃঙ্গ জয়ের লক্ষ্যে শুরু হয়েছে 'এক্সপিডিশন ইনটু দ্য আননোন'। সোমবার কলকাতা থেকে অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। 'সোনারপুর আরোহী'র এই উদ্যোগে সহযোগিতা করছে 'ক্যাফে পজিটিভ' ও 'সিটিজেন্স ফর সোশ্যাল জাস্টিস'। পর্বতারোহীদের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন ড. কল্লোল ঘোষ, আইনজীবী অরিন্দম দাস, সত্যরূপ সিদ্ধান্ত, মাধবীলতা মিত্র এবং দেবাতি রায় চৌধুরী। এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘাজয়ী রুদ্রপ্রসাদ হালদারের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর ভাবে হবে এই অভিযান। কোনও শেরপা বা গাইড ছাড়াই দুর্গম পথে এগোবেন অভিযাত্রীরা। দলে রয়েছেন সত্যরূপ সিদ্ধান্ত, অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়, ইয়াসমিনা খান-সহ অন্যরা। জম্মু, কার্গিল ও লেহ হয়ে পাংগং হ্রদের উত্তরে ফোব্রাং গ্রামে পৌঁছবেন তাঁরা। শৃঙ্গজয়ের পাশাপাশি মানবিক উদ্যোগও থাকছে অভিযানে। ফোব্রাংয়ের স্থানীয় স্কুলের পড়ুয়াদের হাতে শিক্ষাসামগ্রী ও খেলাধুলার সরঞ্জাম তুলে দেবেন অভিযাত্রীরা।

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia
Corrigendum Notice
A corrigendum has been published for **Tender ref. no. WBMAD/CM/WS/TW Works/NIT-04/26-27 & Tender Id:- 2026_MAD_5018273_1.** For further information, please visit **https://tenders.wb.gov.in**.
Sd/-
Administrator
Chakdaha Municipality

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia
Tender Notice
Chakdaha Municipality invites e-tender vide **reference no. WBMAD/CM/TWWork/NIT-4_2nd/26-27, Tender ID:- 2026_MAD_5020293_1, WBMAD/CM/WS/ReMotor/NIQ-8/26-27, Tender Id:- 2026_MAD_5020237_1, WBMAD/CM/WS/TWRep/NIQ-9/26-27, Tender Id:-2026_MAD_5020262_1** for various works under Chakdaha Municipal area. For further information, please visit **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Administrator
Chakdaha Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ২২২-এস/১/সিনি. ডিইএন-১/ডব্লু II, তারিখ ২৪.০৮.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/I, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৬২-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে শিয়ালদহ স্টেশনে অবশিষ্ট উন্নয়নমূলক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,৩৯,৪৫,৫৩৫.২৫ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১৮,৭৮,৯০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০৯.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০৯.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। SDAH-197/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

BOARD OF COUNCILLORS OF
RAGHUNATHPUR MUNICIPALITY
P.O. - Raghunathpur, Dist-Purulia
Chairman on behalf of Board of Councillors, Raghunathpur Municipality is hereby inviting tender for various jobs at various wards under APAS scheme within Raghunathpur Municipality. (with Corrigendum Notice)

Sl.	Particulars	Date	Time
1.	Date and Time of Publication	24.08.2026	11.00 A.M. onwards
2.	Bid Submission Start Date & Time	29.08.2026	11.30 A.M. onwards
3.	Bid Submission Close date & Time	15.09.2026	18.00 Hrs.. onwards
4.	Opening Date	18.09.2026	11.00 A.M. onwards

TENDER IDS :- 2026_MAD_1039150_1
For more details Please log on to **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Raghunathpur Municipality,

Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O & P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly
e-Tenders are invited by the Administrator, Bhadreswar Municipality for: Memo No:- **(1) BM/PWD/E-NIT/3348 (3rd CALL) Date:- 24/08/2026 Tender ID:- 2026_MAD_1039251_1 (2) BM/PWD/E-NIT/3408 (2nd CALL) Date:- 24/08/2026 Tender ID:- 2026_MAD_1039248_1 & 2026_MAD_1039248_2**
Important Dates:
Bid Submission Start Date (online):**27/08/2026 & 11:00 am.**
Bid Submission Closing Date (online): **05/09/2026 & 05:00 pm.**
Bid Opening Date (Technical) (online): **08/09/2026 & 11:00 am.**
Details may be obtained from the Municipal Office Notice Board and the following websites: **wbtenders.gov.in** and **bhadreswarmunicipality.com**
Sd/- Administrator
Memo No- 233(I)/HD/ICA/ADVT Date- 25-08-2026 **Bhadreswar Municipality**

Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O & P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly
e-Tenders are invited by the Administrator, Bhadreswar Municipality for: Memo No:- **(1) BM/PWD/E-NIT/3571 (1st CALL) Date:- 25/08/2026 Tender ID:- 2026_MAD_1039456_1 to 2026_MAD_1039456_4**
Important Dates:
Bid Submission Start Date (online): **27/08/2026 & 11:00 am.**
Bid Submission Closing Date (online): **05/09/2026 & 05:00 pm.**
Bid Opening Date(Technical) (online): **08/09/2026 & 11:00 am**
Details may be obtained from the Municipal Office Notice Board and the following websites: **wbtenders.gov.in** and **bhadreswarmunicipality.com**
Sd/- Administrator
Bhadreswar Municipality

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-tendersare invited by the authority of Beldanga Municipality for–

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Amount (in Lakh)	Last date for submission
1.	Repairing of Bituminous road at various spots within Beldanga Municipality by Potholes filling, Pathes repairing works etc.	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-01/2026-27	9.86	10.09.2026 at 2.00 PM
2.	Repairing of concrete road, drain cover slab atvarious spots within Beldanga Municipality		7.07	

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.tender.wb.gov.in**

এসএলআর/এলভিপিএইচ লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং: লিজ-কেজিপি-২৬-১৩ **তারিখ: ২৫.০৮.২০২৬**
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত ট্রেনগুলিতে পার্সেল পরিবহনের জন্য ০৩ (তিন) বছরের মেয়াদের জন্য এসএলআর/এলভিপিএইচ লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **ক্যাটাগরি:** পার্সেল; **ক্যাটালগ নং:** লিজ-কেজিপি-২৬-১৩; **ই-অকশনের তারিখ:** ০৮.০৯.২০২৬; **অকশন শুরুর সময়:** ১১:০০ টায়; **অকশন বন্ধের সময়: ১৬:১০** টায়; সংশ্লিষ্ট পক্ষ ও ঠিকাদারদের এটি বিবেচনায় নিতে এবং ট্রেনের বিবরণ ও ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইট দেখার অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অনুসন্ধান/স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।
(PR-672) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/খড়গপুর
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Corrigendum for Time Extension against eNIQ No. WBPWD/SSKM(H,)ESD/NIQ-25 of 2026-27 vide this office memo no. 1290 Dt. 13.08.2026; ID No. 2026_WBPWD_5018602_1. Last date of Submission - 03.09.2026 upto 02:00 PM. Sd/- U. Biswas, Assistant Engineer(LR), PWDte., SSKM(H.) Electrical Sub-Division
ICA- T16355(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-43(2nd Call)/2026-27 (Tender Id No. 2026_WBPWD_5017332_2) is hereby extended upto 1.00 P.M. on 07.09.2026. Details of NIQ, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division.
ICA- T16338(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIT and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 11/09/26 upto 12.00 Noon instead of 25/08/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 14/09/26 at 12.00 Noon instead of 27/08/26 at 12.00 Noon for "SITC of 1 No New Bed cum Passenger Lift with allied Electrical Works within the premises of Kolkata Police Hospital, Annex-6 of IPGMER-SSKM Hospital (Electrical Work)-SITC of Lift" vide Tender ID - 2026_WBPWD_5017955_1 invited by the E.E.-I, KSHED, PW Dte. All documents can be seen / obtained from the websites- tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/-Executive Engineer-I, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte.
ICA- T16334(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIeT No.:- WBPWD/AEASDIII/NIeT-02/2026-27 of The Assistant Engineer, Alipore Sub Division-III, P.W.D. Name of Work: Annual maintenance of different types customized kitchen appliances including all necessary spare parts located at Soujanya at Alipore, Kolkata-700027 under Alipore Division, PWD (For a period of One Year Only). Rs. 2,49,000.00. Bid Submission end date 07.09.2026at 11:00 hrs. Tender ID: 2026_WBPWD_5020190_1. Details will be available from the website http://tenders.wb.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Alipore Sub-Division-III
ICA- T16348(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-N.I.T. No. 02/ASD-III of 2026-27 of Assistant Engineer, Alipore Sub Division-III, P.W.D., Tender Ref. No: WBPWD/AEASDIII/NIeT-02/2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5020190_1. Name of work: Annual maintenance of different types customized kitchen appliances including all necessary spare parts located at Soujanya at Alipore, Kolkata-700027 under Alipore Division, PWD (For a period of One Year Only). Estimated Amount (Rs.) 2,49,000.00, Earnest Money (Rs.) 4,980.00, Cost of Tender Documents (Rs.) NIL, Time Period of Completion 365 (Three Sixty Five) Days. Defect Liability Period (As per Ref. Clause No.37 of this e-N.I.T.) Eligibility of Bidders to submit tender Bonafide and Resourceful agencies having proper experience & credential of similar nature of work (Ref. Clause No. 20 of this e-N.I.T.)
ICA- T16349(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
Corrigendum published for Sl. No. 1 and 5 of NIeT No. WBPHED/EE/NIeT-16/AD/2026-2027 and Tender ID : 2026_PHED_1034739_1,5 of the Executive Engineer, Alipore Division, P.H.E. Dte. for date extension. Details will be available in the website **http://wbtenders.gov.in** The last date for submission of tender is extended upto 03.09.2026 upto 2:00 P.M. Sd/- For Executive Engineer, Alipore Division, P.H.E. Dte.
ICA- T16329(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.(Roads) Directorate
1st Corrigendum
1st Corrigendum & Addendum to the e-N.I.Q. No. 03 of 2026-2027 of AE/LHSD due to extension of bid submission date & time. Tender ID :- 2026_WBPWD_5018762_1. Bid submission end date (online): 04.09.2026 upto 2:00 P.M. Date of opening of Technical Proposals: 07.09.2026 at 2.00 P.M. The details can be obtained from the https://wbtenders.gov.in & Office Notice Board. Sd/- AE/Lkp Hwy Sub-Divn., P.W.(Roads) Dte.
ICA- T16354(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender Ref No.: WBPWD/AE/BESD-II/e-NIQ10/26-27, (Tender ID: 2026_WBPWD_5020133_1). Online Tender is hereby invited by the the Assistant Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division-II. (Ground Floor R-13), Salt Lak Purta Bhavan, Kolkata-700091. from the eligible contractors for the following works: Name of Work: SITC of 2.5 TR Concealed Split type Air Conditioning Machine in O Cell and Reserve Office and 1 TR Hi Wall splittype Air Conditioning Machine in 6 nos office areas of State Vigilance Commission at 1st Floor East Block of Bikash Bhawan Salt lake.700091. Bid submission start:09.09.2026 at 09:00AM. Bid Submission end: 16.09.2026, at 01:00 PM. Bid Opening Date:18.09.2026, at 01:30 PM. Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/-P. Karmakar. Assistant Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Sub-division-II.
ICA- T16333(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIQ and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 11/09/26 upto 12.00 Noon instead of 25/08/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 14/09/26 at 12.00 Noon instead of 27/08/26 at 12.00 Noon for "Triennial Comprehensive Maintenance & Servicing of 4-Body Mortuary Cooler Plant (3TR capacity) at Bijoygarh State General Hospital, Jadavpur, Kolkata. [For the period of 03 (Three) Years]." vide Tender ID - 2026_WBPWD_5017480_1 invited by the E.E.-II, KSHED, PW Dte. All documents can be seen / obtained from the websites-tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/-Executive Engineer-II, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte.
ICA- T16339(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-tender is invited by the Assistant Engineer, P.W.Dte., Uluberia Electrical Sub-Division, PWD Campus, Gangarampur, Uluberia, Howrah-711316. NIQ No. WBPWD/AE/UESD/eNIQ-02 of 2026-2027, Memo-UESD/26/199 Dt.- 25.08.2026, Tender ID: 2026_WBPWD_5020165_1. Name of Work: Internal Electrical Installation works including air conditioning machine and negative pressure ventilation installation works for 24 bedded Hybrid Critical Care Unit at Uluberia SDH, Howrah---Urgent Electrical Repairing Work at Various ward of Hospital and 250 KVA DG Servicing at Uluberia SDH. Last Date of Submission: 10.09.2026 upto 2:00 PM. Intending bidder may download the Tender/Quotation documents from the website : www.tenders.wb.gov.in / www.wbpwd.gov.in
ICA- T16352(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ভারতীয় হকির দুর্বলতা

গোল করা, দুর্বল রক্ষণ, ধারাবাহিকতা

বিশ্বকাপ থেকে ভারতের বিদায় এখন পুরনো খবর। বরং এই বিদায়ের পর সামনে আসছে আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন; কেন বারবার বড় মঞ্চে প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে ভারতীয় হকি? এবারের বিশ্বকাপেও সেই পুরনো সমস্যাগুলিই নতুন করে চোখে পড়েছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারের পর নেদারল্যান্ডস ও আর্জেন্টিনার কাছে পরাজয় দেখিয়ে দিয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে চাপ সামলানো, রক্ষণ সংগঠিত রাখা এবং তৈরি হওয়া সুযোগ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে ভারত এখনও বিশ্বের সেরা দলগুলোর থেকে পিছিয়ে।

ভারতের এবারের অভিযানে সবচেয়ে বেশি হতাশ করেছে ধারাবাহিকতার অভাব। ম্যাচের একটা সময়ে দল ভালো খেললেও সেই গতি পুরো ম্যাচ ধরে রাখতে পারেনি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ২-৪ গোলে হারতে হয়েছে। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধেও প্রথম দিকে লড়াই করার পর শেষ দিকে প্রতিপক্ষের চাপ সামলাতে পারেনি ভারত। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ৩-৫ গোলের হারেও একই ছবি দেখা গিয়েছে। অর্থাৎ শুধু প্রতিপক্ষের শক্তি নয়, ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে নিজেদের ভুলই ভারতের সমস্যাকে আরও বাড়িয়েছে।

রক্ষণভাগ ছিল এবারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে বড় চিন্তার জায়গা। শক্তিশালী দলগুলোর বিরুদ্ধে ভারতীয় রক্ষণ অনেক সময় দ্রুত সংগঠিত হতে পারেনি। প্রতিপক্ষ আক্রমণের গতি বাড়ালে খেলোয়াড়দের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, ফলে গোলের সামনে জায়গা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে ম্যাচের শেষ কোয়ার্টারে মনোযোগ ধরে রাখতে না পারার সমস্যা চোখে পড়েছে। বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতায় সামান্য ভুলও বড় শাস্তি ডেকে আনে, আর ভারত সেই ভুলের মূল্য দিয়েছে। আক্রমণেও একই রকম সমস্যা রয়েছে। ভারত সুযোগ তৈরি করেছে, কিন্তু সব সুযোগকে গোলে পরিণত করতে পারেনি। পেনাল্টি কর্নার থেকে ধারাবাহিকভাবে গোল আদায় করতে না পারা বড় ম্যাচে ব্যবধান তৈরি করেছে। বিশ্বমানের দলগুলোর বিরুদ্ধে গোলের সুযোগ খুব বেশি পাওয়া যায় না। ফলে যে কয়েকটি সুযোগ আসে, সেগুলো কাজে লাগানোই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে। ভারত সেই জায়গায় বারবার পিছিয়ে পড়েছে। ভারতীয় হকির বর্তমান সমস্যাকে বুঝতে গেলে ইতিহাসের দিকে তাকানো জরুরি। একসময় বিশ্ব হকিতে ভারতের আধিপত্য ছিল প্রশ্নাতীত। ১৯২৮ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত টানা ৬টি অলিম্পিক্সে সোনা জিতেছিল ভারত। পরে ১৯৬৪ ও ১৯৮০ সালেও অলিম্পিক্স সোনা আসে। সব মিলিয়ে পুরুষ হকিতে ভারতের অলিম্পিক্স সোনার সংখ্যা ৮।

বিশ্বকাপেও ভারতের শুরু হয়েছিল দুর্দান্তভাবে। ১৯৭১ সালে প্রথম বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ জয়ের পর ১৯৭৩ সালে রুপো জেতে ভারত। এরপর ১৯৭৫ সালে মালয়েশিয়ায় বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস তৈরি করে দল। সেটিই এখনও বিশ্বকাপে ভারতের একমাত্র সোনা। আরও বড় আক্ষেপ, ১৯৭৫-এর পর আর কোনও বিশ্বকাপে পদক জিততে পারেনি ভারত। অর্থাৎ প্রায় ৫ দশক ধরে বিশ্বকাপের পদক ভারতের নাগালের বাইরে।

এই দীর্ঘ খরার মধ্যে অলিম্পিক্সে সাম্প্রতিক সাফল্য অবশ্য কিছুটা আশার আলো দেখিয়েছে। টোকিও ২০২০ এবং প্যারিস ২০২৪ অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জিতে ভারতীয় দল প্রমাণ করেছে, বিশ্বের সেরা দলগুলোর সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা এখনও রয়েছে। কিন্তু বিশ্বকাপের মতো দীর্ঘ প্রতিযোগিতায় সেই সামর্থ্যকে ধারাবাহিক সাফল্যে পরিণত করা যাচ্ছে না।

সমস্যাটা তাই শুধু খেলোয়াড় বা কোচ বদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আন্তর্জাতিক হকির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৌশল, ফিটনেস, রক্ষণ সংগঠন এবং ম্যাচ পরিচালনায় আরও উন্নতি প্রয়োজন। বড় ম্যাচে মানসিক দৃঢ়তাও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রতিপক্ষ যখন চাপ বাড়ায়, তখন সেই চাপ সামলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখাই চ্যাম্পিয়ন দলের বৈশিষ্ট্য।

ভারতের হাতে প্রতিভার অভাব নেই। ঘরোয়া প্রতিযোগিতা, পেশাদার লিগ এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার কারণে নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়রাও যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু প্রতিভাকে বিশ্বকাপের পদকে পরিণত করতে হলে ভুলের সংখ্যা কমাতে হবে। রক্ষণে স্থিরতা, আক্রমণে নিখুঁত সমাপ্তি এবং বড় ম্যাচে শেষ পর্যন্ত একই মাত্রার মনোযোগ; এই ৩ জায়গায় উন্নতি না হলে ১৯৭৫-এর স্মৃতি আরও দীর্ঘদিন ভারতের শেষ বিশ্বকাপ সাফল্য হয়েই থাকবে।

তৃষা-গায়ত্রীর সাফল্যের পিছনে গোপীচাঁদ, কোচকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে পেরে গর্বিত ভারতীয় জুটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জেতার স্বপ্নটা তৃষা জলি দেখেছিলেন অনেক আগেই। কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পথটা মোটেও সহজ ছিল না। চোট থেকে ফেরার পর তখনও পুরোপুরি অনুশীলনে ফিরতে পারেননি তিনি। শরীর সঙ্গ দিচ্ছিল না, প্রস্তুতিও ছিল অসম্পূর্ণ। তবু সেই সময়েই কোচ পুল্লেলা গোপীচাঁদের কাছে গিয়ে নিজের মনের কথা জানিয়েছিলেন তৃষা। বলেছিলেন, ঘরের মাটিতে আয়োজিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে তাঁরা পদক জিততে চান। কয়েক সপ্তাহ পর সেই কথাই সত্যি করে দেখালেন তৃষা ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ডাবলসে ব্রোঞ্জ পদক জিতে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে নতুন নজির গড়েছে এই জুটি। প্রতিযোগিতা শুরুর সময় বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩৯ নম্বরে থাকা তৃষা ও গায়ত্রী একের পর এক কঠিন প্রতিপক্ষকে হারিয়ে শেষ চারে জায়গা করে নেন। সেমিফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর চিনা জুটির কাছে হারলেও তার আগেই তাঁরা নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন ঐতিহাসিক পদক।

এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে আত্মবিশ্বাস, পরিশ্রম এবং একটি ছোট্ট কথোপকথনের গল্প। গোপীচাঁদের সঙ্গে সেই সাক্ষাৎ ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। তৃষা আগে কখনও এভাবে আলাদা করে কথা বলতে চাননি। তাই হঠাৎ তাঁর দেখা করার আগ্রহ দেখে গোপীচাঁদও ভেবেছিলেন, নিশ্চয়ই কোনও গুরুত্বপূর্ণ কথা রয়েছে। কিন্তু সামনে গিয়ে তৃষা শুধু জানিয়েছিলেন, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁরা পদক জিততে চান। তারপর আর কোনও ব্যাখ্যা দেননি।

সেই দৃঢ়তা গোপীচাঁদের মনে দাগ কেটেছিল। কারণ তৃষা তখন চোট থেকে ফিরছিলেন এবং ঠিকমতো অনুশীলনও শুরু করতে পারেননি। শারীরিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার আগেই এমন একটি লক্ষ্য স্থির করা তাঁর মানসিক শক্তিরই পরিচয়।

গায়ত্রীর সঙ্গেও এই স্বপ্ন ভাগ করে নিয়েছিলেন তৃষা। দু'জনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে পদক জেতার আলোচনা চলছিল। এবার সেই স্বপ্নই বাস্তব হয়েছে। তাই এই ব্রোঞ্জ তাঁদের কাছে শুধুমাত্র একটি পদক নয়, বরং দীর্ঘদিনের অপেক্ষা ও পরিশ্রমের স্বীকৃতি।

তৃষা ও গায়ত্রীর সাফল্যের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাঁদের র‍্যাঙ্কিং। বিশ্বের ৩৯ নম্বর জুটি হিসাবে প্রতিযোগিতায় নামা ভারতীয় জুটিকে শুরু থেকেই শিরোপার অন্যতম দাবিদার হিসেবে দেখা হয়নি। কিন্তু কোর্টে র‍্যাঙ্কিংয়ের হিসাবকে গুরুত্ব দেননি তাঁরা। একের পর এক শক্তিশালী জুটির বিরুদ্ধে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিয়েছেন।

শেষ চারে ওঠার পথে তিনটি বাছাই জুটিকে হারানোই তাঁদের আত্মবিশ্বাসের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। প্রতিটি ম্যাচে চাপ সামলে নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলেছেন তাঁরা। প্রতিপক্ষের শক্তি বুঝে কৌশল বদলেছেন, গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ধৈর্য দেখিয়েছেন এবং সুযোগ পেলেই আক্রমণে গিয়েছেন।

সেমিফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর চিনা জুটির কাছে তিন গেমের লড়াইয়ে হারলেও তাতে সাফল্যের গুরুত্ব একটুও কমেনি। বরং সেই ম্যাচ পর্যন্ত পৌঁছনোটাই ছিল তাঁদের অসাধারণ যাত্রার প্রমাণ। দেশের মাটিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে এই পদক তাই বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

তৃষার জন্য সাফল্যটি আরও আবেগের। কারণ কয়েক সপ্তাহ আগেও তিনি চোট কাটিয়ে ফেরার লড়াইয়ে ছিলেন। সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে একটি লক্ষ্য স্থির করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই লক্ষ্য পূরণ করেছেন। গোপীচাঁদকে দেওয়া সেই ছোট্ট প্রতিশ্রুতি আজ একটি বড় অর্জনের গল্প।

তৃষা ও গায়ত্রীর এই পদক তাই শুধু একটি প্রতিযোগিতার ফল নয়। এটি দেখিয়ে দিল, বিশ্বমঞ্চে সাফল্যের জন্য সবসময় বড় র‍্যাঙ্কিং বা দীর্ঘ প্রস্তুতির ইতিহাসই শেষ কথা নয়। সঠিক লক্ষ্য, বিশ্বাস, পরিশ্রম এবং কঠিন সময়ে নিজেদের উপর আস্থা রাখার ক্ষমতাও বদলে দিতে পারে পুরো গল্প। তৃষার সেই এক বাক্যের স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়েছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে।

ভারতকে আশা দেখাচ্ছে অ্যাথলেটিক্স ও শুটিং

এশিয়ান গেমসের মঞ্চে ভারত এবার নামছে আগের সাফল্যকে আরও বড় করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে জাপানের আইচি-নাগোয়ায় শুরু হবে প্রতিযোগিতা। ভারতের অনুমোদিত দলে রয়েছেন ৪৯২ জন ক্রীড়াবিদ। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ অ্যাথলেটিক্সের, ৭৩ জন। ২০২২ সালের এশিয়ান গেমসে ভারত ১০৭টি পদক জিতেছিল, যা ছিল দেশের সর্বকালের সেরা এশিয়ান গেমস অভিযান। এবার সেই সংখ্যাকে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। পদকের সম্ভাবনার তালিকায় সবার আগে থাকবে অ্যাথলেটিক্স। নীরজ চোপড়া পুরুষদের জ্যাভলিনে টানা তৃতীয় এশিয়ান গেমস সোনা জয়ের লক্ষ্য নিয়ে নামবেন। তাঁর সঙ্গে অবিনাশ সাবলে, তাজিন্দরপাল সিং তুর, পারুল চৌধুরী এবং অন্নু রানির মতো পদকজয়ীরাও রয়েছেন। ২০২২ সালে অ্যাথলেটিক্স থেকেই ভারত পেয়েছিল ২৯টি পদক। তাই মোট পদকসংখ্যা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই ইভেন্টই সবচেয়ে বড় ভরসা। শুটিংয়েও রয়েছে বড় প্রত্যাশা। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সাফল্য এবং একাধিক তরুণ প্রতিভার উত্থান ভারতীয় শুটারদের পদকের অন্যতম শক্তিশালী দাবিদার করে তুলেছে। রাইফেল ও পিস্তল বিভাগে একাধিক ইভেন্টে ভারত লড়াইয়ের সামনের সারিতে থাকতে পারে। তবে শুটিংয়ে চাপ সামলানো এবং ফাইনালে ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই হবে বড় পরীক্ষা। কুস্তিতে পরিস্থিতি কিছুটা জটিল। ১৬ জনের দল নিয়ে ভারত নামছে। ডোপিং সংক্রান্ত কারণে দু'টি বিভাগে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ হারানোয় সম্ভাব্য পদকের সংখ্যা কিছুটা কমেছে। তবু অন্তিম পঙ্ঘাল এবং আমন সেহরাওয়াতের মতো কুস্তিগিররা ভারতের আশা জিইয়ে রাখছেন। বক্সিংয়ে সাম্প্রতিক সাফল্য আত্মবিশ্বাস বাড়াচ্ছে। গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় বক্সাররা রেকর্ড ৭টি সোনা-সহ ১০টি পদক জিতেছেন। সেই ধারাবাহিকতা এশিয়ান গেমসেও বজায় রাখতে পারলে বক্সিং থেকে একাধিক পদক আসতে পারে। তবে এশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীরা শক্তিশালী হওয়ায় প্রতিটি ওজন বিভাগেই লড়াই কঠিন হবে। ব্যাডমিন্টনে প্রত্যাশা যেমন বেশি, সংশয়ও তেমন। পিভি সিন্ধু, লক্ষ্য সেন এবং তরুণ আয়ুষ শেঠির নেতৃত্বে ২০ জনের দল রয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের একাধিক তারকা পদকের কাছাকাছি পৌঁছেও হেরেছেন। অন্যদিকে তৃষা জলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ দুর্দান্ত সাফল্য এনে নতুন আশার জন্ম দিয়েছেন। হকিতেও ভারতকে স্বাভাবিকভাবেই পদকের দাবিদার ধরা হচ্ছে। পুরুষ দল আগের আসরের সোনা ধরে রাখতে চাইবে, আর মহিলা দলও পদকের লড়াইয়ে থাকবে। তবে বিশ্বকাপে সাম্প্রতিক হতাশাজনক ফলের পর দুই দলেরই নিজেদের সামর্থ্য প্রমাণ করতে হবে। সব মিলিয়ে ভারতের পদকের মানচিত্রে অ্যাথলেটিক্স ও শুটিং সবচেয়ে উজ্জ্বল, বক্সিং ও কুস্তি শক্তিশালী সহায়ক, আর ব্যাডমিন্টন ও হকি হতে পারে বড় চমকের ক্ষেত্র। ২০২২ সালে ২৮টি সোনা-সহ ১০৭টি পদক পাওয়ার পর এবার লক্ষ্য শুধু সেই সাফল্য ধরে রাখা নয়, আরও উঁচুতে ওঠা।

এশিয়াস্তরে পদক জেতাই সব নয়

ভারতীয় ক্রীড়ার দরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা

ভারতীয় খেলাধুলায় সাফল্য মাপার সবচেয়ে সহজ মাপকাঠি যেন পদক। বড় কোনও প্রতিযোগিতায় সোনা, রুপো বা ব্রোঞ্জ এলেই সাফল্যের তকমা জুটে যায়। কিন্তু সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা সেই প্রচলিত ধারণাকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। হকি বিশ্বকাপে ভারতের হতাশাজনক ফলের পর পিআর শ্রীজেশ ও বীরেন রাসকুইনহার সরব হওয়া এবং এশিয়ান গেমসের দল নির্বাচন ঘিরে বিতর্ক; তিনটি ঘটনাই দেখিয়ে দিচ্ছে, শুধু তাৎক্ষণিক ফল নয়, ভারতীয় খেলায় এখন প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা।

হকি বিশ্বকাপে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা দল। পুরুষ দল দ্বিতীয় রাউন্ডেই নেদারল্যান্ডস ও আর্জেন্টিনার কাছে হেরে বিদায় নেয়। মহিলা দলও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ড্র করে শেষ আটের লড়াই থেকে ছিটকে যায়। এই ফলের পর শ্রীজেশের প্রশ্ন, ভারত কি শুধু ভাল হকি খেলার দল তৈরি করছে, নাকি বিশ্বের সেরা দলগুলিকে হারানোর ক্ষমতাও তৈরি করছে? তাঁর বক্তব্যের মূল সুর ছিল আরও গুরুত্বপূর্ণ; প্রতিটি ব্যর্থতাকে ভবিষ্যতের শিক্ষা বলে এড়িয়ে গেলে সমস্যার আসল জায়গা চিহ্নিত হবে না।

রাসকুইনহার উদ্বেগও একই জায়গায়। তাঁর আশঙ্কা, এশিয়ান গেমসে ভারত সোনা জিতলে বিশ্বকাপের ব্যর্থতার অনেক দুর্বলতা হয়তো আড়ালে চলে যাবে। অর্থাৎ একটি পদক সাময়িক স্বস্তি দিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান করতে পারে না। ফিটনেস, দল নির্বাচন, কৌশল, বেঞ্চের শক্তি এবং খেলোয়াড় তৈরির প্রক্রিয়ায় কোথায় ঘাটতি রয়েছে, তা খুঁজে বের করাই আসল কাজ।

এশিয়ান গেমসের দল নির্বাচন ঘিরে বিতর্কও একই প্রশ্ন সামনে এনেছে। ক্রীড়া মন্ত্রকের অনুমোদিত দলে একাধিক পরিচিত ও পদকজয়ী খেলোয়াড় জায়গা না পাওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। আবার চোটের কারণে প্রস্তুতি নিতে না পারা খেলোয়াড়ের অন্তর্ভুক্তি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিভিন্ন খেলায় প্রস্তাবিত দলের সংখ্যা কমে যাওয়ায় নির্বাচনের মানদণ্ড, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং খেলোয়াড় মূল্যায়নের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

এখানেই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। কোনও প্রতিযোগিতার আগে শুধু সম্ভাব্য পদকজয়ীদের তালিকা তৈরি করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। প্রতিটি খেলায় প্রতিভা খোঁজা, বয়সভিত্তিক খেলোয়াড়দের ধাপে ধাপে তৈরি করা, আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ, চোট ব্যবস্থাপনা এবং পর্যাপ্ত প্রতিযোগিতার সুযোগ নিশ্চিত করতে হয়। একই সঙ্গে সিনিয়রদের পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মের খেলোয়াড়দেরও তৈরি রাখতে হয়।

ভারতীয় খেলাধুলা গত কয়েক বছরে অনেক দূর এগিয়েছে। অলিম্পিক্স, এশিয়ান গেমস, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ কিংবা কমনওয়েলথ গেমসে ধারাবাহিকভাবে পদক এসেছে। কিন্তু সেই সাফল্যকে স্থায়ী শক্তিতে পরিণত করতে হলে প্রতিটি ব্যর্থতার পর কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে।

পদক অবশ্যই সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। কিন্তু একটি পদক যদি দুর্বলতা ঢেকে দেয়, তাহলে সেটি ভবিষ্যতের জন্য সতর্কবার্তাও হতে পারে। ভারতের লক্ষ্য তাই শুধু পরের প্রতিযোগিতায় কতগুলি পদক আসবে, তা নয়; বরং ৫, ১০ বা ১৫ বছর পর বিশ্বের সেরা ক্রীড়া শক্তিগুলির সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে লড়াই করার মতো ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই প্রধান কর্তব্য।

রিয়াল মাদ্রিদ আবারও বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফুটবল ক্লাব, শীর্ষ দশে বড় চমক আর্সেনাল

মাঠে সব সময় ট্রফির বন্যা না থাকলেও ব্যবসায়িক দৌড়ে রিয়াল মাদ্রিদ যেন অন্য সবার চেয়ে আলাদা জায়গায় দাঁড়িয়ে। আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড মূল্যায়ন সংস্থা ব্র্যান্ড ফাইন্যান্সের ২০২৬ সালের প্রতিবেদনে টানা তৃতীয় বছরের মতো বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ফুটবল ক্লাব ব্র্যান্ডের স্বীকৃতি ধরে রেখেছে স্পেনের ক্লাবটি। এক বছরে রিয়াল মাদ্রিদের ব্র্যান্ড মূল্য বেড়েছে ২৫ শতাংশ। বর্তমানে সেই মূল্য দাঁড়িয়েছে ২৪০ কোটি ইউরোতে, যা ২৭৬ কোটি ৬০ লক্ষ ডলারের সমান।

মাঠের ফলাফলের দিক থেকে গত মরসুম রিয়ালের জন্য খুব একটা উজ্জ্বল ছিল না। লা লিগায় দ্বিতীয় হয়ে মরসুম শেষ করেছে তারা। টানা ২ মরসুম ঘরোয়া খেতাবও জিততে পারেনি। কিন্তু মাঠের এই ঘাটতি ক্লাবটির ব্যবসায়িক শক্তিতে বড় কোনও ধাক্কা দিতে পারেনি। বরং স্টেডিয়াম, তারকা খেলোয়াড়, আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিশ্বজুড়ে বিশাল সমর্থকগোষ্ঠী রিয়ালের ব্র্যান্ড মূল্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

রিয়ালের এই উত্থানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর সংস্কার। দীর্ঘ সংস্কারকাজের পর ২০২৫-২৬ মরসুমে স্টেডিয়ামটি পূর্ণ সক্ষমতায় ব্যবহারের সুযোগ পায় ক্লাব। এর ফলে ম্যাচের দিনের আয়, টিকিট বিক্রি, বিশেষ আতিথেয়তা, জাদুঘর পরিদর্শন এবং স্টেডিয়াম ভ্রমণ থেকে উল্লেখযোগ্য অর্থ এসেছে। সব মিলিয়ে ক্লাবটির রাজস্ব রেকর্ড ১২০ কোটি ইউরোতে পৌঁছেছে।

রিয়ালের বাণিজ্যিক শক্তির আরেকটি বড় ভিত্তি বিশ্বজুড়ে তাদের বিপুল জনপ্রিয়তা। ইউরোপ থেকে এশিয়া, আমেরিকা থেকে মধ্যপ্রাচ্য; বিভিন্ন অঞ্চলে ক্লাবটির সমর্থকের সংখ্যা বিশাল। সেই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও বিপণন থেকে নিয়মিত বড় অঙ্কের আয় করছে তারা। মাঠে কিলিয়ান এমবাপে, জুড বেলিংহাম ও ভিনিসিয়াস জুনিয়রের মতো তারকার উপস্থিতিও ক্লাবটির বিশ্বব্যাপী আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

ব্র্যান্ড ফাইন্যান্সের প্রতিবেদনে বিশ্ব ফুটবলের সামগ্রিক আর্থিক শক্তিরও ছবি উঠে এসেছে।

বিশ্বের শীর্ষ ৫০টি ক্লাবের মোট ব্র্যান্ড মূল্য এবার ২ হাজার ৩৯০ কোটি ইউরোতে পৌঁছেছে। তাদের সম্মিলিত আর্থিক মূল্য দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৯৭০ কোটি ইউরো। এক বছরে ক্রীড়া ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে এটি সর্বোচ্চ বৃদ্ধির রেকর্ড। তবে এই বিপুল মূল্যের বড় অংশই রয়েছে শীর্ষ কয়েকটি ক্লাবের হাতে। শীর্ষ ১০টি ক্লাব একাই ফুটবলের মোট ব্র্যান্ড মূল্যের ৬০ শতাংশের বেশি নিয়ন্ত্রণ করছে।

রিয়ালের পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বার্সেলোনা। লা লিগার বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের ব্র্যান্ড মূল্য ১৫ শতাংশ বেড়ে ২০০ কোটি ইউরো হয়েছে। হ্যান্সি ফ্লিকের অধীনে টানা দ্বিতীয়বার লা লিগা ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জয়ের সাফল্য বার্সেলোনার বাণিজ্যিক অবস্থান শক্ত করেছে। দীর্ঘ সময়ের বিরতির পর ক্যাম্প ন্যুতে ফেরাও ক্লাবটির জন্য বড় আর্থিক স্বস্তি এনেছে।

ক্যাম্প ন্যু বন্ধ থাকার সময়ে বছরে প্রায় ১০ কোটি ইউরোর ঘাটতি তৈরি হয়েছিল। স্টেডিয়ামে ফেরার পর সেই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার সুযোগ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি রেকর্ড পৃষ্ঠপোষকতা ও অনলাইন পণ্য বিক্রির ওপর ভর করে বার্সেলোনা এখন ১০০ কোটি ইউরো রাজস্বের দ্বারপ্রান্তে। ফলে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে আর্থিক ব্যবধানও আগের তুলনায় কিছুটা কমেছে।

এবারের তালিকার সবচেয়ে বড় চমক অবশ্য আর্সেনাল। ২২ বছর পর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জয়ের পাশাপাশি চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে ওঠার সাফল্য ক্লাবটির বাণিজ্যিক অবস্থান আমূল বদলে দিয়েছে। এক ধাক্কায় ৫ ধাপ এগিয়ে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে আর্সেনাল। তাদের ব্র্যান্ড মূল্য ২৮ শতাংশ বেড়ে ১৫০ কোটি ইউরো হয়েছে।

আর্সেনালের এই উত্থানের পেছনে শুধু মাঠের সাফল্য নয়, দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যিক পরিকল্পনাও রয়েছে। নতুন স্টেডিয়ামকেন্দ্রিক আয় এবং জার্সির দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির কারণে ক্লাবটির রাজস্ব প্রায় ৭৯ কোটি পাউন্ডের কাছাকাছি পৌঁছনোর পথে। দীর্ঘ সময় পর ইংল্যান্ডের শীর্ষ পর্যায়ে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করায় বিশ্বজুড়ে আর্সেনালের বাণিজ্যিক আকর্ষণও বেড়েছে।

চতুর্থ স্থানে রয়েছে জার্মান চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখ। তাদের ব্র্যান্ড মূল্য ১৭৪ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার। সম্প্রচারস্বত্ব, বাণিজ্যিক আয় ও ম্যাচের দিনের রাজস্বের পাশাপাশি মাঠের সাফল্যও তাদের অবস্থান শক্ত করেছে। গত মরসুমে বুন্দেসলিগা, জার্মান কাপ ও জার্মান সুপার কাপ জিতে ঘরোয়া ট্রেবল পূর্ণ করেছে বায়ার্ন।

পঞ্চম স্থানে রয়েছে পিএসজি। ফরাসি ক্লাবটির ব্র্যান্ড মূল্য ১৭৩ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-সহ একাধিক খেতাব জিতলেও ফরাসি লিগের সীমিত বৈশ্বিক আকর্ষণ তাদের ব্র্যান্ড বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছুটা বাধা তৈরি করছে। তারপরও ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী বাণিজ্যিক ফুটবল ব্র্যান্ড হিসেবে অবস্থান ধরে রেখেছে প্যারিসের ক্লাবটি।

ষষ্ঠ স্থানে নেমে গেছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। তাদের ব্র্যান্ড মূল্য ১৭০ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার। মূল্য বেড়েছে, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীরা আরও দ্রুত এগিয়ে যাওয়ায় র‍্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় স্থান থেকে ষষ্ঠ স্থানে নেমেছে তারা। ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় আগের তুলনায় কম সাফল্য এবং পেপ গুয়ার্দিওলার বিদায় ক্লাবটির আয় বৃদ্ধির গতিতে প্রভাব ফেলেছে।

সপ্তম স্থানে রয়েছে লিভারপুল। তাদের ব্র্যান্ড মূল্য ১৬৯ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। গত মরসুমের পারফরম্যান্স প্রত্যাশামতো না হলেও বিশ্বজুড়ে ক্লাবটির জনপ্রিয়তা ও বাণিজ্যিক শক্তি মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। অষ্টম স্থানে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, যার ব্র্যান্ড মূল্য ১৬৫ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার। তারাও আগের তুলনায় এক ধাপ নিচে নেমেছে।

নবম স্থানে থাকা চেলসির ব্র্যান্ড মূল্য ১১০ কোটি ১০ লক্ষ ডলার। মাঠের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি কোচিং স্টাফ ও ক্লাব পরিচালনায় অস্থিরতা তাদের বাণিজ্যিক অগ্রগতিতে প্রভাব ফেলছে। তারপরও শীর্ষ দশে জায়গা ধরে রেখেছে ইংল্যান্ডের ক্লাবটি।

দীর্ঘ এক দশক পর শীর্ষ দশে ফিরে এসেছে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। জার্মান ক্লাবটির ব্র্যান্ড মূল্য ৭৬ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার। সম্প্রচারস্বত্ব, টিকিট বিক্রি এবং পণ্য বিক্রি থেকে আয় তাদের এই প্রত্যাবর্তনে বড় ভূমিকা রেখেছে। এক দশক পর বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ১০ ক্লাবের তালিকায় ফিরে এসে ডর্টমুন্ড আবারও ইউরোপীয় ফুটবলের বাণিজ্যিক অভিজাতদের সারিতে জায়গা করে নিয়েছে।

সব মিলিয়ে ২০২৬ সালের তালিকা দেখাচ্ছে, ফুটবলে এখন শুধু ট্রফি জেতাই ক্লাবের আর্থিক শক্তির একমাত্র মাপকাঠি নয়। আধুনিক স্টেডিয়াম, বিশ্বজোড়া সমর্থকগোষ্ঠী, তারকা খেলোয়াড়, পৃষ্ঠপোষকতা, সম্প্রচারস্বত্ব, পণ্য বিক্রি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ব্র্যান্ডের প্রভাব; সবকিছু মিলিয়েই তৈরি হচ্ছে একটি ক্লাবের প্রকৃত বাণিজ্যিক মূল্য। সেই দৌড়ে রিয়াল মাদ্রিদ এখনও সবার সামনে, আর আর্সেনালের দ্রুত উত্থান দেখিয়ে দিচ্ছে মাঠের সাফল্য কীভাবে একটি ক্লাবের ব্যবসায়িক চেহারাও বদলে দিতে পারে।